CMYK

CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA গৌরবের ৭১ তম বছর

JAGARAN ■ 71 Years ■ Issue-209 ■ 10 May, 2025 ■ আগরতলা ১০ মে, ২০২৫ ইং ■ ২৬ বৈশাখ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, শনিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী, বিদেশমন্ত্রী ও জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা

পাকিস্তানের ড্রোন হামলায় পাঞ্জাবে আহত তিন, শ্রীনগর ও পোখরানেও আঘাত

নয়াদিল্লি, ৯ মে ।। ভারত-পাক সীমান্তে ফের চরম উত্তেজনার পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে। শুক্রবার রাতভর পাকিস্তানের তরফে ভারতের একাধিক সীমান্ত অঞ্চলে ড্রোন হামলার চেষ্টা করা হয়েছে। পাঞ্জাবের ফিরোজপুরে এক আবাসিক এলাকায় একটি পাকিস্তানি ড্রোন হামলায় একটি পরিবারের তিন সদস্য আহত হন। অন্যদিকে, রাজস্থানের পোখরান এলাকায়ও প্রবল বিস্ফোরণের খবর মিলেছে।

এদিকে, প্রধানমন্ত্রী আজ রাতে বিদেশমন্ত্রী ও জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টার সাথে উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকে বসেছেন। তার আগে তিনি সন্ধ্যায় তিন বাহিনীর প্রধানদের সাথে বৈঠক করেছেন।

ড্রোন হামলায় পাঞ্জাবের ফিরোজপুরে জখম একই পরিবারের তিন সদস্যের মধ্যে এক জন মহিলা এবং তাঁর শারীরিক পরিস্থিতি আশঙ্কাজনক বলে খবর। বর্তমানে যে হাসপাতালে তিন জন চিকিৎসাধীন, সেখানকার

চিকিৎসক বলেন, "ড্রোন হামলায় তিন জন জখম হয়েছেন। এক মহিলার অবস্থা শঙ্কাজনক। বাকি দুজনের শরীরের কিছু অংশ পুড়ে গিয়েছে। সকলেরই চিকিৎসা চলছে।"

পুলিশ ও নিরাপত্তা বাহিনীর তথ্য অনুযায়ী, জম্মুর সাম্বা, পাঠানকোট এবং রাজস্থানের জয়সলমেরে পাকিস্তানি ড্রোনের গতিবিধি লক্ষ্য করা হয়েছে। বেশ কয়েকটি ড্রোন গুলি করে নামানো হয়েছে। সেনাবাহিনী জানিয়েছে, শুক্রবার রাতেও শ্রীনগর বিমানবন্দরের কাছাকাছি পাকিস্তানি ড্রোনের উপস্থিতি ধরা পড়েছে।

ভারতে আন্তর্জাতিক সীমান্ত ও নিয়ন্ত্রণ রেখার ২৬টি স্থানে পাকিস্তান ড্রোন হামলা চালিয়েছে বলে জানিয়েছে প্রতিরক্ষা কর্তৃপক্ষ। এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, 'যেসব এলাকায় পাকিস্তান ড্রোন হামলা করেছে তার মধ্যে রয়েছে বারামুলা, শ্রীনগর, আউন্টারপোরা, নাগরোটা, জম্মু, ফিরোজপুর, পাঠানকোট, ফাজিলকা, লালগড় জাত্তা, জয়সলমীর, বারের, ভূজ, কুয়ারবেত এবং লক্ষী নালা।'

বিবৃতিতে আরও জানানো হয়েছে, কিছু ড্রোন ছিল সন্দেহভাজনভাবে সশস্ত্র এবং সেগুলোর লক্ষ্যবস্তু ছিল বেসামরিক ও সামরিক স্থাপনাগুলো। একটি সশস্ত্র ড্রোন একটি আবাসিক এলাকায় হামলা চালালে স্থানীয় এক পরিবারের সদস্যরা আহত হন।

প্রতিরক্ষা কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, "ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনী উচ্চ সতর্কতায় রয়েছে এবং সব ধরনের আকাশপথের হুমকি নজরে রাখা এবং প্রতিরোধের জন্য আধুনিক কাউন্টার-ড্রোন ব্যবস্থা ব্যবহার করা হচ্ছে।"

এদিকে, শ্রীনগরজুড়ে সাইরেন বেজে চলেছে এবং সীমান্ত এলাকা থেকে ভারী আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। নিরাপত্তার খাতিরে বহু এলাকায় ব্ল্যাকআউট কার্যকর করা হয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দারা বাড়ির ভেতরে অবস্থান করছেন এবং রাস্তাঘাট প্রায় জনশূন্য। জম্মু-কাশ্মীরের আখনুর থেকে উধমপুরে ব্ল্যাকআউট করা হয়েছে। হরিয়ানার পঞ্চকুলা এবং অম্বলাতেও সন্ধ্যা থেকে ব্ল্যাকআউট। একই পরিস্থিতি পাঞ্জাবের ফিরোজপুর এবং রাজস্থানের জৈসলমেরে।

আজ সন্ধ্যা নামতেই পাকিস্তান ফের গুলিবর্ষণ শুরু করে। উরি, কুপওয়ারা ও পুঞ্চে চরম উত্তেজনা তৈরি হয়েছে। নিরাপত্তা সংস্থাগুলোর মতে, ভারতও কড়া জবাব দিচ্ছে।

সতর্কতামূলক পদক্ষেপ হিসেবে কেন্দ্রীয় সরকার দেশের ২৪টি প্রধান বিমানবন্দর আগামী ১৫ মে পর্যন্ত ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জরুরি পরিস্থিতিতে রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিকে বিশেষ ক্ষমতা ব্যবহারের নির্দেশ

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক

নয়াদিল্লি, ৯ মে ।। পাকিস্তানের সঙ্গে ক্রমবর্ধমান উত্তেজনার প্রেক্ষাপটে জাতীয় নিরাপত্তা বা শত্রু আক্রমণের মতো জরুরি পরিস্থিতিতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক সমস্ত রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিকে সিভিল ডিফেন্স আইন, ১৯৬৮ এর নিয়মাবলীর আওতায় বিশেষ ক্ষমতা ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছে। 'রাজ্য এবং কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলগুলিতে নাগরিক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা বৃদ্ধি' শীর্ষক এক চিঠিতে মন্ত্রক বিশেষভাবে সিভিল ডিফেন্স রুলস-এর ধারা ১১-এর উল্লেখ করেছে। তাতে শত্রু আক্রমণের সময় জনগণ, সম্পত্তি এবং গুরুত্বপূর্ণ পরিষেবাসমূহ রক্ষায় রাজ্য সরকারকে তাৎক্ষণিক পদক্ষেপ নেওয়ার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে।

বৃহস্পতিবার রাতে জম্মু ও জয়সলমেরে পাকিস্তানের ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্র হামলার পর যেগুলির অধিকাংশই ভারতের বিমান প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার দ্বারা প্রতিহত করা হয়েছে এই নির্দেশ এসেছে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক সমস্ত রাজ্যকে ধারা ১১ কার্যকর করার অনুরোধ জানিয়েছে এবং প্রতিটি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের সিভিল ডিফেন্স ডিরেক্টরদের জরুরি ক্রয়ক্ষমতা দেওয়ার কথা বলেছে, যাতে স্থানীয় কর্তৃপক্ষের তহবিল ব্যবহার করে দ্রুত প্রতিক্রিয়া জানানো যায়। চিঠিতে বলা হয়েছে, "বর্তমান শত্রু আক্রমণের পরিস্থিতিতে আমি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি সিভিল ডিফেন্স রুলস, ১৯৬৮-এর ধারা ১১-র দিকে, যা রাজ্য সরকারকে এমন পদক্ষেপ গ্রহণের ক্ষমতা দেয় যা জনগণ ও সম্পত্তিকে আঘাত বা ক্ষতি থেকে রক্ষা করার জন্য, কিংবা গুরুত্বপূর্ণ পরিষেবাগুলোর যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় বলে বিবেচিত হয়। স্থানীয় কর্তৃপক্ষের তহবিল এই নির্দেশ পালনের জন্য প্রযোজ্য হবে এবং এই নির্দেশ পালনকে অন্যান্য সকল দায়িত্বের উপরে অগ্রাধিকার দিতে হবে।"

সরকারি সূত্র জানিয়েছে, রাজ্য ও স্থানীয় স্তরের প্রস্তুতি এই ধরনের আক্রমণের প্রভাব কমাতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ধারণা করা হচ্ছে, ২২ এপ্রিলের পহালগাম হামলায় ২৬ জন নিরীহ নাগরিক নিহত হওয়ার পর ভারতের "অপারেশন সিন্দুর"-এর প্রতিশোধ হিসেবেই এই হামলা চালানো হয়েছে। পরিস্থিতি এখনও উত্তপ্ত, এবং আন্তর্জাতিক মহলে শান্তি ও সংলাপের আহ্বান উঠেছে।

প্রসঙ্গত, জাতীয় নিরাপত্তা বা শত্রু আক্রমণের মতো জরুরি পরিস্থিতিতে, সিভিল ডিফেন্স আইন, ১৯৬৮-এর ধারা ১১ রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিকে বিশেষ ক্ষমতা প্রদান করে। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক এই ধারা কার্যকর করার নির্দেশ দেওয়ার পর অনেকের মধ্যেই প্রশ্ন উঠেছেএই আইনের আওতায় রাজ্য সরকারগুলি কী কী করতে পারে? নিচে ধারা ১১-এর প্রধান তিনটি গুরুত্বপূর্ণ দিক তুলে ধরা হলো:

১. জনগণ ও সম্পত্তির সুরক্ষায় জরুরি ব্যবস্থা গ্রহণ: ধারা ১১ অনুযায়ী, রাজ্য সরকার এমন যেকোনো জরুরি পদক্ষেপ নিতে পারে যা নাগরিকদের জীবন ও সম্পত্তি রক্ষায় ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পাকিস্তানের উপর আরেকটি আঘাত

সাম্বায় অনুপ্রবেশের চেষ্টা ব্যর্থ করল বিএসএফ, নিকেশ ৭ জঙ্গি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ মে।। বিএসএফ সাম্বায় পাকিস্তানের মদতে একটি বৃহৎ অনুপ্রবেশের চেষ্টাকে ব্যর্থ করেছে। পাকিস্তান থেকে প্রবেশ করতে থাকা সাত জঙ্গিকে খতম করা হয়েছে। জানানো হচ্ছে যে, নিহত জঙ্গিরা জৈশ-ই-মোহাম্মদ সংগঠনের সদস্য ছিলেন।

ভারত লাগাতর পাকিস্তানের অসৎ পরিকল্পনাকে ভেঙে চুরমার করে দিচ্ছে। গত রাতে পাকিস্তানের আকাশপথে হামলার চেষ্টাগুলোকে নাস্তানাবুদ করার পর, জম্মু ও কাশ্মীরে জৈশ-ই-মোহাম্মদ-এর সাত জঙ্গিকে খতম করা হয়েছে।

সূত্রের খবর অনুযায়ী, বিএসএফ সাম্বায় পাকিস্তানের মদতপুষ্ট জঙ্গিদের অনুপ্রবেশের চেষ্টাকে ব্যর্থ করেছে। পাকিস্তান থেকে আগত সাত জঙ্গিকে খতম করা হয়েছে। নিহত জঙ্গিরা জৈশ-ই-মোহাম্মদ-এর সদস্য হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

ভারত যখন জম্মু, পাঠানকোট, উধমপুর এবং অন্যান্য স্থানে পাকিস্তানের সেনাবাহিনীর আক্রমণের চেষ্টা প্রতিহত করছিল তখন পাকিস্তানের মদতপুষ্ট জঙ্গিরা ওই অনুপ্রবেশের চেষ্টা করেছিল। ভারতীয় সেনাবাহিনী জানিয়েছে, ৮ এবং ৯ মে রাতে পাকিস্তানের সেনাবাহিনী পশ্চিম সীমান্তে একাধিক হামলার চেষ্টা চালিয়েছিল। পাকিস্তান বিভিন্ন ধরনের ড্রোন ও অন্যান্য অস্ত্র ব্যবহার করে ভারতীয় সীমান্ত লক্ষ্য করে আক্রমণ চালিয়েছিল। এর পাশাপাশি, জম্মু-কাশ্মীরে নিয়ন্ত্রণ রেখা বরাবর একাধিকবার যুদ্ধ বিরতি চুক্তি লঙ্ঘন হয়েছে।

সেনাবাহিনী বলেছে, অপারেশন সিন্দূর-এর অধীনে সকল ড্রোন হামলাকে সফলভাবে ধ্বংস করা হয়েছে এবং যুদ্ধ বিরতি চুক্তি লঙ্ঘনের প্রতি শক্তিশালী প্রত্যাঘাত দেওয়া হয়েছে। সেনা পরিষ্কার ভাষায় জানিয়েছে, ভারতীয় সীমান্তের সুরক্ষায় প্রয়োজনীয় সমস্ত পদক্ষেপ নেওয়া হবে এবং কোনো অসৎ উদ্দেশ্যকে মেনে নেওয়া হবে না।

এছাড়া, ভারতীয় সেনাবাহিনীর অপারেশন সিন্দূর-এর বিরুদ্ধে পাকিস্তান এতটাই ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে যে, বৃহস্পতিবার জম্মু ও কাশ্মীর থেকে জয়সলমীর পর্যন্ত ভারতবর্ষের প্রায় ১৫টি শহরকে লক্ষ্য করে হামলার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু ভারতীয় সেনাবাহিনী সমস্ত হামলা ব্যর্থ করে দিয়েছে।

জাতীয় চিকিৎসা প্রস্তুতি পর্যালোচনা করলেন

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী নাড্ডা

নয়াদিল্লি, ৯ মে ।। ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে চলমান উত্তেজনার প্রেক্ষিতে শুক্রবার দেশের চিকিৎসা কেন্দ্র ও স্বাস্থ্য পরিষেবা সংক্রান্ত এক পর্যালোচনা সভা করেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রী জে.পি. নাড্ডা।

এই পর্যালোচনা সভায় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের ঊর্ধতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন এবং তাঁরা দেশের বিভিন্ন হাসপাতাল ও স্বাস্থ্য পরিষেবার বর্তমান অবস্থান সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য উপস্থাপন করেন। সভায় কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রীকে দেশের সমস্ত হাসপাতাল ও চিকিৎসা কেন্দ্রগুলির কার্যক্ষমতা এবং নজরদারি ব্যবস্থার বিষয়ে বিশেষভাবে অবহিত করা হয়েছে।

এই গুরুত্বপূর্ণ সভাএ এই মুহূর্তে যথেষ্ট প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। কারণ, পাকিস্তান "অপারেশন সিন্দুর"-এর পাল্টা প্রতিক্রিয়া জানাতে চেষ্টা চালিয়েছে। ওই অভিযানে ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনী বুধবার পাকিস্তান ও পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীরে অবস্থিত নয়টি জঙ্গি ঘাঁটি লক্ষ্য করে হামলা চালিয়েছিল। এই অভিযান ছিল ২২ এপ্রিল পহেলগামের জঙ্গি হামলার প্রতিশোধ।

এর আগে শুক্রবার সকালে সাউথ ব্লকে দেশের সামগ্রিক নিরাপত্তা পরিস্থিতি নিয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক করেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং। দিল্লির এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিভিন্ন সুরক্ষা বাহিনীর সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর রুদ্ধদ্বার বৈঠক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ মে।। মুখ্যমন্ত্রীর সরকারি বাসভবনে বিভিন্ন সুরক্ষা বাহিনীর সাথে রুদ্ধদ্বার বৈঠক করা হয়েছে।ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে আরও বেশি নজরদারি চালানোর জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আজ মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডা.) মানিক সাহার সরকারি বাসভবনে বিভিন্ন সুরক্ষা বাহিনীর বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে।

এদিন প্রায় ১ ঘন্টারও বেশি সময় ধরে রুদ্ধদ্বার বৈঠক চলে। বৈঠকে বিএসএফ, আসাম রাইফেলস, ত্রিপুরা পুলিশ ও টিএসআর, অন্যান্য বাহিনীর আধিকারিক সহ গোয়েন্দা শাখার শীর্ষ আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন।

রোমান হরফে পাঠ্যপুস্তক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ মে।। গত ১লা মে কংগ্রেস দলের বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মন সরকারের ককবরক এবং অন্যান্য সংখ্যালঘু ভাষার অধিকর্তার নিকট পত্র লিখেছিলেন। যার মাধ্যমে বিধায়ক অধিকর্তাকে গৃহীত সিদ্ধান্তে সংশোধন এনে ককবরক ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সেনাবাহিনীকে কুর্নিশ জানিয়ে রাজপথে কংগ্রেসের তিরঙ্গা র‍্যালি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ মে।। ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেসের উদ্যোগে ভারতীয় বীর সেনাবাহীনিদের কুর্নিশ জানিয়ে আগরতলা শহরে এক সুবিশাল তিরঙ্গা রেলির আয়োজন করা হয়েছে। এদিনের রেলিটি প্রদেশ কংগ্রেস ভবনের সামনে থেকে শুরু হয়ে শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে।

এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আশিস কুমার সাহা বলেন, হয়ে কংগ্রেসের এক কর্মী বলেন, গত ২২ এপ্রিল পহেলগামে ভয়াবহ জঙ্গি হামলায় ২৬ জন নিরীহ পর্যটক নিহত হয়েছে। গোটা দেশবাসী ওই ঘটনায় শোকাহত এবং আক্রোশে ফেটে পড়েছেন। এই ঘটনায় গোটা দেশবাসী সেনাবাহিনীদের সর্মথনে এগিয়ে এসেছেন। এদিন তিনি বলেন, উগ্রপন্থী এবং সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে ভারতীয় বীর ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যজুড়ে পালিত রবীন্দ্র জন্ম জয়ন্তী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ মে।। জিরানীয়া: মহকুমা তথ্য ও সংস্কৃতি কার্যালয়ের উদ্যোগে এবং পুরাতন আগরতলা পঞ্চায়েত সমিতির সহযোগিতায় আজ পুরাতন আগরতলা ব্লকের কনফারেন্স হলে রবীন্দ্র জন্মজয়ন্তী পালন করা হয়। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে বিধায়ক রতন চক্রবর্তী বলেন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন এক অন্যনা ও বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী। তিনি একাধারে কবি, সাহিত্যিক, সংগীতকার, দার্শনিক ও শিল্পী ছিলেন। বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির আকাশে তিনি ছিলেন এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জিবি'র তিনতলা থেকে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা বধূর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ মে।। হাসপাতালের তিনতলা থেকে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করল এক গৃহবধূ। ঘটনাটি ঘটে আজ জিবি হাসপাতালে প্রাঙ্গণে। এদিকে হাসপাতাল চত্বরে গৃহবধূর মা এবং শাশুড়ির মধ্যে তীব্র বাকবিতন্ডার সৃষ্টি হয়। এক সময় এটি হাতাহাতির রূপ নেয়। হাসপাতাল চত্বর এই দুজন মহিলা মারপিট করতে থাকেন। গৃহবধূর মায়ের অভিযোগ স্বামী এবং শাশুড়ি মিলে তার মেয়েকে মানসিক নির্য্যাতন চালিয়ে যাচ্ছে।

ঘটনার বিবরণে জানা যায়, গত মঙ্গলবার মাথা ঘুরে মাটিতে পড়ে অসুস্থ হয়ে পড়েন গৃহবধূ চম্পা ঋষি দাস(২২)। তারপর স্বামী অরূপ মনি দাস চিকিৎসকের কাছে না নিয়ে কাজে চলে যায়। তার অবস্থা বেগতিক দেখে পরবর্তী সময়ে বাড়ির লোকজনেরা গৃহবধূকে খোয়াই জেলা হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখান থেকে রেফার করা হয় জিবি হাসপাতালে। জিবি হাসপাতালে চিকিৎসা চলাকালীন অবস্থা স্বামীর সাথে বাক বিতন্ডায় জড়িয়ে জিবি হাসপাতালের তিনতলার জানালা দিয়ে ঝাঁপ দিতে চায় গৃহবধূ। যদিও আত্মহত্যা করতে ব্যর্থ হয় গৃহবধূ। পরবর্তী সময় তাকে উদ্ধার করে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সীমান্তে কঠোর নজরদারী আটক ১১ বাংলাদেশী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ মে।। ত্রিপুরা সীমান্তে কঠোর নজরদারী বজায় থাকলেও অনুপ্রবেশের পাশাপাশি ত্রিপুরা সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশী নাগরিকদের বাংলাদেশে যাওয়ার প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে। শুক্রবার সকালে সীমান্ত এলাকা শ্রীনগরে গ্রামবাসীর হাতে আটক হন ১১জন বাংলাদেশী নাগরিক।

সাব্রুম মহকুমার পোয়াংবাড়ী আর ডি ব্লকের অন্তর্গত কৃষ্ণনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের কড়লিয়া টিলা ধনঞ্জয় দেবনাথের পরিত্যক্ত বাড়ি থেকে আজ সকালে ১১ জন বাংলাদেশি নাগরিককে আটক করে পুলিশ ও সীমান্তরক্ষী বাহিনীর হাতে তুলে দেয় গ্রামবাসীরা। এলাকা সূত্রে জানা যায়, এই ১১জন বাংলাদেশি নাগরিক গুজরাট থেকে বাংলাদেশে যাওয়ার জন্য এখানে এসে জড়ো হয়েছিল।

এদের মধ্যে ৩জন পুরুষ, ৪ জন মহিলা ও ৪টি শিশু সন্তান রয়েছে। পুলিশ তাদের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা গ্রহণ করেছে। উল্লেখ্য যুদ্ধ আবহ পরিস্থিতিতেও অনুপ্রবেশ এবং সীমান্ত ডিঙিয়ে বাংলাদেশ যাওয়ার ঘটনা দিনের পর দিন বেড়ে চলেছে। এ ধরনের কার্যকলাপ আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার ক্ষেত্রে অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। আজ মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবনে নিরাপত্তা বাহিনীর কর্মকর্তাদের নিয়ে আয়োজিত বৈঠকেও এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে এবং সীমান্তে কঠোর নজরদারি বজায় রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে উত্তেজনা, সুযোগ সন্ধানি অসাধু ব্যবসায়ীরা সক্রিয়

রাজ্যের বাজারে নিত্যপণ্যের দাম বৃদ্ধি, প্রশাসন ঘুমে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ মে।। ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ আবহে বৃদ্ধি পাচ্ছে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের দাম। রাজধানীর পাইকারি বাজারগুলিতে চাল থেকে শুরু করে আলু, পেঁয়াজ, ভোজ্য তেল সহ বিভিন্ন সামগ্রীর দাম ঊর্ধমুখী, এমনটাই লক্ষ্য করা গেছে বাজারে। এর পেছনে নির্দিষ্ট কোন কারণ দর্শাতে ব্যর্থ হয়েছেন পাইকারি ব্যবসায়ীরাও। এদিকে প্রশাসনিক নজরদারি ছাড়াই একাধিক পাইকারি ব্যবসায়ীরা অধিক মুনাফা লাভের আশায় বৃদ্ধি করেছেন জিনিসপত্রের দাম। ফলে বাজারে এক অস্থির পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে ক্রেতাদের মধ্যেও। একাংশ সাধারণ নাগরিক এই বিভ্রান্তির শিকার হয়ে অধিক সামগ্রী নিজ ঘরে সংগ্রহ করে রাখছেন। তবে এই যুদ্ধ আবহে মূল্য বৃদ্ধির বিষয়ে প্রশাসনিক কোন নজরদারি লক্ষ্য করা যাচ্ছে না পাইকারি বাজারগুলিতে। রাজ্যে নির্দিষ্ট পরিমাণে খাদ্য সামগ্রী মজুদ থাকার পরেও একাংশ স্বার্থান্বেষী ব্যবসায়ীরা যুদ্ধের ফলে খাদ্য সামগ্রী সংকটের গুজব ছড়িয়ে অধিক মুনাফা অর্জন করছে। এর বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষে গ্রহণ করা প্রয়োজন খাদ্য দপ্তরের। তবে প্রশাসনিক ক্ষেত্রে কোন ধরনের পদক্ষেপ এখনো লক্ষ্য করা যায়নি। একপ্রকার শীত ঘুমে আচ্ছন্ন রাজ্য খাদ্য দপ্তর।

এদিকে কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে জানানো হয়েছে ভারতে যথেষ্ট খাদ্য সামগ্রীর যোগান রয়েছে। কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান জানিয়েছেন, ভারতে প্রয়োজনীয় সব ধরনের খাদ্য সামগ্রীর যথেষ্ট মজুদ রয়েছে। ফলে কোন ধরনের চিন্তার কারণ নেই। তবে রাজ্য খাদ্য দপ্তর এ বিষয়ে এখনও কোন কিছু জানাননি। কালোবাজারি রুখতে কোন ধরনের প্রশাসনিক ব্যবস্থাও লক্ষ্য করা যায়নি।

রাজধানীর মহারাজগঞ্জ বাজারে জনৈক পাইকারি ব্যবসায়ী জানিয়েছেন, গত দু-তিন দিনের বৃদ্ধি পেয়েছে বিভিন্ন সামগ্রীর দাম। আলু ও পেঁয়াজ কেজিতে তিন টাকা ও চার টাকা করে বৃদ্ধি পেয়েছে। চাল প্রতি কুইন্টাল প্রতি প্রায় দেড়শ টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে বলে জানিয়েছেন। ফলে পাইকারি বাজারগুলিতে এক অস্থির পরিস্থিতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এই দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির বিষয়টিকে কাজে লাগিয়ে একাংশ পাইকারি ব্যবসায়ীরা অধিক মুনাফা লাভ করার চেষ্টা করছেন। এছাড়াও কালোবাজারির মত ঘটনা লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

শুধুমাত্র বাজারগুলিতেই নয় ভারত পাকিস্তানের মধ্যে এই যুদ্ধের আবহকে কেন্দ্র করে ব্যাংকিং পরিষেবা থেকে শুরু করে সব ক্ষেত্রেই একটি প্রশ্নচিহ্ন দেখা দিয়েছে।

সামাজিক মাধ্যমে ঘুরপাক খাচ্ছে একাধিক বিভ্রান্তিমূলক পোস্ট। ফলে সাধারণ মানুষ সেই বিভ্রান্তির শিকার হয়ে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র নিজ ঘরে মজুদ করতে শুরু করেছেন। তবে বিভিন্ন ব্যাংক থেকে শুরু করে কেন্দ্রীয় সরকার জানিয়ে দিয়েছেন গোটা ভারতের সব ধরনের পরিষেবা স্বাভাবিক রয়েছে এবং থাকবে।

খাদ্য সামগ্রী থেকে শুরু করে সব ধরনের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র মজুদ রয়েছে ভারতের কাছে। ফলে চিন্তার কোন কারণ নেই। যদি সাধারণ মানুষ বিভিন্ন বিভ্রান্তিমূলক খবরে অনুপ্রাণিত হয়ে এভাবে অপ্রয়োজনীয় পদক্ষেপ তুলতে থাকেন তাহলে রাজধানীর বাজারগুলির অসৎ ব্যবসায়ীরা এভাবেই নিজেদের পকেট ভরবে। বিভ্রান্তি না ছড়িয়ে বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে স্বাভাবিক জীবন যাপন করাই এখন প্রয়োজন।

কোন ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK

CMYK

জাগরণ
আগরতলা,১০মে, ২০২৫ ইং
২৬ বৈশাখ, শনিবার ১৪৩২ বঙ্গাব্দ

ইমার্জেন্সি পাওয়ার' প্রয়োগের নির্দেশ

গোটা দেশেই যুদ্ধের আবহ। বৃহৎ জনসংখ্যার গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ভারতবর্ষের প্রতিটি রাজ্যকে কেন্দ্রীয় সরকার যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে যে কোন জরুরী প্রয়োজনীয় সামগ্রী ক্রয় করিবার জন্য মুক্ত হস্ত করিয়া দিয়াছে। অর্থাৎ যুদ্ধের আবহে রাজ্য সরকারগুলো কোন টেন্ডার ছাড়াই যে কোন জিনিসপত্র ক্রয় করিতে পারিবে। কেন্দ্রীয় সরকারের এই সিদ্ধান্তের মধ্য দিয়াই প্রমাণিত হইতেছে কেন্দ্রীয় সরকার দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধের পথে অগ্রসর হইতেছে।

যুদ্ধের আবহে শুক্রবার দেশের সমস্ত রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিকে সিভিল ডিফেন্স রুলস, ১৯৬৮-র অধীনে 'ইমার্জেন্সি পাওয়ার' অর্থাৎ, 'জরুরি ক্ষমতা' প্রয়োগ করিবার নির্দেশ দিল কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক। যুদ্ধ পরিস্থিতিতে সরকারকে দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়ার এবং জরুরি কেনাকাটা করিবার অধিকার দেয় এই ক্ষমতা। কেন্দ্রের এই পদক্ষেপের কী অর্থ? কেন এই পদক্ষেপ গুরুত্বপূর্ণ?শুক্রবার দেশের সমস্ত রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির মুখ্য সচিব এবং প্রশাসকদের একটি চিঠি দিয়া সিভিল ডিফেন্স রুলসের ১১ নম্বর ধারা প্রয়োগ করিতে বলিয়াছে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক। এই ধারা রাজ্য সরকারগুলিকে ক্ষমতা দেয় মানুষ ও সম্পত্তি রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় যেকোনো জরুরি ব্যবস্থা গ্রহণ। যে কোনও জরুরি পরিস্থিতিতে বিদ্যুৎ, জল, হাসপাতাল এবং যোগাযোগের মতো প্রয়োজনীয় পরিষেবাগুলি প্রদান

অনুমোদনের জন্য দীর্ঘ অপেক্ষা না করিয়া লাল ফিতের ফাঁস এড়াইয়া সরাসরি সিভিল ডিফেন্সের জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম বা পরিষেবা কেনা সহজ ভাবে বলতে গেলে, কেন্দ্র চায় যে রাজ্যগুলি যে কোনও ধরনের হুমকির ক্ষেত্রে দ্রুত পদক্ষেপ নিতে প্রস্তুত থাকুক। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের চিঠিতে স্পষ্ট ভাবে 'বর্তমান প্রতিকূল আক্রমণের পরিস্থিতি'-র কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। এই পরিস্থিতিতে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা স্থাপন থেকে শুরু করিয়া দ্রুত সরবরাহ বা গুরুত্বপূর্ণ পরিকাঠামো রক্ষার মতো কাজে যাহাতে রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলি কোনও বিলম্ব ছাড়াই লাগিয়া পড়িতে পারে, সেটা নিশ্চিত করিতেই এই নির্দেশ দিয়াছে কেন্দ্র। সাধারণত, সরকারি ক্ষেত্রে কিছু কেনাকাটা করিতে গেলে টেন্ডার এবং ছাড়পত্রের জন্য দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করিতে হয়। কিন্তু জরুরি পরিস্থিতিতে দেরি করিলে বহু মানুষের প্রাণ সংশয় হইতে পারে। এই লাল ফিতের বাধা কাটাইতেই এই নির্দেশ জারি করিল স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক।

সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াই নিয়ে বিদেশমন্ত্রী জয়শঙ্কর ও যুক্তরাজ্যের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ল্যামির ফোনালাপ

নয়াদিল্লি, ৯ মে : ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর শুক্রবার যুক্তরাজ্যের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডেভিড ল্যামির সঙ্গে টেলিফোনে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেছেন। এই আলোচনার মূল কেন্দ্রে ছিল সন্ত্রাসবাদ বিরোধী সহযোগিতা এবং উভয় দেশের 'জিরো টলারেন্স' নীতির ওপর জোর।

এক্স-এ পোস্ট করে জয়শঙ্কর লেখেন, "আজ বিকেলে যুক্তরাজ্যের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডেভিড ল্যামির সঙ্গে ফোনে কথা হয়েছে। আমাদের আলোচনা সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াই নিয়ে কেন্দ্রীভূত ছিল, যেখানে শূন্য সহনশীলতা থাকা উচিত বলে আমরা একমত হয়েছি।"

এই আলোচনার প্রেক্ষাপটে রয়েছে ২২ এপ্রিল জম্মু ও কাশ্মীরের পহালগামে সংঘটিত জঙ্গি হামলা। ওই হামলায় ২৬ জন সাধারণ নাগরিক নিহত হন ও বহু মানুষ আহত হন। এর প্রত্যাঘাত হিসেবে ৭ মে ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনী পাকিস্তান ও পাকিস্তান-অধিকৃত কাশ্মীরে অবস্থিত সন্ত্রাসী ঘাঁটিতে সফলভাবে "অপারেশন সিন্দুর" চালিয়েছে।

বুধবার রাত ১:০৫ থেকে ১:৩০-এর মধ্যে ভারতীয় সেনা, নৌ ও বায়ুসেনার সমন্বয়ে চালানো এই হামলায় জইশ-ই-মোহাম্মদ (জ্বাত্রঞ্চ) এবং লস্কর-ই-তৈয়বা (জ্রত্ত্র)-র মতো সন্ত্রাসবাদী সংগঠনের গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটি গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।

৮ ও ৯ মে-র মধ্যরাতে পাকিস্তান একাধিক ড্রোন হামলা এবং যুদ্ধবিরতি লঙ্ঘন করলেও, ভারতীয় সেনাবাহিনী তৎক্ষণাৎ পাল্টা জবাব দিয়ে সেগুলিকে প্রতিহত করেছে। ভারতীয় সেনার অতিরিক্ত জনসংযোগ দফতর জানিয়েছে, "ড্রোন হামলাগুলো কার্যকরভাবে প্রতিহত করা হয়েছে এবং যুদ্ধবিরতি লঙ্ঘনের যথাযোগ্য জবাব দেওয়া হয়েছে।"

সূত্র অনুসারে, বৃহস্পতিবারও এলওসি ও আন্তর্জাতিক সীমান্ত বরাবর এক বিশাল পাল্টা ড্রোন অভিযানে ভারতীয় সেনা ৫০টিরও বেশি পাকিস্তানি ড্রোন ধ্বংস করে। পাকিস্তানের একাধিক ড্রোন ভারতের ভূখণ্ডে প্রবেশের চেষ্টা করলে এই অভিযান শুরু করা হয়।

ভারতীয় সেনাবাহিনী এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, "পাকিস্তান সেনাবাহিনী ৮ ও ৯ মে রাতে ড্রোন ও অন্যান্য অস্ত্র ব্যবহার করে পশ্চিম সীমান্ত জুড়ে একাধিক হামলা চালায় এবং জম্মু ও কাশ্মীরের এলওসি-তে যুদ্ধবিরতি লঙ্ঘন করে। ভারতীয় সেনা তাৎক্ষণিক ও যথাযথ জবাব দেয়। জাতীয় অখণ্ডতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষায় ভারতীয় সেনা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং শত্রুর যেকোনো অপচেষ্টার জবাব শক্ত হাতে দেওয়া হবে।"

১১৭ বছর বেঁচে থাকার রহস্য সমাধান করলেন বিজ্ঞানীরা

মোহাম্মদ তৌহিদ

শত বছর কে না বাঁচতে চায়! কিন্তু সে আশা খুব কম মানুষেরই পূরণ হয়। স্থানকাল ভেদে মানুষের আয়ুর পার্থক্য দেখা যায়। কোনো দেশে মানুষের গড় আয়ু ৬০ বছর, আবার কোনো দেশের ৮০। তবে গড় আয়ুকে টেক্কা দিয়ে কিছু মানুষের বয়স ১০০ ছাড়িয়ে যায়। ১১০ বছর বা তারও বেশি সময় বেঁচে থাকার রেকর্ডও আছে। যদিও তেমন মানুষের সংখ্যা বেশ কম, তবুও এর পেছনের রহস্য জানতে আগ্রহের মানুষের শেষ নেই। এটা কি কেবলই কাকতালীয়, না কি এর পেছনে কোনো গোপন রহস্য আছে! মারিয়া ব্র্যান্যাস মোরেরা ছিলেন সেই অল্প কিছু মানুষের মধ্যে একজন। ১১৭ বছর বয়সে তিনি মারা যান। ফলে পৃথিবীর সবচেয়ে বয়স্ক ব্যক্তি হিসেবে পরিচিতি পান তিনি। বিজ্ঞানীরা তাঁর বয়সের রহস্য জানতে গবেষণা শুরু করেছেন। মারিয়া ১৯০৭ সালে যুক্তরাষ্ট্রের সানফ্রান্সিস্কোতে জন্মগ্রহণ করেন। এরপর পরিবারসহ স্পেনে চলে যায়। বাকি জীবন সেখানেই কাটান। ২০২৪ সালে ১১৭ বছর বয়সে মারা তিনি মারা যান। বিশ্বের সবচেয়ে বয়স্ক ব্যক্তি হিসেবে গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসে জায়গা করে নেন মারিয়া। গবেষকরা তাঁর রক্ত, ইউরিন, মল ও লালা পরীক্ষা করেন। এই পরীক্ষা থেকে তাঁরা এমন কিছু পার্থক্য পেয়েছেন যা সাধারণ মানুষের সঙ্গে মেলে না। সেগুলো একটু জেনে নিই।

১. বিশেষ ধরনের জিন বা জেনেটিক ভ্যারিয়েন্টস

মারিয়ার শরীরের জিন ৭৫ জন স্প্যানিশ নারীর সঙ্গে তুলনা করা হয়। এতে সাতটি বিরল জিনের ভ্যারিয়েন্ট পাওয়া গেছে। এর আগে ইউরোপের মানুষের শরীরে এমন জিন দেখা যায়নি। এই জিনগুলো মারিয়ার শরীরে গুরুত্বপূর্ণ কিছু কাজ করেছে। যেমন, মস্তিষ্কের কাজ চালু রাখা, রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ানো, ফুসফুস ও হৃদযন্ত্রের স্বাভাবিক স্পন্দন বজায় রাখা এবং ক্যানসারের মতো রোগ প্রতিরোধ করা। বিজ্ঞানীদের ধারণা, বিরল জিনগুলোই মারিয়াকে দীর্ঘকাল সুস্থ রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

২. সতেজ মাইটোকন্ড্রিয়া

মাইট্রোকন্ড্রিয়া আমাদের শরীরের পাওয়ার হাউজ বা শক্তিঘর। কোষের এই অংশ থেকে আমরা প্রয়োজনীয় শক্তি পাই। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে শরীরে কোষের কার্যকারিতা কমে যায়। মাইটোকন্ড্রিয়াও তরুণ বয়সের মতো শক্তির জোগান দিতে পারে না। গবেষকরা মারিয়ার শরীরের মাইট্রোকন্ড্রিয়া পরীক্ষা করে অবাক হন। তাঁর মাইটোকন্ড্রিয়া কেবল ভালোভাবে কাজই করছে না, কম বয়সী নারীদের চেয়েও ভালো কাজ করছে। তার মানে, মারিয়ার শরীরের কোষগুলো বৃদ্ধ বয়সেও সতেজ ও কর্মক্ষম ছিল।

৩. ভালো কোলেস্টেরল লেভেল

মানবদেহে দুই ধরনের কোলেস্টেরল থাকে। একটা ভালো, অন্যটা ক্ষতিকর। ভালো কোলেস্টেরলের মাত্রা বেশি থাকলে শরীর থাকে রোগমুক্ত। খারাপ কোলেস্টেরল বেশি হলে হৃদরোগের মতো রোগ দেখা দেয়। অনেক সময় মৃত্যুর ঝুঁকিও বেড়ে যায়। মারিয়ার রক্তে কোলেস্টেরলের মাত্রাও ছিল চমৎকার। তাঁর শরীর নিজ থেকেই কোলেস্টেরলের একটা ভারসাম্য বজায় রেখেছিল। সেই স্বাস্থ্যকর ভারসাম্যই হয়তো তাঁকে হৃদ্রোগ থেকে রক্ষা করেছে।

৪. অন্ত্রের উপকারী ব্যাকটেরিয়া

শরীরের নিজস্ব রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা আছে বলেই আমরা সুস্থ থাকি। অধিকাংশ রোগ শরীর নিজেই সারিয়ে তোলে। ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাসের কারণেই বেশিরভাগ রোগ হয়। কিন্তু মানবদেহেও ভালো কিছু ব্যাকটেরিয়া রয়েছে। সেগুলো খারাপ ব্যাকটেরিয়ার বিরুদ্ধে লড়াই করে। এদের উপকারী ব্যাকটেরিয়াও বলা হয়। এই ব্যাকটেরিয়াগুলো দেহকে রোগ থেকে বাঁচানোর চেষ্টা করে। মানুষের অন্ত্রে এসব ব্যাকটেরিয়ার সংখ্যা বেশি থাকে। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ভালো ব্যাকটেরিয়ার সংখ্যা কমতে থাকে। কিন্তু মারিয়ার অন্ত্রে ঠিক উল্টোটা দেখা যায়। অন্য যেকোনো মানুষের চেয়ে তাঁর অন্ত্রে ব্যাকটেরিয়ার পরিমাণ ছিল বেশি। বিশেষ করে বিফিডোব্যাকটেরিয়াম নামের ব্যাকটেরিয়া। এগুলো শরীরের প্রদাহ কমায় ও রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়।

বিজ্ঞানীরা মারিয়ার খাদ্যাভ্যাসেও পার্থক্য দেখেছেন। মারিয়া প্রতিদিন দই খেতেন। দই প্রোবায়োটিক, মানে উপকারী ব্যাকটেরিয়াসমৃদ্ধ খাবার। দইয়ের মতো খাবারে প্রচুর ভালো ব্যাকটেরিয়া থাকে। বিজ্ঞানীরা কীভাবে মারিয়ার বয়স নিশ্চিত হলেন? সুপারসেন্টেনারিয়ান (যাদের বয়স ১১২ বছর বা তার বেশি) মানুষের বয়স নির্ণয় করা কঠিন। অনেকেই জন্মনিবন্ধনের তথ্য দেখাতে পারেন না। ফলে ধারণার ওপর নিজের বয়স দাবি করেন। আবার বেশির ভাগ দেশেই জন্মনিবন্ধন ব্যবস্থা ভালো নয়। এতে বয়সের হিসেব সংরক্ষিত থাকে না। কেউ কেউ ট্যাক্স বা পেনশনের মতো রাষ্ট্রীয় সুবিধা পেতেও নিজের বয়স বাড়িয়ে বলেন। এমনই একটি জনপ্রিয় বিতর্ক আছে। ফ্রান্সের জিন কালমেন্ট নিজের বয়স ১২২ বছর দাবি করেন। কিন্তু গবেষকরা দেখলেন, আসলে কালমেন্টের বয়স মাত্র ৫৯। তাহলে মারিয়ার বয়সের বিষয়টাও কি এমন ধোঁকা? না, কিছু পরীক্ষা ও তথ্যে মারিয়া টিকে গেছেন। তাঁর বয়স নিয়ে তেমন বিতর্ক নেই। বিজ্ঞানীরা বয়স মাপার জন্য দুটো বায়োলজিক্যাল মার্কার বা নির্দেশক ব্যবহার করেন।

ক. টেলোমিয়ার: ক্রোমোজোমের শেষপ্রান্তে থাকা এক ধরনের ক্যাপ। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এটি ছোট হতে থাকে। মারিয়ার টেলোমিয়ার প্রায় ম্লান হয়ে গিয়েছিল। এতে তাঁর প্রকৃত বয়সের সত্যতা প্রমাণিত হয়। টেলোমিয়ারের সময়ের এই ছন্দটাকে বলা হয় মলিকিউলার ক্লক। ক্রোমোজোমের প্রান্তে থাকা ক্যাপের মতো কাঠামোই এজন্য দায়ী। খ. ডিএনএ মিথাইলেশন ক্লক: এই ঘড়ি কোষের বয়স বলে দেয়। ঠিক কতটা বুড়ো হলো কোষ, তা বুঝতে পারে। আমাদের শরীরের কোষগুলো একটা চক্রে চলে। নির্দিষ্ট সময় পর পর নতুন কোষ গঠিত হয়। মূলত রাসায়নিক পরিবর্তনের ভেতর দিয়েই এই পরিবর্তনগুলো ঘটে। অবাক করার বিষয় হলো, মারিয়ার ডিএনএ মিথাইলেশন বয়স ছিল কাগজের হিসেব থেকে ১০-১৭ বছর কম। অর্থাৎ, ডিএনএ ক্লক অনুযায়ী তাঁর বয়স ১০০ থেকে ১১০। এ থেকে ধরে নেওয়া যায়, তাঁর শরীরের বয়স বাড়ার গতি কিছুটা কম ছিল। এই গবেষণা সামনের দিনে 'বয়স বাড়ানোর উপায়' হিসেবে কাজ করতে পারে। দেখা যাবে বিজ্ঞানীরা বয়স প্রতিরোধী ওষুধই বের করে ফেলেছেন। মারিয়ার দীর্ঘজীবনের রহস্য অনুসন্ধান করে বিজ্ঞানীরা বেশ কিছু ছোট ছোট নিয়ামক পেয়েছেন। যেমন, শরীরে কেবল ভালো জিন থাকলেই হবে না, খাদ্যাভ্যাস ও জীবনযাত্রাও গুরুত্বপূর্ণ। এই গবেষণা সামনের দিনে 'বয়স বাড়ানোর উপায়' হিসেবে কাজ করতে পারে। দেখা যাবে বিজ্ঞানীরা বয়স প্রতিরোধী ওষুধই বের করে ফেলেছেন। কিংবা প্রোবায়োটিক থেরাপি শুরু হচ্ছে। এই থেরাপিতে অন্ত্রের দেখভাল নিশ্চিতকরবে। এছাড়াও মাইটোকন্ড্রিয়ার সতেজতা বজায়রাখার উপায় বের করতে পারলে তো কথাই নেই।

তারপরেও একটা কিন্তু থেকে যায়। মারিয়ার দীর্ঘজীবন ছিল জিন, খাদ্যাভ্যাস, সুন্দর জীবন ব্যবস্থার সম্মিলিত ফল। বিজ্ঞানীরা এখনও নিশ্চিত নন যে মারিয়াকে নিয়ে করা গবেষণার ফল অন্যদের ক্ষেত্রেও একই হবে কি না। কারণ, একেক মানুষের শারীরিক গঠন একেক রকম। রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতাও সবার এক নয়। অবশ্য একটা বিষয় স্পষ্ট, স্বাস্থ্যকর জীবনধারা আয়ু বাড়াতে কিছুটা হলেও সাহায্য করে।

সেকাল এবং একালের নারীর মধ্যে বিস্তর ব্যবধান

অনির্বাণ মিত্র

যুগকে সাক্ষী রেখে যুগের উন্নতির সাথে সাথে নারী শক্তির যেমন বিকাশ ঘটেছে, নারীরা যেমন স্বাবলম্বী হয়েছে, নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে অর্থ উপার্জন করতে পারছে, তার পাশাপাশি এই নারী শক্তির অনেক ক্ষেত্রেই অপব্যবহার করা হচ্ছে এবং তা একসময় আইনি সমস্যায় পরিণত হচ্ছে। আজকে বিজ্ঞান যেমন উন্নতি করছে তেমনি প্রায় বহু নারী নিজের মানসিক প্রচেষ্টায়, নিজের যোগ্যতায় এবং বিভিন্ন সরকারি এবং বেসরকারি সংস্থার সহযোগিতায় তারা আর্থিক দিক দিয়ে আগের তুলনায় অনেকটাই সাবলম্বী হয়ে উঠেছে। এটা দেশের উন্নতিতর পদক্ষেপ। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত আমরা একটু খেয়াল করলে দেখব যে বহু ক্ষেত্রে এই নারী শক্তির অপব্যবহারের ফলে বহু পুরুষ সাংসারিক জীবনের সুখ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে এবং তাদের মধ্যে একটি মতভেদ এবং ব্যবধানে সৃষ্টি হচ্ছে। আজকে পুরুষের যে দাপট, অত্যাচার, প্রভুত্ব থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য এবং তাদের থেকে সাহায্য না নেবার জন্য বহু নারীকে দেখা যায় যে তারা নিজে পায়ে দাঁড়াতে চায়, তারা জীবনে নিজে কিছু করতে চায়। কিন্তু দুঃখের বিষয়টি হলো যে অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় এই স্বনির্ভরতা তাদেরকে অহংকারী, জেদি এবং সর্বদা আদেশপ্রবণ মানসিকতায় পরিণত করছে। এতে অনেক সময় দেকা যাচ্ছে যে স্বামী স্ত্রী উভয়ের পক্ষের মধ্যে কোনোপ্রকার মতবিরোধ, ব্যবধান এবং মানসিকতার তফাৎ দেখা দিচ্ছে। এমনকি সেটি ক্রমশ বাড়তে বাড়তে কোনো আইনি সমস্যায় পরণিত হচ্ছে। আজকে আমরা একটু খেয়াল করলে দেখব যে আদালতে ডিভোর্সের মামলা আগের থেকে অনেক পরিমাণ বেড়ে গেছে। তার প্রধান কারণ হলো উভয়পক্ষের মধ্যে মতবিরোধ এবং মানসিকতার তফাৎ। বহু ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে স্ত্রীরা আদালতে মামলা করে পুরষের সম্পত্তির ওপর দাবি চাইছে এবং ভরণপোষণের জন্য খরচা চাইছে। কারণ বিয়ের সময় অনেক অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বলা হয় যে স্ত্রীর ভাত কাপড়ের দায়িত্ব স্বামী নেবে। কিন্তু প্রশ্নটি হল একটি বিতর্কিত-স্বামী এবং স্ত্রীকে যদি উভয়কে উভয়ের অধাঙ্গিনী হিসেবে বলা হয় তাহলে স্ত্রীর যেমন ৫০ শতাংশ অধিকার আছে স্বামী সম্পত্তির ওপর তেমনি তার পাশাপাশি স্বামীরও ৫০ শতাংশ অধিকার আছে স্ত্রীয়ের সম্পত্তির উপর। কিন্তু খুব ভালোকরে চিন্তা করলে আমরা দেখব যে নারী শক্তির বিকাশ যেমন উন্নতির পক্ষে সাবলম্বিতার পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ তেমনি তার পাশাপাশি জীবনে মানিয়ে চলা একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় পরবর্তী জীবনে সুখ শান্তি বজায় রাখার জন্য। সুতরাং পুরুষ শক্তির বিকাশ যেমন প্রয়োজন তেমনি নারী শক্তিরও বিকাশ অবশ্যই প্রয়োজন। মানুষের চাহিদা, লোভ লালসা এবং ধৈর্যের অভাব এতটাই তীব্রভাবে পৌঁছে গেছে বিশেষ করে এই বিজ্ঞানের যুগে যে কোন মানুষ আর মানসিক দিক দিয়ে শান্তিতে জীবন যাপন করতে পারছে না। সব মানুষেরই সময়ের অভাব, সব মানুষেরই আরো চাই আরো চাই, চাহিদা লেগেই আছে। পুরুষেরাও যেমন অল্পেতে সন্তুষ্ট নয় তেমনি নারীরাও অল্পতে সন্তুষ্ট নন। এই অসন্তোষ তাদের জীবনে ঘোর অন্ধকার ডেকে নিয়ে আসছে। অর্থাৎ কোনও কিছুতে সন্তুষ্ট হওয়ার ক্ষমতা প্রায় উভয় পক্ষের মধ্যেই অনেকটা বিলুপ্ত হয়ে গেছে। মানুষ খুব চট জলদি কোনও ফলাফল পেতে চাইছে অর্থাৎ ইউজ এন্ড থ্রো পেন-এর মত। বর্তমানে অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় স্বামী স্ত্রীর মধ্যে কোনও মতবিরোধ হলেই তারা উভয় উভয়ের নামে ফৌজদারি অভিযোগ করছে। কতটা সত্য, কতটা মিথ্যে তা বিচার না করে নারী বা পুরুষ একজন আরেকজনের নামে অতি সহজেই কোনো ঘটনাকে অতিরঞ্জিত করে কোনও মিথ্যা বদনাম দিচ্ছে। আগে যারা নারীরা ঘর সংসার করতেন তাদের মধ্যেও মতবিরোধ অশান্তি ছিল কিন্তু বর্তমান যুগে দেখা যাচ্ছে বিশেষ করে নারী এবং পুরুষের মধ্যে এই মতবিরোধ তীব্র থেকে তীব্র আকারে দেখা দিচ্ছে যা উভয়ের জীবনকে অনেক সময় নরকে পরিণত করছে।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

বিশ্বের সবচেয়ে বেঁটে ১০ পুরুষ

মানুষ নানা কারণে অস্বাভাবিক বেঁটে হয়ে থাকে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ডিএনএ বা জিনগত ত্রুটির কারণে এমনটি হয়ে থাকে। পর্যাপ্ত পুষ্টির অভাবেও এ সমস্যা হতে পারে। জটিল অসুখের কারণেও অনেক সময় মানুষের বৃদ্ধি কম হতে পারে। এর অর্থ হলো, শারীরিক বৃদ্ধির ওপর ব্যক্তির নিজের কোনো হাত নেই। তবে উচ্চতায় ছোট হলেই মানুষ মনমানসিকতায় ছোট হবে, এমন কোনো কথা নেই। গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডস ও জিনিউজ থেকে তথ্য নিয়ে প্রতিবেদনটি তৈরি করা হয়েছে। বিশ্বের সবচেয়ে বেঁটে ১০ পুরুষ সম্পর্কে একনজরে জেনে নেওয়া যাক।

চন্দ্র বাহাদুর ডাঙ্গি-নেপালের চন্দ্র বাহাদুর ডাঙ্গি ছিলেন বিশ্বের সবচেয়ে বেঁটে। তাঁর উচ্চতা ২১ দশমিক ৫১ ইঞ্চি। ১৯৩৯ সালের ৩০ নভেম্বর তিনি নেপালের সালিয়ান জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। ২০১২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে তিনি বিশ্বের সবচেয়ে খাটো মানুষ হিসেবে গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসে স্থান করে নেন। জীবনের বেশির ভাগ সময় কাটিয়েছেন রিমখোলি গ্রামে। সাধারণ জীবন যাপন করতেন। স্বভাবে শান্ত, নম্র ও হাসিখুশি ছিলেন। জীবনের শেষভাগে তিনি বিভিন্ন দেশে ভ্রমণ করেন এবং অনুপ্রেরণাদায়ী ব্যক্তিত্বে পরিণত হন। ৭৫ বছর বয়সে ২০১৫ সালের ৩ সেপ্টেম্বর প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের স্বায়ত্তশাসিত আমেরিকান সামোয়ার পাগো পাগোতে মারা যান চন্দ্র বাহাদুর ডাঙ্গি।

গুল মোহাম্মদ-চন্দ্র বাহাদুর ডাঙ্গির আগে বিশ্বের সবচেয়ে খর্বকায় মানুষের রেকর্ড ছিল গুল মোহাম্মদের দখলে। ভারতের নয়াদিল্লিতে ১৯৫৭ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি জন্মগ্রহণকারী গুলের উচ্চতা ছিল ২২ ইঞ্চি। গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসের জন্য ১৯৯০ সালের ১৯ জুলাই দিল্লির রাম মনোহর লোহিয়া হাসপাতালে তাঁর উচ্চতা মাপা হয়েছিল। তখন তাঁর ওজন ছিল ১৭ কেজি। ২০১২ সালে চন্দ্র বাহাদুরের দখলে যাওয়ার আগপর্য্যন্ত বিশ্বের সবচেয়ে খাটো মানুষের রেকর্ড গুল মোহাম্মদের ছিল। দীর্ঘদিন হাঁপানি ও ব্রঙ্কাইটিসে ভোগার পর ১৯৯৭ সালে ৪০ বছর বয়সে তিনি দিল্লিতে মারা যান।

জুনরি বালাউইং- বিশ্বের তৃতীয় খর্বকায় মানুষ ছিলেন ফিলিপাইনের জুনরি বালাউইং। তাঁর উচ্চতা ছিল মাত্র ২৩ দশমিক ৬২ ইঞ্চি। ২০১২ সালে তাঁর ১৮তম জন্মদিনে গিনেস ওয়াল্ড রেকর্ডস জুনরিকে এই উচ্চতার স্বীকৃতি দিয়েছিল। তাঁর জন্ম জাম্বোয়াঙ্গা দেল নর্তে প্রদেশের সিন্দানগানে ১৯৯৩ সালের ১২ জুন। এক বছর বয়সের পর তাঁর বৃদ্ধি বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। ২০২০ সালের ২৮ জুলাই তিনি মারা যান।

ইস্তভান তোথ-ইস্তভান তোথ (হাঙ্গেরি) একসময় বিশ্বের সবচেয়ে খাটো ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত ছিলেন। তাঁর উচ্চতা ছিল মাত্র ২৬ ইঞ্চি (৬৫ সেমি)। তাঁর উচ্চতা গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি পায়নি। ধারণা করা হয়, হরমোনজনিত কারণে তাঁর শারীরিক বৃদ্ধি হয়নি। ইস্তভান ২০১১ সালের মে মাসে ৪৮ বছর বয়সে তিনি মারা যান।

আফশিন ঘাদরজাদেহ-বর্তমানে বিশ্বের সবচেয়ে খাটো সচল ব্যক্তির তকমা ইরানের আফশিন ঘাদরজাদেহের দখলে। তাঁর উচ্চতা ২৫ দশমিক ৬৯ ইঞ্চি। ২০২২ সালের ডিসেম্বরে গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডস তাঁকে এ স্বীকৃতি দেয়। তাঁর আগে এই রেকর্ড ছিল কলম্বিয়ার নাগরিক ডিজে এডওয়ার্ডের। আফশিন ২০০২ সালের ১৩ জুলাই জন্মগ্রহণ করেন।

খাগেন্দ্র থাপা মাগা -নেপালের খাগেন্দ্র থাপা মাগার উচ্চতা ২৬ দশমিক ৩৭ ইঞ্চি। ২০১১ সালে তিনি বিশ্বের সবচেয়ে খাটো সচল ব্যক্তির তকমা পেয়েছিলেন। জন্মগত কারণে তিনি খাটো ছিলেন। ২০১১ সালের জুনে তিনি এই খেতাব ফিলিপাইনের জুনরি বালাউইংয়ের কাছে হারান। পরের বছর তাঁর এই স্বীকৃতি চলে যায় ফিলিপাইনের জুনরি বালাউইংয়ের দখলে। নেপালের বাগলুং জেলায় ১৯৯২ সালের ৪ অক্টোবর জন্মগ্রহণকারী খাগেন্দ্র ২৭ বছর বয়সে ২০২০ সালের ১৭ জানুয়ারি মারা যান।

ইউ-চিহ-খাগেন্দ্র থাপা মাগার আগে বিশ্বের সবচেয়ে খাটো ব্যক্তি ছিলেন ইউ-চিহ। ২০০৯ সালে এ খেতাব পেয়েছিলেন। তবে তাইওয়ানের এই ব্যক্তি ছিলেন অচল। তিনি তাইওয়ানের তাইপেই শহরে বসবাস করেন। ২০১০ সালে ইউ-চিহের কাছ থেকে বিশ্বের সবচেয়ে খাটো মানুষের খেতাব কেড়ে নেন খাগেন্দ্র।

. **ওয়েবসাইট**- এডওয়ার্ড নিয়ো হার্নান্দেজকে ২০১০ সালের মার্চে বিশ্বের সবচেয়ে খাটো মানুষ ঘোষণা করে গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডস। তখন তাঁর উচ্চতা ছিল ২৭ দশমিক ৬৪ ইঞ্চি। এডওয়ার্ড নিয়োর জন্ম ১৯৮৬ সালের ১০ মে। ২০২২ সালের ডিসেম্বরে আফশিন ঘাদরজাদেহ তাঁর রেকর্ড ভেঙে দেন।

ডর বাহাদুর খাপাঙ্গি- নেপালের ডর বাহাদুর খাপাঙ্গিকে ২০২২ সালের মে মাসে বিশ্বের সবচেয়ে খাটো জীবিত কিশোরের স্বীকৃতি দেয় গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডস। তখন তাঁর উচ্চতা ছিল ৭৩ দশমিক ৪৩ সেন্টিমিটার। বয়স ১৭ বছর। ডর বাহাদুর ২০০৪ সালের ১৪ নভেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কৃষক মা—বাবার সর্বকনিষ্ঠ সন্তান। রাজধানী কাঠমান্ডুর দক্ষিণ-পূর্ব দিকে ১৩০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত সিন্ধুলি জেলায় বসবাস করেন।

হে পিংপিং- হে পিংপিং একটা সময় পর্য্যন্ত বিশ্বের সবচেয়ে খাটো ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর উচ্চতা ছিল ২৯ ইঞ্চি। চিনের এই ব্যক্তি গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসে নাম লেখাতে পারেননি। তবে তিনি এই রেকর্ডে নথিভুক্ত হওয়ার জন্য চেষ্টা করেছিলেন। এ জন্য তিনি ইউরোপ সফর করেছিলেন বলে উল্লেখ করা হয়েছে গার্ডিয়ানের এক প্রতিবেদনে। ২০১০ সালের মার্চে তাঁর মৃত্যু হয়। তখন তিনি টেলিভিশন শোতে অংশগ্রহণের জন্য ইতালির রাজধানী রোমে অবস্থান করছিলেন। সেখানে বুকে ব্যথা অনুভব করলে তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানেই তিনি মারা যান।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

শুক্রবার কবি গুরু রবীন্দ্র নাথ ঠাকুরের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে মেয়র ও সাংসদ দীপক মজুমদার।

ভারত-পাকিস্তান অস্থিরতা : জম্মু থেকে বিশেষ ট্রেন চালানোর ঘোষণা ভারতীয় রেলওয়ের

নয়াদিল্লি, ৯ মে : ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে উত্তেজনা বাড়ানোর মধ্যে ভারতীয় রেলওয়ে জম্মু ও উধমপুরের মধ্যে যাত্রীদের সাহায্য করতে বিশেষ ট্রেন চালানোর ঘোষণা করেছে। পাকিস্তান যে ড্রোন হামলা চালিয়েছিল, যা ভারতীয় সেনা সফলভাবে প্রতিহত করেছিল, তার পরবর্তী দিনেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

যাত্রীদের চলাচল সহজতর এবং জনসাধারণের সুবিধার্থে ভারতীয় রেলওয়ে তিনটি বিশেষ ট্রেন চালানোর পরিকল্পনা করেছে। ট্রেন নং ০৪৬১২ জম্মু থেকে সকাল ১০তা ৪৫ মিনিটে প্রস্থান করেছে। ওই ট্রেনে ১২টি সংরক্ষিত ও ১২টি অসংরক্ষিত কামরা রয়েছে। জম্মু থেকে ওই ট্রেন উধমপুরের মধ্যে যাতায়াত করবে। তাতে, বড় সংখ্যক যাত্রী যাতায়াত করতে পারবেন।

এছাড়া, ভারতীয় রেলওয়ে বিশেষ বন্দে ভারত ট্রেন চালানোর পরিকল্পনা করেছে। ওই ট্রেন জম্মু থেকে পাঠানকোট হয়ে উধমপুর পর্যন্ত যাতায়াত করবে। ওই ট্রেন উধমপুর বেলা ১২টা ৪৫ মিনিটে জম্মুর উদ্দেশ্যে প্রস্থান করেছে। ওই ট্রেনে ২০টি কামরা রয়েছে। যাত্রীদের আরামদায়ক যাতায়াতের জন্য ভারতীয় রেলওয়ে ওই বিশেষ বন্দে ভারত ট্রেন চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

এছাড়াও, সম্পূর্ণ সংরক্ষিত বিশেষ ট্রেন জম্মু থেকে চালানোর পরিকল্পনা নিয়েছে ভারতীয় রেলওয়ে। ওই ট্রেন সকাল সাতটায় জম্মু রওয়ানা দেবে। তাতে, ২২টি সংরক্ষিত কামরা রয়েছে। ওই ট্রেন বিশেষ সংরক্ষিত যাত্রীদের জন্যই চালানো হবে।

প্রসঙ্গত, ৮ এবং ৯ মে রাতে পাকিস্তান জম্মু ও কাশ্মীর, রাজস্থান ও পাঞ্জাবের ভারতীয় শহরগুলোতে মিসাইল ও ড্রোন হামলা চালায়। এর জবাবে ভারতীয় সেনাবাহিনী পাকিস্তানের গুরুত্বপূর্ণ সামরিক স্থাপনাগুলিতে পাল্টা আক্রমণ চালায়।

এদিকে, যুক্তরাষ্ট্রের উপ-রাষ্ট্রপতি জেডি ভ্যান্স জানিয়েছেন, আমেরিকা এই চলমান সংঘর্ষে হস্তক্ষেপ করার কোন আগ্রহ রাখে না। ফক্স নিউজকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে ভ্যান্স বলেন, 'আমেরিকা হয়তো ভারত ও পাকিস্তানকে উত্তেজনা কমানোর জন্য উৎসাহিত করতে পারে, কিন্তু এটি এমন একটি যুদ্ধে হস্তক্ষেপ করবে না যা তার পক্ষে কোনও সম্পর্কিত বিষয় নয়।'

এই পরিস্থিতিতে, ভারতীয় রেলওয়ে বিশেষ ট্রেন চালানোর মাধ্যমে জনসাধারণের যাতায়াতের সুবিধা নিশ্চিত করতে চাইছে। যাতে জনগণের জন্য নিরাপদ এবং সুনির্দিষ্ট যাতায়াত ব্যবস্থা নিশ্চিত করা যায়।

মুম্বাই উপকূলে নৌবাহিনীর সতর্কতা, সংবেদনশীল এলাকায় মাছ ধরায় নিষেধাজ্ঞা

মুম্বাই, ৯ মে : সীমান্তে উত্তেজনা বৃদ্ধির প্রেক্ষিতে ভারতীয় নৌবাহিনী মুম্বাইয়ের মৎস্যজীবীদের সঙ্গে এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক করে উপকূলবর্তী সংবেদনশীল এলাকাগুলিতে মাছ ধরতে নিষেধ করেছে।

নৌবাহিনী সূত্রে খবর, সংবেদনশীল এলাকায় প্রবেশ করলে "শুট টু কিল" নির্দেশ কার্যকর করা হবে। সমুদ্রপথে নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে মৎস্যজীবীদের উপকূল রেখা বরাবর যাতায়াতে নিষেধাজ্ঞাও জারি করা হয়েছে। মুম্বাইয়ের মাছ ধরা নৌকাগুলির ওপর সমীক্ষা চালানো হবে এবং একটি অ্যাপের মাধ্যমে তাদের তথ্য সংগ্রহ করা হবে বলে জানানো হয়েছে।

সূত্র আরও জানিয়েছে, পাকিস্তান সম্প্রতি গুজরাটের কিছু মৎস্যজীবীর নৌকা জব্দ করেছে। যদিও মৎস্যজীবীদের ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। এই নৌকাগুলি ভবিষ্যতে ভারতের বিরুদ্ধে ব্যবহারের আশঙ্কা করছে নিরাপত্তা সংস্থাগুলি, যেমন ২৬/১১ মুম্বাই হামলার সময় ঘটেছিল।

এছাড়া শুধু মুম্বাই নয়, কোঙ্কন ও অন্যান্য উপকূলবর্তী এলাকাতেও সতর্কতা জারি করা হয়েছে। কোঙ্কনে নিরাপত্তা বাহিনীর গতিবিধি বেড়েছে এবং উপকূল অঞ্চলে কড়া নজরদারি চালানো হচ্ছে। সাধারণ নাগরিকদের সন্দেহজনক নৌকা বা ব্যক্তিকে দেখলে সঙ্গে সঙ্গে পুলিশকে জানানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এরই মধ্যে আরব সাগরে পাকিস্তান-বিরোধী লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত অভিযান চালিয়েছে ভারতীয় নৌবাহিনী।

জম্মু ও কাশ্মীর সহ ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে পাকিস্তানের ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন হামলার চেষ্টা ব্যর্থ করা হয়েছে। জম্মু, পাঠানকোট ও উধমপুরের সামরিক ঘাঁটিতে পাকিস্তান-উৎপত্তি ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্রের মাধ্যমে হামলা চালানো হয়, যা প্রতিরক্ষা বাহিনী নির্ধারিত স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রোটোকল অনুযায়ী প্রতিহত করেছে। প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের মতে, এতে কোনো হতাহতের ঘটনা বা বস্তুগত ক্ষয়ক্ষতি হয়নি। ভারত সরকারের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, "দেশের সার্বভৌমত্ব ও জনগণের নিরাপত্তা রক্ষায় ভারত সম্পূর্ণভাবে প্রস্তুত।"

সীমান্তে অস্থিরতা সত্বেও নিরবচ্ছিন্ন ব্যাংকিং পরিষেবার আশ্বাস দিলো এসবিআই

নয়াদিল্লি, ৯ মে : ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যকার উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতির মধ্যে দেশের বৃহত্তম রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক স্টেট ব্যাংক অব ইন্ডিয়া (এসবিআই) জানিয়েছে, তাদের সমস্ত এটিএম, ক্যাশ ডিপোজিট মেশিন (সিডিএম), অটোমেটেড ডিপোজিট অ্যান্ড উইথড্রয়াল মেশিন (এডিডব্লিউএম) এবং ডিজিটাল পরিষেবা সম্পূর্ণরূপে সচল এবং সাধারণ মানুষের ব্যবহারের জন্য উপলব্ধ রয়েছে, আগামীতেও থাকবে।

চলমান উত্তেজনার পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে দেশে ব্যাংকিং পরিষেবা বন্ধ হওয়ার গুজব ছড়িয়ে পড়ছে। এই অবস্থায় এসবিআই-র তরফ থেকে এক সরকারি বিবৃতিতে গ্রাহকদের অযাচিত ও ভুয়ো তথ্যের উপর নির্ভর না করার অনুরোধ জানানো হয়েছে।

এসবিআই তাদের অফিসিয়াল এক্স হ্যান্ডলে লিখেছে, আমাদের সমস্ত এটিএম, সিডিএম/এডিডব্লিউএম এবং ডিজিটাল পরিষেবা সম্পূর্ণরূপে সচল রয়েছে। অনুগ্রহ করে যাচাইবিহীন তথ্যের উপর নির্ভর করবেন না। কোনো প্রশ্ন থাকলে আপনার নিকটবর্তী শাখায় যোগাযোগ করুন অথবা আমাদের টোল-ফ্রি নম্বরে (১৮০০ ১২৩৪, ১৮০০ ২১০০, ১৮০০ ১১ ২২১১, এবং ১৮০০ ৪২৫ ৩৮০০) ফোন করুন।'

এই পরিস্থিতিতে অন্য বড়ো ব্যাঙ্কগুলিও জানিয়েছে যে তাদের এটিএম পরিষেবা সুনির্দিষ্টভাবে সচল এবং ডিজিটাল লেনদেনেও কোনও ধরনের সমস্যা নেই।

রাতভর সংঘর্ষ বিরতি লঙ্ঘন

পাকিস্তানের, উরিতে মৃত্যু এক মহিলার

জম্মু , ৯ মে : জম্মু ও কাশ্মীরে নিয়ন্ত্রণরেখা বরাবর সংঘর্ষবিরতি অব্যাহত রাখল পাকিস্তান। গতকাল রাত থেকে শুক্রবার ভোরের মধ্যে একাধিক জায়গায় গোলাগুলি চালিয়েছে পাক সেনা। উত্তর কাশ্মীরের বারামুলা জেলার উরিতে সীমান্তের ও পার থেকে ছোড়া গোলার আঘাতে মৃত্যু হয়েছে এক মহিলার। আহত হয়েছেন আরও এক জন। শুক্রবার পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে জম্মুর সীমান্তবর্তী অঞ্চলে পরিদর্শনে জম্মু ও কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লা।

ভারতীয় সেনার তরফে জানানো হয়েছে, পশ্চিম দিকের সীমান্ত বরাবর একাধিক জায়গায় রাতভর ড্রোন হামলা চালানোর চেষ্টা করে গিয়েছে পাকিস্তান। হামলার প্রতিটি চেষ্টা ব্যর্থ করার পাশাপাশি পাল্টা জবাবও দিয়েছে ভারতীয় সেনা। জম্মু ও কাশ্মীরের নিয়ন্ত্রণরেখায় ৫০টি পাক ড্রোনকে গুলি করে নামানো হয়েছে।

গতকালরাতে জম্মুর পাশাপাশি রাজস্থান, পঞ্জাবের একাংশেও ড্রোন হামলা চালায় পাকিস্তান। ছুটে আসে একের পর এক ক্ষেপণাস্ত্র, মর্টার। পাকিস্তানের হামলা শুরু হতেই ওই তিন রাজ্যের সীমান্তলাগোয়া এলাকায় বন্ধ করে দেওয়া হয় আলো। পঞ্জাবের রাজধানী চণ্ডীগড়ে বাজানো হয় সাইরেন। গোটা বিষয়টি জানানো হয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে। তাঁকে ফোন করেন ভারতের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত ডোভাল। পাল্টা জবাব দেয় ভারতীয় সেনাবাহিনীও। পাকিস্তানের রাজধানী ইসলামাবাদ, লাহৌর, সিয়ালকোটে পাল্টা জবাব দেয় ভারতীয় সেনা।

শুক্রবার ইসলামাবাদের তরফে অবশ্য দাবি করা হয়েছে, তারা ভারতে কোনও ড্রোন হামলা চালায়নি। তাদের বিরুদ্ধে ভিত্তিহীন অভিযোগ এনে মিথ্যা প্রচার চালানো হচ্ছে বলে অভিযোগ করেছে পাকিস্তান।

পহেলগামে সন্ত্রাসী হামলার সাথে পাকিস্তানের সংযোগ ইরানকে জানাল ভারত, নিন্দায় মুখর তেহরান

নয়াদিল্লি, ৯ মে : ভারত এবং ইরান ২০তম যৌথ কমিশন সভায় অংশগ্রহণ করেছে। ওই সভায় ভারত তেহরানকে পহেলগামে সন্ত্রাসী হামলার সঙ্গে পাকিস্তানের সম্পর্কের বিষয়টি জানিয়েছে। ২২ এপ্রিল পহেলগামে ওই হামলায় ২৬ জন নিরীহ সাধারণ নাগরিক প্রাণ হারিয়েছেন।

ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. আব্বাস আরাগচি পাকিস্তান সফর শেষে ভারতের রাজধানী দিল্লিতে এসে ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এস জয়শংকর, রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু এবং জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত ডোভালের সঙ্গে বৈঠক করেন। আগস্ট ২০২৪ সালে ইরানের পররাষ্ট্র মন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করার পর এটি ছিল ড. আরাগচির প্রথম ভারত সফর।

এই যৌথ কমিশন সভা ভারত-ইরান বন্ধুত্ব চুক্তির ৭৫তম বার্ষিকী উপলক্ষে অনুষ্ঠিত হয় এবং দুই দেশের মধ্যে পারস্পরিক স্বার্থের বিষয়গুলো পর্যালোচনা করা হয়।

সভায় বাণিজ্য, কৃষি, স্বাস্থ্যসেবা, সাংস্কৃতিক আদান-প্রদান, সংযোগ এবং জনগণের মধ্যে সম্পর্কসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে সহযোগিতা আলোচনা করা হয়। ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, 'সভায় দুই পক্ষ বিভিন্ন দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছে এবং ভবিষ্যতে আরও মজবুত সম্পর্ক গড়ার পথনির্দেশনা নির্ধারণ করেছে।'

এছাড়া, ভারত পহেলগামে হামলার পেছনে পাকিস্তানের ক্রস-বর্ডার যোগসূত্র সম্পর্কে ইরানী প্রতিনিধি দলকে অবহিত করেছে। উভয় দেশ সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে একযোগে কাজ করার প্রয়োজনীয়তা এবং অঞ্চলীয় সহযোগিতার উপর গুরুত্বারোপ করেছে।

মন্ত্রণালয় জানায়, 'দুই পক্ষই সন্ত্রাসবাদের প্রতি নিজেদের অঙ্গীকার পুনঃব্যক্ত করে এবং অঞ্চলীয় সহযোগিতা জোরদারের আহ্বান জানিয়েছে।'

এর পাশাপাশি, দুটি দেশ চিকিৎসা পণ্য নিয়ন্ত্রণ এবং কাস্টমস সহযোগিতা বিষয়ে স্বাক্ষরিত মেমোরেন্ডাম অফ আন্ডারস্ট্যান্ডিং (থ্রুদ্রড্ড) এর বিষয়েও সন্তোষ প্রকাশ করেছে।

তারা মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বন্দি, জেলে আটক ব্যক্তিদের, মৎস্যজীবী, সীফেয়ারার এবং ছাত্রদের বিষয়ে সমাধানের ওপর সম্মত হয়েছে এবং বহুপাক্ষিক মঞ্চে সহযোগিতা গভীর করার অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেছে।

পাকিস্তান খেল ধাক্কা, সিন্ধু জলচুক্তি নিয়ে বিশ্বব্যাংক হস্তক্ষেপ করবে না

নয়াদিল্লি, ৯ মে : সিন্ধু জলচুক্তি নিয়ে পাকিস্তানের জন্য একটি বড় ধাক্কা এলো শুক্রবার। বিশ্বব্যাংক স্পষ্ট করে জানিয়ে দিল যে তারা এই বিষয়টি নিয়ে কোনওরকম হস্তক্ষেপ করবে না। পহেলগামে জঙ্গি হামলায় ২৬ জন পর্যটকের মৃত্যুর পর ভারত এই চুক্তি স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

বিশ্বব্যাংকের প্রেসিডেন্ট অজয় বাঙ্গার বার্তা ভারত সরকারের তরফ ভাগ করে জানানো হয়েছে, "আমাদের ভূমিকা শুধুমাত্র একটি মধ্যস্থতাকারীর, এর বেশি কিছু নয়।" তিনি আরও বলেন, "মিডিয়ায় অনেক জল্পনা চলছে যে বিশ্বব্যাংক এগিয়ে এসে এই সমস্যার সমাধান করবে, কিন্তু এ সব ভিত্তিহীন। আমাদের কোনও হস্তক্ষেপের পরিকল্পনা নেই।" পাকিস্তান ইতিমধ্যেই জানিয়েছে, তারা ভারতের এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ নিতে চলেছে এবং এই বিষয়টি বিশ্বব্যাংকের কাছে তুলবে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এই সিদ্ধান্তকে সমর্থন জানিয়ে আগেই বলেছিলেন, "ভারতের অধিকারের জল, ভারতের মঙ্গলেই প্রবাহিত হবে।"অর্থাৎ ভারতের নদীগুলির জল ভারতই ব্যবহার করবে।

উল্লেখ্য, ১৯৬০ সালে স্বাক্ষরিত সিন্ধু জলচুক্তি ছয়টি নদীরইন্দাস, ঝেলম, চেনাব, রবি, বেয়াস এবং সুতলজজলবন্টন নিয়ন্ত্রণ করে। এই নদীগুলির জল পাকিস্তানের কৃষিক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। চেনাব নদীর উপর অবস্থিত সালাল এবং বাগলিহার বাঁধ থেকে শুষ্ক মৌসুমে জল ছেড়ে পাকিস্তানের কৃষি চাহিদা মেটানো হতো।

ভারতের অভিযোগ, পাকিস্তান দীর্ঘদিন ধরে সীমান্ত পেরিয়ে সন্ত্রাসবাদে মদত দিয়ে চলেছে, যা আইএসআই এবং পাকিস্তানের সেনাবাহিনীর প্রত্যক্ষ মদতে সংঘটিত হচ্ছে। এদিকে, বিশ্বব্যাংক প্রেসিডেন্ট অজয় বাঙ্গা বৃহস্পতিবার প্রধানমন্ত্রী মোদির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং আশ্বস্ত করেন যে বিশ্বব্যাংক ভারতের সিদ্ধান্তে কোনও প্রকার হস্তক্ষেপ করবে না। তিনি অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামনের সঙ্গেও বৈঠক করেন। শুক্রবার তিনি উত্তরপ্রদেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতির স্বচক্ষে পর্যালোচনার উদ্দেশ্যে লখনউ রওনা হন।

তামিলনাড়ু, কেরল ও পশ্চিমবঙ্গে জাতীয় শিক্ষানীতি বাস্তবায়নের আর্জি খারিজ করল সুপ্রিম কোর্ট

নয়াদিল্লি, ৯ মে : জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০ বাস্তবায়নের নির্দেশ দেওয়ার আবেদন খারিজ করে দিল সুপ্রিম কোর্ট। শুক্রবার বিচারপতি জে. বি. পারডিওয়ালা ও আর. মহাদেবনের বেঞ্চ জানিয়ে দেয়, জাতীয় শিক্ষানীতি কার্যকর করতে কোনো রাজ্য সরকারকে আদালত সরাসরি বাধ্য করতে পারে না।

বেঞ্চের পর্যবেক্ষণ, 'যদি কোনো রাজ্য জাতীয় শিক্ষানীতি সম্পর্কিত কর্মকাণ্ড বা নিষ্ক্রিয়তার মাধ্যমে মৌলিক অধিকার লঙ্ঘন করে, সে ক্ষেত্রে কোর্ট হস্তক্ষেপ করতে পারে। তবে এই মামলায় আমরা সে বিষয়ে বিচার করতে রাজি নই।' এই মামলাটি দায়ের করেছিলেন অ্যাডভোকেট জি.এস. মানি। তিনি নিজেই মামলায় উপস্থিত ছিলেন।

আবেদনে উল্লেখ করা হয়েছিল, সংবাদমাধ্যমের খবরে প্রকাশ, ওড়িশা, পশ্চিমবঙ্গ, তামিলনাড়ু, কেরল ও দিল্লিএই পাঁচটি রাজ্য এখনও কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রকের সঙ্গে সমঝোতা স্মারক সই করেনি, যেখানে দেশের ৩০টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল এই নীতিতে স্বাক্ষর করেছে।আবেদনকারী দাবি করেন, ওড়িশা ও দিল্লিতে সরকার পরিবর্তনের পর বর্তমানে শুধু তিনটি রাজ্যতামিলনাড়ু, কেরল ও পশ্চিমবঙ্গই এই সমঝোতা চুক্তিতে স্বাক্ষর করেনি।

তাঁর মতে, এই সমঝোতা স্মারক জাতীয় শিক্ষানীতি বাস্তবায়নের জন্য অপরিহার্য এবং এর মাধ্যমে আগামী তিন বছরে প্রায় ১৩,০০০ কোটি টাকার কেন্দ্রীয় অনুদান পাওয়া সম্ভব।

তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্যের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করে আবেদনকারী বলেন, 'জাতীয় শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে মুখ্যমন্ত্রীর মতামতযে এটি সামাজিক ন্যায়বিচারকে খণ্ডন করে, তামিল ভাষার বিরোধিতা করে ও তামিল জনতার স্বার্থের পরিপন্থীতা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত এবং অন্য ভারতীয় ভাষাভাষী শিশুদের শিক্ষার অধিকারকে লঙ্ঘন করে।'

আবেদনে আরও বলা হয়, কেন্দ্রের জাতীয় শিক্ষানীতি কার্যকর না করা বা মৌ-তে স্বাক্ষর না করা জনস্বার্থে ক্ষতিকর এবং নাগরিকদের অধিকার লঙ্ঘন করতে পারে।

উল্লেখ্য, ২০২০ সালে কেন্দ্র সরকার নতুন জাতীয় শিক্ষানীতি ঘোষণা করে, যার উদ্দেশ্য ছিল শিক্ষার মানোন্নয়ন, সমন্বিত বিকাশ, সমালোচনামূলক চিন্তাভাবনা ও দক্ষতা উন্নয়নে জোর দেওয়া, পাশাপাশি প্রাথমিক সাক্ষরতা ও গণনায় গুরুত্ব প্রদান।

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: e-PT-05/ EE/RD/TLM-DIV/2025-26, dt.07.05.2025.

The Executive Engineer, R.D. Teliamura Division, Khowai Tripura invites online percentage rate e-tender in two bid System in Tripura PWD Form No. 7 from the eligible bidders up to 3.00 P.M on 21/05/2025 for 06(Six) Nos. Civil works. For details visit website- https://tripuratenders.gov.in and contact 03825-262095/ 8731074766. Any subsequent corrigendum will be available in the website only.
ICA/C/493/25

Sd/Illegible
Executive Engineer R.D.
Teliamura Division
Teliamura, Khowai
Tripura

PNIT No.: 02/EE/TLM/2025-26, Dated 07/05/2025. Tripura PWD Form - 6

The Executive Engineer, Teliamura Division, PWD(R&B), Teliamura, Khowai, Tripura on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online percentage rate e-tender in single bid system from the eligible Central & State public sector undertaking/enterprise and eligible Contractors/ Firms/Private Ltd. Firm /Agencies of Appropriate Class registered with PWD/TTAADC/MES/ CPWD/ Railway/Gov't Organization of other State & Central for the following work:-

Sl. NO.	DNIT No.	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION	LAST DATE AND TIME FOR DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDDING	TIME AND DATE OF OPENING OF BID/ TECHNICAL BID
1.	04/EE/TLM/PWD(R&B)/2025-26	₹ 24,25,251.00	₹ 48,505.00	365 (Three hundred sixty five) days	Up to 3.00 P.M. on 20/05/2025.	At 4.00 P.M on 20/05/2025. (if possible)
2.	05/EE/TLM/PWD(R&B)/2025-26	₹. 23,75,883.00	₹ 47,518.00	90 (Ninety) days		
3.	06/EE/TLM/PWD(R&B)/2025-26	₹.24,05,687.00	₹ 48,114.00	90 (Ninety) days		

Notes:-
1. All the above-mentioned online activities should be done in https://tripuratenders.gov.in.
2. Any subsequent corrigendum will be available in the website only.
ICA/C/496/25

(Er. S. Das)
Executive Engineer,
Teliamura Division, PWD (R&B).

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: 06/NIT/EE/PWD/AMP/2025-26
Memo No.F.TC-I(P-I)/EE/PWD/AMP/781-849
Cost of Tender form: Rs.1,000.00/- (One thousand) only.
Ph: - (03821)-295080 (Land)/
Dated: 06-05-2025
Dated: 06-05-2025
Last date and time for document downloading and bidding: 27-05-2025 upto 15.00 hrs. Time and date for opening of bid: 27-05-2025 at 16:00 hrs. (if possible.)

Sl No.	Name of work	Estimated Cost	Earnest Money	Time for completion	Class of Bidder
1	DNIT-14/DNIT/R/EE/PWD/AMP/2025-26	Rs.24,11,919.00	Rs.48,238.00	180 Days	Appropriate Class
2	DNIT-15/DNIT/R/EE/PWD/AMP/2025-26	Rs.24,23,132.00	Rs.48,463.00	180 Days	
3	DNIT-16/DNIT/R/EE/PWD/AMP/2025-26	Rs.23,76,985.00	Rs.47,540.00	90 Days	
4	DNIT-17/DNIT/R/EE/PWD/AMP/2025-26	Rs.24,26,379.00	Rs.48,528.00	120 Days	

Tender can also be seen in the website https://tripuratenders.gov.in.
All other necessary information can be seen in the Amarpur Division PWD(R&B) office in office hours.
ICA/C/501/25

For and on behalf of Governor of Tripura
Executive Engineer
Amarpur Division, PWD(R&B)
Amarpur, Gomati Tripura

আগরতলা পুর নিগম
আগরতলা
-: পুর বিজ্ঞপ্তি :-
নং F.04.B/Advt./PUB/PRO/AMC/21 তারিখ :- ০৮/০৫/২০২৫
বুদ্ধ জয়ন্তীতে মাংস কাটা ও বিক্রি নিষেধ

আগামী ১২ই মে ২০২৫ইং সোমবার বুদ্ধ পূর্ণিমা উপলক্ষে আগরতলা পুর নিগম এলাকায় সমস্ত রকম পশু / পাখী নিধন বা তার মাংস বিক্রি সম্পূর্ণ বন্ধ থাকিবে।

অতএব সকল মাংস বিক্রেতা ও ব্যবসায়ীদের আগরতলা পুর নিগমের পক্ষ থেকে বিশেষভাবে অনুরোধ জানানো হচ্ছে যে, ঐদিন পশু/পাখী নিধন বা মাংস বিক্রয় থেকে সম্পূর্ণরূপে বিরত থাকার জন্য, অন্যথায় পুর নিগম আইন অনুযায়ী উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে বাধ্য থাকিবে।

ধন্যবাদান্তে
স্বা:-
মিউনিসিপ্যাল কমিশনার
আগরতলা পুর নিগম

// NOTICE INVITING TENDER //

The undersigned invites sealed cover tenders/quotations from the bonafied suppliers/ manufactures / authorized dealers/ registered firms for supply of QM store articles, office forms & stationery items, motor spare parts and job works etc. in favour of A. Ch. Rama Rao TSR Training Centre, for the financial year 2025-26 covering the period up to 31st March, 2026.
2. Copy of Tenders, list of required articles, terms & conditions etc. can be collected from the office of the Commandant, A. Ch. Rama Rao TSR Training Centre, R.K. Nagar, Tripura west on or before 25-05-2025 on payment of a sum of Rs.300/- (Rupees three hundred) only for each tender on any working day during office hours. Last date of submission of tender/ quotation is up to 1600 hours on 30-05-2025 and will be opened on 30-05-2025 at 1700 hrs, if possible. Tender should be dropped by the bidders in separate envelop.
ICA/C/485/25

(Prasenjit Ghosh) Commandant
ACHRR TSR Training Centre
R.K. Nagar, Tripura West

কাজের সন্ধান

সরকার পরিচালিত প্রজেক্ট মিশনে ৭২ জন ড্রাইভার, অফিস অ্যাসিস্ট্যান্ট, এমটিএস

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।। ত্রিপুরা সরকারের অধীনে বিভিন্ন দপ্তরে, বিশেষ করে বিভিন্ন মিশনে ড্রাইভার, অফিস অ্যাসিস্ট্যান্ট, ট্যুরিজম এক্সিকিউটিভ, অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার, পার্সোনাল অ্যাসিস্ট্যান্ট, অফিস অ্যাসিস্ট্যান্ট লাইব্রেরি অ্যাসিস্ট্যান্ট, আই টি সাপোর্ট স্টাফ, ফিনান্স অফিসার, সিটি মিশন ম্যানেজার, ডেটা এন্ট্রি অপারেটর, ল্যাব অ্যাসিস্ট্যান্ট, ফার্মাসিস্ট, নার্স মিডওয়াইফ, পিওন, প্রোডাকশন অ্যাসিস্ট্যান্ট, প্রজেক্ট অ্যাসিস্ট্যান্ট, অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার, জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার, অফিস অ্যাসিস্ট্যান্ট ইন কম্পিউটার অপারেটর, এমটিএস ইত্যাদি পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। নিয়োগ হবে অনুমোদিত সোসাইটি 'সফেদ'-এর মাধ্যমে। শূন্যপদ ঃ ৭২টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ সাধারণ পড়াশোনা, ৫ম মান পাশ থেকে ডিগ্রি, পিজি পাশ, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৪০ বছর (সংরক্ষিত ও বিশেষ ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৬ মে পর্যন্ত পুনরায় বাড়ানো হয়েছে। লিখিত পরীক্ষা বা ইন্টারভিউর কেন্দ্র আগরতলা, তারিখ এঁদের ওয়েবসাইটে জানানো হবে। যদিও এই নিয়োগের পুরো দায়িত্ব 'সফেদ' অর্থাৎ সোসাইটি ফর এন্টারপ্রেনারশীপ ডেভেলপমেন্ট-এর হাতে। বিজ্ঞপ্তি নম্বরঃ নং এসইডি/ স্টোর/ এডিভিটি/ ৮(২২)/ ২০২০/ পি-১/ ২৫০২ তারিখ ০৬-০৫-২০২৫ সেহামূলে 'সফেদ'-এর মেম্বার সেক্রেটারি কর্তৃক প্রদত্ত বিজ্ঞপ্তিতে এই শূন্যপদের কথা জানিয়ে দরখাস্ত আহ্বান করা হয়েছে। মোট কথা, ত্রিপুরা সরকারের অধীনে বিভিন্ন দপ্তরে, বিশেষ করে বিভিন্ন মিশনে এমটিএস, কো-অর্ডিনেটর, ক্লার্ক ইত্যাদি পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৭২টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ সাধারণ পড়াশোনা, ৫ম মান পাশ থেকে ডিগ্রি, পিজি পাশ, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৪০ বছর (সংরক্ষিত ও বিশেষ ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৬ মে পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে। লিখিত পরীক্ষা বা ইন্টারভিউর কেন্দ্র আগরতলা, তারিখ এঁদের ওয়েবসাইটে জানানো হবে। উপযুক্ত শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং আবশ্যকীয় অভিজ্ঞতার পাশাপাশি, ১৬-০৫-২০২৫ তারিখের হিসেবে নির্দিষ্ট বয়সের সীমারেখায় থাকলে অনলাইনে দরখাস্ত জমা করতে পারেন, এঁদের নির্দিষ্ট ওয়েবসাইটে লগ্ অন করে। প্রার্থিবাছাই হবে লিখিত পরীক্ষা, ইন্টারভিউ ইত্যাদির মাধ্যমে, পুরোপুরি মেরিট ভিত্তিতে। পরীক্ষার দিনক্ষণ ও স্থান স্থির হয়নি। নির্ধারিত সময়ে এঁদের ওয়েবসাইটে অথবা কল লেটারে সমস্ত কিছু জানানো হবে। এসএমএস-এ কল লেটারের কথা জানানো হলে তা ডাউনলোড করে নিলেই সমস্ত তথ্য জেনে নেওয়া যাবে। দরখাস্ত পাঠানোর কৌশল ও নিয়মকানুন সহ এই বিজ্ঞপ্তির পুরো বিবরণ পাবেন এঁদের নিজস্ব ওয়েবসাইটে। প্রয়োজনে ই-মেইল আইডি চালু করা, অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে প্রয়োজনে পরীক্ষার ফি জমা দেওয়া, দরখাস্তের প্রিন্ট আউট এবং টাকা জমা দেওয়ার রসিদ ইত্যাদি বের করে রাখার পাশাপাশি পরীক্ষার বিস্তারিত সিলেবাস ও বিগত সময়ে এ ধরনের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে আরও বিস্তারিত তথ্য, ঘরে বসে মুহূর্তের মধ্যে হাতের মুঠোয় পেতে কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই/হ্যালো' লিখে মেম্বারশী পের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে আজই আপনার নাম ও হোয়াটস্অ্যাপ নম্বর রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে। আবেদন করবেন কেবলমাত্র অনলাইনে এঁদের ওয়েবসাইটে লগ অন করে ১৬ মে-র মধ্যে। অনলাইনে দরখাস্ত করার শেষ তারিখ ১৬ মে। অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন করার আগে নিজের একটি বৈধ ও দীর্ঘস্থায়ী ই-মেল আইডি তৈরি রাখবেন নিজের সই এবং পাসপোর্ট মাপের এখনকার রঙিন ফটো, প্রয়োজনীয় সমস্ত ডকুমেন্টসও স্ক্যান করে রাখতে হবে ওয়েবসাইটে বলা মাপজোক ও অন্যান্য শর্ত বুঝে। প্রয়োজনে সেগুলো আপলোড করতে হবে। অনলাইনে থেকে দরখাস্ত একবারে সম্পূর্ণ করতে না পারলে সেভ করে রাখবেন, তাহলে আপনার ইমেল ঠিকানা/ মোবাইলে এসএমএস করে আপনার রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড পাঠিয়ে দেওয়া হবে। এই নম্বর ও পাসওয়ার্ড যত্ন করে রেখে দেবেন, পরবর্তী সময়ে কাজে লাগবে। পরে আবার সাইটে গিয়ে সেই রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড দিয়ে আপনার দরখাস্ত খুলে বাকি কাজ শেষ করতে পারবেন। এই সংশোধনের সুযোগ পাবেন নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত। আপনার পক্ষ থেকে কাজ চূড়ান্ত হয়ে গেলে অনলাইন পেমেন্ট অর্থাৎ ইউপিআই/ নেট ব্যাঙ্কিং-এ পেমেন্টের মাধ্যমে অ্যাপ্লিকেশন প্রসেসিং ফি বাবদ নির্দিষ্ট ফি জমা দিতে হবে। এছাড়া, অনলাইনে ফর্ম ফিলাপ, প্রিন্ট আউট বের করা, ফটো-সিগনেচার স্ক্যানিং, কল লেটার ডাউনলোড করানোর যাবতীয় খরচ প্রার্থীকেই বহন করতে হয়। দরখাস্ত রেজিস্ট্রেশন সম্পূর্ণ হলে কম্পিউটার জেনারেটেড দরখাস্তের ২ কপি প্রিন্ট-আউট নিয়ে নেবেন। কোথাও পাঠাতে হবে না। ফি পেমেন্ট চালানের কপিও যত্ন করে রাখবেন। লিখিত পরীক্ষার দিন কললেটার ছাড়াও লাগবে মূল পেমেন্ট চালান, ছবিওলা পরিচিতি-প্রমান (আধার কার্ড, প্যান কার্ড বা এরকমই ছবিওলা অন্য কিছু) ইত্যাদি। টাকা জমা দেওয়ার চালান-এর একটা বাড়তি ফটো কপিও নিজের কাছে রেখে দেবেন। শূন্যপদগুলি হল — আইটেম নং - ১ ঃ ড্রাইভার (হেভি মোটর ভেহিকল), শূন্যপদ ২টি, ১টি পদ এসটি-র জন্য সংরক্ষিত, অপর পদটি অসংরক্ষিত। আইটেম নং - ২ ঃ ড্রাইভার (এলএমভি), শূন্যপদ ১টি, পদটি অসংরক্ষিত। আইটেম নং - ৩ ঃ ড্রাইভার (এলএমভি), শূন্যপদ ২টি, ১টি পদ অসংরক্ষিত, ১টি এসটি'র জন্য সংরক্ষিত। আইটেম নং - ৪ ঃ ড্রাইভার, শূন্যপদ ২০টি, ১০টি পদ অসংরক্ষিত, ৬টি এসটি'র জন্য ও ৪টি পদ এসসি-র জন্য সংরক্ষিত। আইটেম নং - ৫ ঃ অফিস অ্যাসিস্ট্যান্ট ওইথ কম্পিউটার নলেজ, শূন্যপদ ২টি, ১টি পদ অসংরক্ষিত, অপর পদটি এসটি-র জন্য সংরক্ষিত। আইটেম নং - ৬ ঃ ট্যুরিজম এক্সিকিউটিভ, শূন্যপদ ১টি, পদটি অসংরক্ষিত। একইভাবে অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার, পার্সোনাল অ্যাসিস্ট্যান্ট, অফিস অ্যাসিস্ট্যান্ট লাইব্রেরি অ্যাসিস্ট্যান্ট, আই টি সাপোর্ট স্টাফ, ফিনান্স অফিসার, সিটি মিশন ম্যানেজার, ডেটা এন্ট্রি অপারেটর, ল্যাব অ্যাসিস্ট্যান্ট, ফার্মাসিস্ট, নার্স মিডওয়াইফ, পিওন, প্রোডাকশন অ্যাসিস্ট্যান্ট, প্রজেক্ট অ্যাসিস্ট্যান্ট, অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার, জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার, অফিস অ্যাসিস্ট্যান্ট ইন কম্পিউটার অপারেটর, এমটিএস ইত্যাদি সহ সব ক'টি পদের ক্ষেত্রেই নিয়োগ হবে পুরোপুরি চুক্তিভিত্তিক, ১১ মাসের জন্য। প্রতিটি পদের ক্ষেত্রে শূন্যপদের বিভাজন, নিয়োগকারী দপ্তর, শিক্ষাগত যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা, বয়সের সীমারেখা এবং মূল মাইনে ভিন্নতর। সমস্ত কিছুই দেখে নিতে হবে এঁদের ওয়েবসাইটে লগ্ অন করে অথবা প্রকাশিত বিজ্ঞাপন থেকে।

এক নজরে চাকরির খবর

* পদের নাম ঃ **সিনিয়র টেকনিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট (ত্রিপুরা),**
টিপিএসসি পরিচালিত পরীক্ষার মাধ্যমে,
শূন্যপদ ঃ ৬টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিপ্লোমা আইটি/ কম্পিউটার সায়েন্স ইঞ্জিনিয়ারিং/ বিসিএ পাশ হতে হবে,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৩ মে,
লিখিত পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র আগরতলা, তবে দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **জুনিয়র ওভারম্যান, মাইনিং সর্দার (কর্পোরেট সেক্টর),**
শূন্যপদ ঃ ১৭১টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিপ্লোমা, ডিগ্রি পাশ,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৩০ বছর (সংরক্ষিত ও বিশেষ ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৪ মে,
লিখিত পরীক্ষা/ ইন্টারভিউর কেন্দ্র বহিঃরাজ্যে, তবে দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **অ্যাসোসিয়েট ম্যানেজার (শিল্পোন্নয়ন ব্যাঙ্ক),**
শূন্যপদ ঃ ৬টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিই, বিটেক, পিজি পাশ হতে হবে,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৪৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৪ মে,
বাছাইকৃতদের সরাসরি ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও দিনক্ষণ কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **সায়েন্টিস্ট, ট্রেনি অফিসার (কেন্দ্রীয় মন্ত্রক)**
ইউপিএসসি পরীক্ষার মাধ্যমে নিয়োগ
শূন্যপদ ঃ ৪০টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিপ্লোমা, বিই, বিটেক, বিএসসি পাশ হতে হবে,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৩৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৫ মে,
বাছাইকৃতদের লিখিত পরীক্ষা কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশে, দিনক্ষণ কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **ড্রাইভার, অ্যাসিস্ট্যান্ট, এক্সিকিউটিভ, পিএ, এমটিএস, বিআরপি, পিওন, ডিইও, জেই, এমপিএস, কো-অর্ডিনেটর ইত্যাদি (ত্রিপুরা),**
শূন্যপদ ঃ ১৬৯টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ৫ম মান পাশ থেকে ডিগ্রি, পিজি পাশ,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৪০ বছর (সংরক্ষিত ও বিশেষ ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৬ মে পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে,
লিখিত পরীক্ষা বা ইন্টারভিউর কেন্দ্র আগরতলা, তারিখ এঁদের ওয়েবসাইটে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **ল্যাব টেকনেশিয়ান, রেডিওলজি টেকনোলজিস্ট, অপটোমেট্রিস্ট (ত্রিপুরা),**
শূন্যপদ ঃ ৮৫টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিজ্ঞান নিয়ে উচ্চমাধ্যমিকের পর নির্দিষ্ট বিষয় নিয়ে ডিপ্লোমা বা ডিগ্রি পাশ,
বয়স ঃ ১৮-২৪ বছর (সংরক্ষিত ও বিশেষ ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৭ মে,
লিখিত পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র আগরতলা, দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **সায়েন্টিস্ট, ইঞ্জিনিয়ার (ইসরো),**
শূন্যপদ ঃ ৬৩টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিই/ বিটেক পাশ হতে হবে,
বয়স ঃ ১৮-২৮ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৯ মে,
বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা/ ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **জুনিয়র অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার (শিল্পোন্নয়ন ব্যাঙ্ক),**
শূন্যপদ ঃ ৬৭৬টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ যে-কোনও বিষয়ে ডিগ্রি পাশ অর্থাৎ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিই/ বিটেক ইত্যাদি পাশ হতে হবে,
বয়স ঃ ২০-২৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২০ মে,
বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা, ৮ জুনে, কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশে, তবে বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **স্পেশালিস্ট অফিসার (রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক),**
শূন্যপদ ঃ ৫০০টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিই/ বিটেক ইত্যাদি পাশ হতে হবে,
বয়স ঃ ২২-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২০ মে,
বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশে, তবে দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **অ্যাসিস্ট্যান্ট, অফিসার (কেন্দ্রীয় পর্ষদ),**
শূন্যপদ ঃ ৫৮২টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ পিজি ডিগ্রি পাশ,
বয়স ঃ ২১-৩৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২১ মে,
বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ২-৪ সেপ্টেম্বরে, কেন্দ্র সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **মেন্টেনার (রেল মন্ত্রক),**
শূন্যপদ ঃ ১৫০টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ আইটিআই পাশ হতে হবে,
বয়স ঃ ২১-৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২২ মে,
লিখিত ভিত্তিক পরীক্ষার কেন্দ্র সহ দিনক্ষণ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **আইটি ম্যানেজার (টিএসইসিএল),**
শূন্যপদ ঃ ৬টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাস্টার্স পাশ, এমসিএ, আইটি বিষয়ে ডিগ্রি পাশ হতে হবে, অভিজ্ঞতা থাকতে হবে,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
সরাসরি বা অফলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২২ মে,
বাছাইকৃতদের পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র আগরতলা, তবে দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **সাব-ইন্সপেক্টর অফ এক্সাইজ (ত্রিপুরা),**
টিপিএসসি পরিচালিত পরীক্ষার মাধ্যমে,
শূন্যপদ ঃ ৩৯টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএসসি, বিই, বিটেক পাশ,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৩ মে পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে,
লিখিত পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র আগরতলা, তবে দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **রিসার্চ অফিসার (ত্রিপুরা),**
টিপিএসসি পরিচালিত পরীক্ষার মাধ্যমে,
শূন্যপদ ঃ ৪টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ এমবিএ, সিএ, এলএলবি পাশ,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৪০ বছর (সংরক্ষিত ও বিশেষ ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৩ মে পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে,
লিখিত পরীক্ষা/ ইন্টারভিউর কেন্দ্র আগরতলা, দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

শিল্পোন্নয়ন ব্যাঙ্কে জুনিঃ অ্যাসিঃ ম্যানেজার অনলাইনে আবেদন ও আগরতলায় পরীক্ষা

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।। আই.ডি.বি.আই অর্থাৎ শিল্পোন্নয়ন ব্যাঙ্কে জুনিয়র অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৬৭৬টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ, বিকম, বিএসসি ... যে কোনও ডিগ্রি পাশ, অধিক নম্বরে অগ্রাধিকার পাবেন, বয়স ঃ ২০-২৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২০ মে, কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ৮ জুন, কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশে। বিস্তারিত খবর হলো — ত্রিপুরা, পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, বিহার, ওড়িশা, ঝাড়খণ্ড সহ সারা দেশে এক্সিকিউটিভ পদে ৬৭৬ জন নিয়োগ হচ্ছে ইড্বি অর্থাৎ ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্ক অফ্ ইন্ডিয়ায়।

আই. ডি. বি. আই-তে চাকরি করতে ইচ্ছুক তরুণ-তরুণীরা ০১-০৫-২০২৫-এর হিসেবে ২০ থেকে ২৫-এর মধ্যে বয়স হলে আবেদন করতে পারেন। এসসি/এসটিদের জন্য ৫ বছর, ওবিসিদের জন্য ৩ বছর এবং প্রতিবন্ধী প্রার্থীরা যাঁরা বয়সের ক্ষেত্রে বরাবর ১০ বছরের জন্য ছাড় পেয়ে আসছেন, তাঁরা এক্ষেত্রেও যথারীতি বয়সের ছাড় পাবেন। তফশিলি, ওবিসি ও প্রতিবন্ধীদের জন্য সরকারি নিয়মানুসারে পদ সংরক্ষণ থাকবে দৃষ্টিহীন, কম দৃষ্টি-সংক্রান্ত ও চলতে-ফিরতে না পারা সংক্রান্ত প্রতিবন্ধীরাও (পিডব্লুডি) যথারীতি আবেদন করতে পারেন। শূন্যপদগুলির মধ্যে তফশিলি জাতিভুক্ত, তফশিলি উপজাতিভুক্ত এবং ওবিসি'র জন্য যেমন সংরক্ষিত পদ রয়েছে, তেমনি অসংরক্ষিত রয়েছে কিছু সংখ্যক পদ। এর মধ্যে আবার শারীরিক প্রতিবন্ধীদের জন্যও সংরক্ষিত কিছু শূন্যপদ। যেমন মোট শূন্যপদ ৬৭৬-এর মধ্যে এসসি'র জন্য ১৪০টি, এসটি'র জন্য ৭৪টি, ওবিসি'র জন্য ১২৪টি ও ইডব্লিএস-দের জন্য ৬৭টি পদ সংরক্ষিত। এছাড়া, ২৭১টি পদ রয়েছে অসংরক্ষিত। অর্থাৎ এসসি, এসটি, ওবিসি, জেনারেল যে-কেউ এর জন্য আবেদন করতে পারেন। ৩১টি পদ রয়েছে শারীরিকভাবে বিশেষ সক্ষম প্রার্থীদের জন্য। শূন্যপদের আরও বিশদ বিভাজন ইত্যাদি দেখতে পাবেন অনলাইনে আবেদনের সময়, ওয়েব সাইটের বিজ্ঞপ্তিতে। যোগ্যতা - বিএ, বিকম, বিএসসি ... যে কোনও ডিগ্রি পাশ, অধিক নম্বরে অগ্রাধিকার পাবেন। আগ্রহী প্রার্থীরা অবশ্যই আবেদন করার আগে বিজ্ঞপ্তির বিস্তারিত দেখে যোগ্যতার মাপকাঠি মিলিয়ে আবেদন করবেন।

প্রার্থীবাছাই হবে অনলাইনে একটি মাত্র মূল পরীক্ষা ও সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে। অনলাইনে পরীক্ষা হবে অবজেক্টিভ ধরনের। ২০০ নম্বরের মূল পরীক্ষা। প্রশ্নও করা হবে ২০০টি। সময় দুই ঘন্টা। বিষয়গুলি পেয়ে যাবেন এঁদের ওয়েবসাইটে। ভুল উত্তরের জন্য নেগেটিভ মার্কিং থাকবে। প্রতি ৪টে ভুলের জন্য ১ নম্বর করে কাটা যাবে। জেনারেল ইংলিশ অংশটুকু ছাড়া প্রশ্ন হবে ইংরিজি/ হিন্দিতে। প্রত্যেকটি অংশে পাশ করতে হবে (অন্তত ৪০ শতাংশ, তফশিলি, প্রাক্তন সমরকর্মী ও প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রে ৩৫ শতাংশ নম্বর)। ত্রিপুরার প্রার্থীদের জন্য চাকরি হতে পারে আগরতলায়, এবং কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা দেওয়ার সুযোগও রয়েছে আগরতলা কেন্দ্রে। পরীক্ষা নেওয়া হবে ৬ এপ্রিলে। এসএমএস এবং কললেটারের বুকলেটের মাধ্যমেও পরীক্ষার নির্দিষ্ট স্থান-কাল ও সময় ইত্যাদি সংক্রান্ত তথ্য জানানো হবে। কল লেটার ডাউনলোড করে নিতে হবে পরীক্ষার ১ সপ্তাহ আগে, নিজের দরখাস্তের রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড/ জন্মতারিখ ব্যবহারের পদ্ধতিতে ওয়েবসাইটে নিজের অ্যাকাউন্টে ঢুকে। আলাদা কোনও চিঠি পাঠানো হবে না। প্রয়োজনে নিয়োগকর্তারা সরাসরি ইন্টারভিউর মাধ্যমেও নিয়োগ করতে পারে বলে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করেছেন।

দরখাস্ত করবেন কেবলমাত্র অনলাইনে, এঁদের ওয়েবসাইটে লগ অন করে ২০ মে-র মধ্যে। অনলাইনে দরখাস্ত করার শেষ তারিখ ২০ মে। অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন করার আগে নিজের একটি বৈধ ও দীর্ঘস্থায়ী ই-মেল আইডি তেরি রাখবেন নিজের সই এবং পাসপোর্ট মাপের এখনকার রঙিন ফটোও স্ক্যান করে রাখতে হবে ওয়েবসাইটে বলা মাপজোক ও অন্যান্য শর্ত বুঝে। আপনার পক্ষ থেকে কাজ চূড়ান্ত হয়ে গেলে অনলাইন পেমেন্টের মাধ্যমে অ্যাপ্লিকেশন ফি এবং/ অথবা পোস্টাল চার্জ বাবদ নির্ধারিত ফি জমা দিতে হবে। এছাড়া, অনলাইনে ফর্ম ফিলাপ, প্রিন্ট আউট বের করা, ফটো-সিগনেচার স্ক্যানিং, কল লেটার ডাউনলোড করানোর যাবতীয় খরচ প্রার্থীকেই বহন করতে হয়। দরখাস্ত রেজিস্ট্রেশন সম্পূর্ণ হলে কম্পিউটার জেনারেটেড দরখাস্তের প্রিন্ট-আউট নিয়ে নেবেন, কোথাও পাঠাতে হবে না। ফি পেমেন্ট চালানের কপিও যত্ন করে রাখবেন। লিখিত পরীক্ষার দিন কললেটার ছাড়াও লাগবে মূল পেমেন্ট চালান, ছবিওলা পরিচিতি-প্রমান (ভোটার আই কার্ড, প্যান কার্ড, কলেজের আই কার্ড বা এরকমই ছবিওলা অন্য কিছু) ইত্যাদি। টাকা জমা দেওয়ার চালান-এর একটা বাড়তি ফটো কপিও নিজের কাছে রেখে দেবেন। ইন্টারভিউতে ডাক পেলে সমস্ত মূল প্রমানপত্র (যাঁর ক্ষেত্রে যা-যা দরকার) সঙ্গে নিয়ে যাবেন। প্রয়োজনে ই-মেইল আইডি চালু করা, অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো, দরখাস্ত পূরণ করার কৌশল, ইন্টারনেটের ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে পরীক্ষার ফি পাঠানো, লিখিত পরীক্ষার বিস্তারিত সিলেবাস এবং বিগত সময়ে এ ধরনের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে আরও বিস্তারিত তথ্য, ঘরে বসে মুহূর্তের মধ্যে হাতের মুঠোয় পেতে কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই/হ্যালো' লিখে মেম্বারশী পের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে আজই আপনার নাম ও হোয়াটস্অ্যাপ নম্বর রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে। বলা বাহুল্য, অনলাইনে দরখাস্ত করার পর অবশ্যই দরখাস্তের প্রিন্ট-আউট ও ক্যাশ রিসিপ্ট বা ই-রিসিপ্ট কপি নিজের কাছে যত্ন করে রেখে দেবেন, পরে কাজে লাগবে।

সামনে চাকরি ও শিক্ষার কী-কী পরীক্ষা, কবে?

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।। * ত্রিপুরায় অর্থ দপ্তরের অধীনে **সিনিয়র টেকনিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। টিপিএসসি পরিচালিত পরীক্ষার মাধ্যমে নিয়োগ, শূন্যপদ ঃ ৬টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিপ্লোমা আইটি/ কম্পিউটার সায়েন্স ইঞ্জিনিয়ারিং/ বিসিএ পাশ হতে হবে, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৩ মে, লিখিত পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র আগরতলা, তবে দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই/হ্যালো' লিখে মেম্বারশী পের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে শর্তসাপেক্ষে আজই আপনার হোয়াটস্অ্যাপ নম্বর নথীভুক্ত করে মেম্বারশিপ্ গ্রহণ করে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের **সমস্ত চাকরির আপডেট খবর,** চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর, সিলেবাস এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে।

* কর্পোরেট সেক্টরে **জুনিয়র ওভারম্যান, মাইনিং সর্দার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১৭১টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিপ্লোমা, ডিগ্রি পাশ, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৩০ বছর (সংরক্ষিত ও বিশেষ ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৪ মে, লিখিত পরীক্ষা/ ইন্টারভিউর কেন্দ্র বহিঃরাজ্যে, তবে দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* শিল্পোন্নয়ন ব্যাঙ্কে **অ্যাসোসিয়েট ম্যানেজার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৬টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিই, বিটেক, পিজি পাশ হতে হবে, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৪৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৪ মে, বাছাইকৃতদের সরাসরি ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও দিনক্ষণ কল লেটারে জানানো হবে।

* কেন্দ্রীয় মন্ত্রকের অধীনে **সায়েন্টিস্ট, ট্রেনি অফিসার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। ইউপিএসসি পরীক্ষার মাধ্যমে নিয়োগ, শূন্যপদ ঃ ৪০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিপ্লোমা, বিই, বিটেক, বিএসসি পাশ হতে হবে, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৩৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৫ মে, বাছাইকৃতদের লিখিত পরীক্ষা কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশে, দিনক্ষণ কল লেটারে জানানো হবে।

* রাজ্যে বিভিন্ন দপ্তরে বা সেক্টরে চুক্তিভিত্তিক **ড্রাইভার, অ্যাসিস্ট্যান্ট, এক্সিকিউটিভ, পিএ, এমটিএস, বিআরপি, পিওন, ডিইও, জেই, এমপিএস, কো-অর্ডিনেটর ইত্যাদি** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১৬৯টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ৫ম মান পাশ থেকে ডিগ্রি, পিজি পাশ, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৪০ বছর (সংরক্ষিত ও বিশেষ ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৬ মে পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে, লিখিত পরীক্ষা বা ইন্টারভিউর কেন্দ্র আগরতলা, তারিখ এঁদের ওয়েবসাইটে জানানো হবে।

* রাজ্য সরকারের স্বাস্থ্য দপ্তরের অধীনে **ল্যাব টেকনেশিয়ান, রেডিওলজি টেকনোলজিস্ট, অপটোমেট্রিস্ট** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৮৫টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিজ্ঞান নিয়ে উচ্চমাধ্যমিকের পর নির্দিষ্ট বিষয় নিয়ে ডিপ্লোমা বা ডিগ্রি পাশ, বয়স ঃ ১৮-২৪ বছর (সংরক্ষিত ও বিশেষ ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৭ মে, লিখিত পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র আগরতলা, দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* ইসরো-তে **সায়েন্টিস্ট, ইঞ্জিনিয়ার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৬৩টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিই/ বিটেক পাশ হতে হবে, বয়স ঃ ১৮-২৮ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৯ মে, বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা/ ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে। * শিল্পোন্নয়ণ ব্যাঙ্কে **জুনিয়র অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৬৭৬টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ যে-কোনও বিষয়ে ডিগ্রি পাশ অর্থাৎ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিই/ বিটেক ইত্যাদি পাশ হতে হবে, বয়স ঃ ২০-২৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২০ মে, বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা, ৮ জুনে, কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশে, তবে বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে **স্পেশালিস্ট অফিসার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৫০০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিই/ বিটেক ইত্যাদি পাশ হতে হবে, বয়স ঃ ২২-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২০ মে, বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশে, তবে দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* কেন্দ্রীয় পর্ষদে **অ্যাসিস্ট্যান্ট, অফিসার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৫৮২টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ পিজি ডিগ্রি পাশ, বয়স ঃ ২১-৩৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২১ মে, বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ২-৪ সেপ্টেম্বরে, কেন্দ্র সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* রেল মন্ত্রকের অধীনে **মেন্টেনার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১৫০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ আইটিআই পাশ হতে হবে, বয়স ঃ ২১-৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২২ মে, লিখিত ভিত্তিক পরীক্ষার কেন্দ্র সহ দিনক্ষণ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে। * টিএসইসিএল-এ **আইটি ম্যানেজার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৬টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাস্টার্স পাশ, এমসিএ, আইটি বিষয়ে ডিগ্রিপাশ হতে হবে, অভিজ্ঞতা থাকতে হবে, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), সরাসরি বা অফলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২২ মে, বাছাইকৃতদের পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র আগরতলা, তবে দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে। * রাজ্য সরকারের অর্থ দপ্তরের অধীনে **সাব-ইন্সপেক্টর অফ এক্সাইজ** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। টিপিএসসি পরিচালিত পরীক্ষার মাধ্যমে, শূন্যপদ ঃ ৩৯টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএসসি, বিই, বিটেক পাশ, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৩ মে পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে, লিখিত পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র আগরতলা, তবে দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে। * ত্রিপুরায় অর্থ দপ্তরের অধীনে **রিসার্চ অফিসার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। টিপিএসসি পরিচালিত পরীক্ষার মাধ্যমে, শূন্যপদ ঃ ৪টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ এমবিএ, সিএ, এলএলবি পাশ, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৪০ বছর (সংরক্ষিত ও বিশেষ ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৩ মে পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে, লিখিত পরীক্ষা/ ইন্টারভিউর কেন্দ্র আগরতলা, দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

অনলাইনে দরখাস্ত ও পরীক্ষার মাধ্যমে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে ৫০০ স্পেশালিস্ট অফিসার

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।। ইউবিআই বা ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ায় স্পেশালিস্ট অফিসার তথা অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৫০০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিই, বিটেক পাশ, বয়স ঃ ২২-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২০ মে, কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশে।

ইউ বি আই-তে চাকরি করতে ইচ্ছুক তরুণ-তরুণীরা ২০-০৫-২০২৫-এর হিসেবে ২২ থেকে ৩০-এর মধ্যে বয়স হলে আবেদন করতে পারেন। তবে বিশেষ ক্ষেত্রে বয়সের উর্ধ্বসীমা ভিন্নতর। এছাড়া, বিশেষ ক্ষেত্রে যাঁরা বরাবর ছাড় পেয়ে আসছেন, তাঁরা এক্ষেত্রেও যথারীতি বয়সের ছাড় পাবেন। তফশিলি, ওবিসি ও প্রতিবন্ধীদের জন্য সরকারি নিয়মানুসারে পদ সংরক্ষণ থাকবে দৃষ্টিহীন, কম দৃষ্টি-সংক্রান্ত ও চলতে-ফিরতে না পারা সংক্রান্ত প্রতিবন্ধীরাও (পিডব্লুডি) যথারীতি আবেদন করতে পারেন। শূন্যপদগুলির মধ্যে তফশিলি জাতিভুক্ত, তফশিলি উপজাতিভুক্ত এবং ওবিসি'র জন্য যেমন সংরক্ষিত পদ রয়েছে, তেমনি অসংরক্ষিত রয়েছে কিছু সংখ্যক পদ। এর মধ্যে আবার শারীরিক প্রতিবন্ধীদের জন্যও সংরক্ষিত কিছু শূন্যপদ। যেমন মোট শূন্যপদ ৫০০টি-র মধ্যে অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার (ক্রেডিট) ২৫০টি, এর মধ্যে এসসি'র জন্য ৩৭টি, এসটি'র জন্য ১৮টি, ওবিসি'র জন্য ৬৭টি এবং ই.ডব্লিও.এস-এর জন্য ২৫টি পদ সংরক্ষিত। এছাড়া, ১০৩টি পদ অসংরক্ষিত। একইভাবে, অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার (আই টি) ২৫০টি, এর মধ্যে এসসি'র জন্য ৩৭টি, এসটি'র জন্য ১৮টি, ওবিসি'র জন্য ৬৭টি এবং ই.ডব্লিও.এস-এর জন্য ২৫টি পদ সংরক্ষিত। এছাড়া, ১০৩টি পদ অসংরক্ষিত। অর্থাৎ এসসি, এসটি, ওবিসি, জেনারেল যে-কেউ এর জন্য আবেদন করতে পারেন। শারীরিক প্রতিবন্ধী প্রার্থীদের জন্যও সংরক্ষিত রয়েছে ১০টি করে পদ। শূন্যপদের আরও বিশদ বিভাজন ইত্যাদি দেখতে পাবেন অনলাইনে আবেদনের সময়, ওয়েব সাইটের বিজ্ঞপ্তিতে। যোগ্যতা - স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিই/ বিটেক/ বিএসসি পাশদেরও রয়েছে প্রচুর সংখ্যক পদ। কম্পিউটারে বিশেষ দক্ষতার পাশাপাশি এবং ফিনান্স সেক্টরে নির্দিষ্ট সময় ধরে কাজ করার অভিজ্ঞতা থাকলে অগ্রাধিকার পাবেন। আগ্রহী প্রার্থীরা অবশ্যই আবেদন করার আগে বিজ্ঞপ্তির বিস্তারিত দেখে যোগ্যতার মাপকাঠি মিলিয়ে আবেদন করবেন।

প্রার্থীবাছাই হবে অনলাইনে একটি মাত্র মূল পরীক্ষা ও সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে। অনলাইনে পরীক্ষা হবে অবজেক্টিভ ধরনের। ২২৫ নম্বরের মূল পরীক্ষা। প্রশ্ন করা হবে ১৫০টি। সময় ১৫০ মিনিট। বিষয়গুলি পেয়ে যাবেন এঁদের ওয়েবসাইটে। ভুল উত্তরের জন্য নেগেটিভ মার্কিং থাকবে। প্রতি ৪টে ভুলের জন্য ১ নম্বর করে কাটা যাবে। জেনারেল ইংলিশ অংশটুকু ছাড়া প্রশ্ন হবে ইংরিজি/ হিন্দিতে। প্রত্যেকটি অংশে পাশ করতে হবে (অন্তত ৪০ শতাংশ, তফশিলি, প্রাক্তন সমরকর্মী ও প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রে ৩৫ শতাংশ নম্বর)। ত্রিপুরার প্রার্থীদের জন্য চাকরি হতে পারে আগরতলায়, এবং কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা দেওয়ার সুযোগও রয়েছে আগরতলা কেন্দ্রে। পরীক্ষা নেওয়া হবে ৬ এপ্রিলে। এসএমএস এবং কললেটারের বুকলেটের মাধ্যমেও পরীক্ষার নির্দিষ্ট স্থান-কাল ও সময় ইত্যাদি সংক্রান্ত তথ্য জানানো হবে। কল লেটার ডাউনলোড করে নিতে হবে পরীক্ষার ১ সপ্তাহ আগে, নিজের দরখাস্তের রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড/ জন্মতারিখ ব্যবহারের পদ্ধতিতে ওয়েবসাইটে নিজের অ্যাকাউন্টে ঢুকে। আলাদা কোনও চিঠি পাঠানো হবে না। প্রয়োজনে নিয়োগকর্তারা সরাসরি ইন্টারভিউর মাধ্যমেও নিয়োগ করতে পারে বলে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করেছেন।

দরখাস্ত করবেন কেবলমাত্র অনলাইনে, এঁদের ওয়েবসাইটে লগ অন করে ২০ মে-র মধ্যে। অনলাইনে দরখাস্ত করার শেষ তারিখ ২০ মে। অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন করার আগে নিজের একটি বৈধ ও দীর্ঘস্থায়ী ই-মেল আইডি তেরি রাখবেন নিজের সই এবং পাসপোর্ট মাপের এখনকার রঙিন ফটোও স্ক্যান করে রাখতে হবে ওয়েবসাইটে বলা মাপজোক ও অন্যান্য শর্ত বুঝে। আপনার পক্ষ থেকে কাজ চূড়ান্ত হয়ে গেলে অনলাইন পেমেন্টের মাধ্যমে অ্যাপ্লিকেশন ফি এবং/ অথবা পোস্টাল চার্জ বাবদ নির্ধারিত ফি জমা দিতে হবে। এছাড়া, অনলাইনে ফর্ম ফিলাপ, প্রিন্ট আউট বের করা, ফটো-সিগনেচার স্ক্যানিং, কল লেটার ডাউনলোড করানোর যাবতীয় খরচ প্রার্থীকেই বহন করতে হয়। দরখাস্ত রেজিস্ট্রেশন সম্পূর্ণ হলে কম্পিউটার জেনারেটেড দরখাস্তের প্রিন্ট-আউট নিয়ে নেবেন, কোথাও পাঠাতে হবে না। ফি পেমেন্ট চালানের কপিও যত্ন করে রাখবেন। লিখিত পরীক্ষার দিন কললেটার ছাড়াও লাগবে মূল পেমেন্ট চালান, ছবিওলা পরিচিতি-প্রমান (ভোটার আই কার্ড, প্যান কার্ড, কলেজের আই কার্ড বা এরকমই ছবিওলা অন্য কিছু) ইত্যাদি। টাকা জমা দেওয়ার চালান-এর একটা বাড়তি ফটো কপিও নিজের কাছে রেখে দেবেন। ইন্টারভিউতে ডাক পেলে সমস্ত মূল প্রমানপত্র (যাঁর ক্ষেত্রে যা-যা দরকার) সঙ্গে নিয়ে যাবেন। প্রয়োজনে ই-মেইল আইডি চালু করা, অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো, দরখাস্ত পূরণ করার কৌশল, ইন্টারনেটের ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে পরীক্ষার ফি পাঠানো, লিখিত পরীক্ষার বিস্তারিত সিলেবাস এবং বিগত সময়ে এ ধরনের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে আরও বিস্তারিত তথ্য, ঘরে বসে মুহূর্তের মধ্যে হাতের মুঠোয় পেতে কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই/হ্যালো' লিখে মেম্বারশী পের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে আজই আপনার নাম ও হোয়াটস্অ্যাপ নম্বর রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে। বলা বাহুল্য, অনলাইনে দরখাস্ত করার পর অবশ্যই দরখাস্তের প্রিন্ট-আউট ও ক্যাশ রিসিপ্ট বা ই-রিসিপ্ট কপি নিজের কাছে যত্ন করে রেখে দেবেন, পরে কাজে লাগবে।

শুক্রবার আগরতলায় ল ক্লার্ক এসোসিয়েশনে সাধারণ সভা আয়োজিত হয়।

চণ্ডীগড়ে আকাশপথে হামলার সতর্কতা, বাজানো হলো সাইরেন

চণ্ডীগড়, ৯ মে : চণ্ডীগড় প্রশাসন শুক্রবার আকাশপথে সম্ভাব্য হামলার সতর্কতা জারি করেছে। তার পরপরই শহরজুড়ে সাইরেন বাজানো হয়েছে।

জেলা প্রশাসকের কার্য়ালয় থেকে জারি করা এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, 'এটি একটি সতর্কতামূলক ব্যবস্থা। বিমান বাহিনীর ঘাঁটি থেকে আকাশপথে হুমকির তথ্য পাওয়ার পর এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। নাগরিকদের অনুরোধ করা হচ্ছে যেন তারা শান্ত থাকেন, বাড়ির ভিতরে থাকেন এবং সরকারী সূত্র থেকে পরবর্তী নির্দেশনার জন্য অপেক্ষা করেন।'

পাঞ্জাব ও হরিয়ানার যৌথ রাজধানী চণ্ডীগড়ে সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান শনিবার পর্যন্ত বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে।

এদিকে, ভারতীয় জনসাধারণের মধ্যে ভয় সঞ্চার করতে পাকিস্তানের কিছু সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্ট এবং মূলধারার মিডিয়ার মাধ্যমে একযোগে ভুল তথ্য প্রচার করা হয়েছে বলে শুক্রবার প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরো (পিআইবি) জানিয়েছে।

পিআইবি-র ফ্যাক্ট চেক ইউনিট জানিয়েছে, পাঞ্জাবের জলন্ধরে ড্রোন হামলার নামে একটি ভিডিও ভাইরাল করা হয়, যা আসলে একটি কৃষিজমিতে আগুন লাগার পুরনো ভিডিও। ভিডিওটির টাইমলাইন ছিল সন্ধ্যা ৭:৩৯, যেখানে ড্রোন হামলা শুরু হয়েছিল তার পরে। এই তথ্য জলন্ধরের ডেপুটি কমিশনারও নিশ্চিত করেছেন।

চলমান উত্তেজনার মধ্যে পাঞ্জাব, যা পাকিস্তানের সঙ্গে ৫৩২ কিলোমিটার সীমান্ত ভাগ করে, রাজ্যের সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ ও চলমান পরীক্ষা স্থগিত করেছে। জলন্ধরের আই. কে. গুজরাল পাঞ্জাব টেকনিক্যাল ইউনিভার্সিটি জানিয়েছে, পরিস্থিতির অপ্রত্যাশিত পরিবর্তনের কারণে সেমিস্টার পরীক্ষা স্থগিত করা হয়েছে। নতুন তারিখ ঘোষণার কমপক্ষে পাঁচ দিন আগে সংশোধিত সময়সূচি জানানো হবে।

জনগণের সুবিধার্থে রাজ্য সরকার একটি নিয়ন্ত্রণ কক্ষ গঠন করেছে, যার সাথে যোগাযোগ করা যাবে ০১৭২-২৭৪১৮০৩ এবং ০১৭২-২৭৪৯৯০১ নম্বরে।

পাঞ্জাবের শিক্ষামন্ত্রী হরজোত সিং বেইন্স জানিয়েছেন, 'বর্তমান পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে আগামী তিন দিন রাজ্যের সমস্ত স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় সরকারি, বেসরকারি ও সাহায্যপ্রাপ্ত সম্পূর্ণরূপে বন্ধ থাকবে।'

বৃহস্পতিবার রাতে পাঞ্জাবের ছয়টি সীমান্তবর্তী জেলা ফিরোজপুর, পাঠানকোট, ফাজিলকা, অমৃতসর, গুরুদাসপুর এবং তরণ তারনে ব্ল্যাকআউট দেখা যায়, যেখানে পাকিস্তানি ড্রোনের অনুপ্রবেশের চেষ্টা হয়।

ভারত-পাকিস্তান উত্তেজনার মধ্যে সীমান্তবর্তী কিছু গ্রামে মানুষ নিরাপদ স্থানে সরিয়ে যাওয়া শুরু করেছে। অমৃতসর, ফিরোজপুর, গুরুদাসপুর এবং তরণ তারনের বহু গ্রামবাসী প্রশাসনের আনুষ্ঠানিক নির্দেশ ছাড়াই জিনিসপত্র গুটিয়ে নিরাপদ জায়গায় চলে যাচ্ছেন।

এছাড়া, পাঞ্জাব পুলিশের সব কর্মীর ছুটি বাতিল করা হয়েছে। পাকিস্তানের সঙ্গে দীর্ঘ সীমান্ত ভাগ করে নেওয়ায় যেকোনো সামরিক উত্তেজনার সময় পাঞ্জাব সরকারের পাশাপাশি এর নিরাপত্তা ও আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে।

দিল্লি বিমানবন্দরে বিমান পরিষেবা স্বাভাবিক, গুজব এড়িয়ে চলুন

নয়াদিল্লি, ৯ মে : দিল্লি বিমানবন্দরে বিমান চলাচল স্বাভাবিক থাকবে। তবে, পরিবর্তিত আকাশসীমার পরিস্থিতি এবং কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থার কারণে, কিছু ফ্লাইটের সময় পরিবর্তন হতে পারে আজ বিজ্ঞপ্তি জারি করে জানানো হয়েছে, দিল্লি বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ যাত্রীদের ফ্লাইট সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য নিরাপত্তা এবং বিমান সংস্থার কর্মীদের সাথে সহযোগিতা করার আহ্বান জানিয়েছে। জনগণকে বিভ্রান্তিকর বা যাচাই না করা তথ্য এড়াতে এবং সঠিক তথ্যের জন্য সরকারী উৎসগুলিতে বিশ্বাস করার জন্যও অনুরোধ করা হয়েছে।

সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে, ভূজ এবং রাজকোট সহ রাজ্যের ছয়টি বিমানবন্দর বেসামরিক পরিবহনের জন্য সাময়িকভাবে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। রাজ্য সরকার কচ্ছ জেলার নারায়ণ সরোবর, জাখাউ এবং লক্ষপত মৎস্যক্ষেত্রের আশেপাশের সমুদ্র অঞ্চলে মাছ ধরার কার্য়ক্রম নিষিদ্ধ করেছে।

আমরা সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছি

ভারতীয় রাষ্ট্রদূতের মন্তব্য ভারত-পাক উত্তেজনা নিয়ে

ওয়াশিংটন: ভারতীয় রাষ্ট্রদূত স্পষ্টভাবে জানালেন, ''আমরা পাকিস্তানের সঙ্গে নয়, সন্ত্রাসীদের সঙ্গে যুদ্ধ করছি।'' সম্প্রতি ওয়াশিংটনে এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, ২২ এপ্রিল কাশ্মীরের পাহালগামে ঘটে যাওয়া নৃশংস সন্ত্রাসবাদী হামলাই এই উত্তেজনার সূচনা।

রাষ্ট্রদূত জানান, ''পাকিস্তান-সমর্থিত চারজন সন্ত্রাসী ২৬ জন নিরীহ নাগরিককে হত্যা করে। এই হত্যাকাণ্ড ধর্মের ভিত্তিতে হয়েছিল এবং তাদের পরিবারের সামনে ঘটানো হয়েছিল। এর পাল্টা প্রতিক্রিয়াতেই আমরা 'অপারেশন সিন্দুর' পরিচালনা করি।''

তিনি বলেন, ভারতের প্রতিক্রিয়া ছিল পরিকল্পিত ও পরিমিত। দেশজুড়ে নয়টি স্থানে অবস্থিত জঙ্গি ঘাঁটিতে টার্গেট করে হামলা চালানো হয়েছে। ''আমরা কেবলমাত্র সেই সমস্ত সন্ত্রাসী ও তাদের মদতদাতাদেরই টার্গেট করেছি, যারা এই নির্মম হামলার সঙ্গে সরাসরি জড়িত ছিল,'' তিনি জানান।

রাষ্ট্রদূত আরও বলেন, ''সম্পূর্ণ জম্মু ও কাশ্মীর ভারতের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। একমাত্র বিষয় হলো পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীরের ভারতীয় অংশে ফিরে আসা।''

পাকিস্তানের অকারণ গোলাগুলি এবং ভারতের শহরগুলিকে লক্ষ্য করার প্রসঙ্গে তিনি বলেন, এটি প্রমাণ করে পাকিস্তান সন্ত্রাসীদের পাশে রয়েছে। তিনি অভিযোগ করেন, ''পাকিস্তান পদক্ষেপ না নিয়ে বরং সন্ত্রাসবাদকে সমর্থন করছে।''

রাষ্ট্রদূতের মতে, পাকিস্তানের অস্বীকার নীতি কোনও নতুন বিষয় নয়।

তিনি উদাহরণ দেন ৯/১১ হামলা, ২৬/১১ মুম্বই হামলা ও অন্যান্য পাকিস্তান-সমর্থিত হামলার।

জিজ্ঞাসা করা হলে যে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে কি যুদ্ধ চলছে? জবাবে তিনি বলেন, ''আমরা সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছি।''

তিনি বিশ্ব সম্প্রদায়কে সতর্ক করে বলেন, ''গত তিন দশক ধরে পাকিস্তান যেভাবে সন্ত্রাসবাদকে আশ্রয়-প্রশ্রয় দিয়েছে, তা নিয়ে গোটা বিশ্বের উদ্বিগ্ন হওয়া উচিত।''

উল্লেখ্য, এপ্রিল ২২-এর পাহালগাম হামলার পর ২৪ এপ্রিল ভারতীয় সেনাবাহিনী 'অপারেশন সিন্দুর' চালিয়ে নয়টি জঙ্গি ঘাঁটি ধ্বংস করে।

এরপরই পাকিস্তান ১৫টি শহরে হামলার চেষ্টা চালায়, যেগুলিকে ভারত সফলভাবে প্রতিহত করে। ভারত পরে পাকিস্তানের একাধিক বিমান প্রতিরক্ষা রাডার ও সামরিক ঘাঁটি লক্ষ্য করে পাল্টা হামলা চালায়।

পাকিস্তানের সঙ্গে সংঘর্ষের প্রেক্ষিতে জাতীয় ঐক্যের ডাক দিলেন কেরালার মুখ্যমন্ত্রী, রাজ্যের ভূমিকা নিয়ে মন্ত্রিসভা বৈঠক

কন্নুর, ৯ মে ২০২৫: প্রতিবেশী পাকিস্তানের সঙ্গে চলমান সংঘর্ষের মধ্যে জাতীয় ঐক্যের আহ্বান জানালেন কেরালার মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই বিজয়ন।

শুক্রবার 'এন্তে কেরালাম' কর্মসূচির অধীনে কন্নুরে এক মুখোমুখি সংলাপে তিনি বলেন, ''দেশের প্রতিরক্ষার পক্ষে সমস্ত ভারতবাসীকে একজোট হতে হবে।''

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ''আমরা সবসময় প্রতিবেশীদের সঙ্গে সদ্ভাবপূর্ণ সম্পর্ক চাই। কিন্তু পাকিস্তান শত্রুভাবাপন্ন পথে এগোচ্ছে। তা সত্ত্বেও আমাদের দেশ সাহসিকতার সঙ্গে ওই আগ্রাসনের মোকাবিলা করেছে।''

সংঘর্ষে নিহতদের প্রতি গভীর শোকপ্রকাশ করে মুখ্যমন্ত্রী জানান, শুক্রবার বিকেল ১টায় একটি বিশেষ মন্ত্রিসভা বৈঠক ডাকা হয়েছে, যেখানে জাতীয় প্রয়াসে কেরালার ভূমিকা নির্ধারণ করা হবে।

উন্নয়নের ধারাবাহিকতা তুলে ধরে মুখ্যমন্ত্রী জানান, কেরালার স্থুল রাজ্য গৃহস্থালির উৎপাদন (ওছঙ্গঞ্ঞ) ৫.৬ লক্ষ কোটি থেকে বেড়ে ১৩.১১ লক্ষ কোটি টাকায় পৌঁছেছে।

একইসঙ্গে তিনি দাবি করেন, কেরালা দেশের মধ্যে সর্বনিম্ন দারিদ্র্য হার বজায় রেখেছে।

''মানুষের ঐক্য ও সংহতির কারণেই এই সাফল্য এসেছে,'' বলেন বিজয়ন। তিনি আরও দাবি করেন, এলডিএফ সরকার তার নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি পূরণ করেছে এবং অসম্ভবকে সম্ভব করার প্রতিশ্রুতি নিয়ে কাজ করে চলেছে।

উল্লেখ্য, 'এন্তে কেরালাম' এলডিএফ সরকারের বার্ষিক জনসংযোগ কর্মসূচি, যার মাধ্যমে সরকার সাধারণ মানুষের সঙ্গে সরাসরি মতবিনিময়ে অংশ নিচ্ছে এবং উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড তুলে ধরছে।

গুজরাটে সীমান্তের পরিস্থিতি পর্যালোচনায় উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক

নয়াদিল্লি, ৯ মে : গুজরাটের আন্তর্জাতিক সীমান্তের পরিস্থিতি পর্যালোচনার জন্য গান্ধীনগরের রাজ্য জরুরি অপারেশন সেন্টারে উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গুজরাটের আন্তর্জাতিক সীমান্তের কাছে বর্তমান পরিস্থিতি পর্যালোচনা করার জন্য গান্ধীনগরের রাজ্য জরুরি অপারেশন সেন্টারে একটি উচ্চ-স্তরের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছিল। নিরাপত্তা ব্যবস্থা পর্যালোচনা করার জন্য স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী হর্ষ সাংঘভি কচ্ছ, পাটন এবং বনসকান্তার জেলা কালেক্টরদের সাথে টেলিফোনে আলোচনা করেছেন।

ভারত-পাকিস্তান উত্তেজনার জেরে অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত আইপিএল ২০২৫:, ঘোষণা বিসিসিআইয়ের

নয়াদিল্লি, ৯ মে: ভারতের জম্মু ও কাশ্মীরের পাহালগামে ২২ এপ্রিল ঘটে যাওয়া ভয়াবহ সন্ত্রাসী হামলার পর ক্রমবর্ধমান ভারত-পাকিস্তান সামরিক উত্তেজনার প্রেক্ষিতে ভারতীয় ক্রিকেট কন্টোল বোর্ড (বিসিসিআই) আইপিএল ২০২৫ অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত ঘোষণা করেছে।এই সিদ্ধান্ত আসে এমন এক সময়, যখন ধর্মশালায় পাঞ্জাব কিংস ও দিল্লি ক্যাপিটালসের ম্যাচ মাঝপথে বাতিল হয়ে যায়, কারণ জম্মু ও পাঠানকোট সংলগ্ন এলাকায় এয়ার রেইড সতর্কতা জারি করা হয়েছিল।

এ পর্যন্ত মোট ৫৮টি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়েছে, যার মধ্যে ধর্মশালার পরিত্যক্ত ম্যাচটিও ধরা হয়েছে। এখনও ১২টি লিগ ম্যাচ ও ৪টি প্লে-অফ ম্যাচ কলকাতায় নির্ধারিত ফাইনালঅনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল। ম্যাচগুলো অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল লখনউ, হায়দরাবাদ, আহমেদাবাদ, দিল্লি, চেন্নাই, বেঙ্গালুরু, মুম্বই ও জয়পুরে।

এটি দ্বিতীয়বার, যখন আইপিএল মাঝপথে স্থগিত হলো। এর আগে ২০২১ সালে কোভিড-১৯ সংক্রমণের জন্য টুর্নামেন্ট বন্ধ হয়ে পরে সংযুক্ত আরব আমিরশাহিতে আয়োজিত হয়েছিল দ্বিতীয় পর্ব।

বিসিসিআইয়ের তরফে জানানো হয়েছে ''যখন দেশের যুদ্ধ পরিস্থিতি চলছে, তখন ক্রিকেট খেলা চলা মোটেই শোভন নয়।''টুর্নামেন্টের বাকি অংশ এখন চরম অনিশ্চয়তায়। কলকাতায় ২৫ মে নির্ধারিত ফাইনালও আপাতত বাতিল। বিসিসিআই এখন প্রাথমিকভাবে খেলোয়াড় ও আধিকারিকদের নিরাপদে গন্তব্যে পৌঁছনোর দিকেই গুরুত্ব দিচ্ছে। বিদেশি খেলোয়াড় ও কোচিং স্টাফদের একাংশ আজই ভারত ছাড়তে পারেন।

যদিও বিসিসিআই এখনও পুনরায় টুর্নামেন্ট শুরুর কোনও নির্দিষ্ট সময়সীমা ঘোষণা করেনি, তবে আগস্ট-সেপ্টেম্বরে একটি সম্ভাব্য উইন্ডো নিয়ে ভাবা হচ্ছে। এতে ভারত-বাংলাদেশ সফর ও এশিয়া কাপের ভবিষ্যৎ নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে, কারণ বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে ভারতের কূটনৈতিক টানাপোড়েন ও চলমান ভারত-পাকিস্তান সংঘাত পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তুলছে।

'ড্যান্স অফ দ্য হিলারি' ভাইরাস: ভারতীয় নাগরিকদের লক্ষ্য করে পাকিস্তান-সম্পর্কিত সাইবার হামলা, সতর্কতা জারি

নয়াদিল্লি, ৯ মে : ভারত-পাকিস্তান উত্তেজনার প্রেক্ষিতে একটি সম্ভাব্য পাকিস্তান-ঘনিষ্ঠ সাইবার হামলার হুমকিতে উচ্চ সতর্কতা জারি করেছে ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থাগুলি। এই সাইবার আক্রমণে 'ড্যান্স অফ দ্য হিলারি' নামে একটি ম্যালওয়্যার ব্যবহার করা হচ্ছে, যা ভিডিও ও নথিপত্রের ছদ্মবেশে ছড়ানো হচ্ছে। সরকারি সূত্রে জানা গেছে, এই ম্যালওয়্যার হোয়াটসঅ্যাপ, ফেসবুক, ইমেইল ও টেলিগ্রামের মতো জনপ্রিয় প্ল্যাটফর্মে সন্দেহজনক লিঙ্ক মাধ্যমে ছড়ানো হচ্ছে। আক্রান্ত ডিভাইসে একবার সক্রিয় হলে, এটি ব্যাঙ্কিং তথ্যসহ সংবেদনশীল তথ্য চুরি করতে পারে। গোয়েন্দা প্রতিবেদন অনুযায়ী, এটি পাকিস্তানের তরফ থেকে চলমান একটি বৃহৎ সাইবার আক্রমণের

চার বছর পূর্ণ করল অসম সরকার, ভারত-পাক উত্তেজনার প্রেক্ষাপটে উদযাপন নয়, আত্মসমালোচনার পথে হিমন্ত সরকার

গুয়াহাটি: ১০ মে অসম সরকার তাদের শাসনের চার বছর পূর্ণ করলেও, এবারে কোনও ধরণের উৎসব বা বড় অনুষ্ঠান করা হবে না বলে জানালেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। চলমান ভারত-পাকিস্তান সীমান্ত উত্তেজনার প্রেক্ষিতে রাজ্য সরকার এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

তিনি বলেন, এই বার্ষিকী উপলক্ষে কোনও উৎসব নয়, বরং একটি সাংবাদিক সম্মেলন আয়োজন করা হবে, যেখানে রাজ্য সরকারের চার বছরের শাসনকালের গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য তুলে ধরা হবে।

হিমন্ত বিশ্ব শর্মা এদিন সকালে এক্স (পূর্বতন টুইটার)-এ এক পোস্টে জনগণকে ভুয়ো খবর ও গুজবে কান না দিতে এবং সরকারিভাবে জারি হওয়া নির্দেশিকাগুলি মেনে চলার আহ্বান জানান। তিনি লেখেন:''ভারত আজ একজোট হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে আসুন ভুয়ো খবর প্রত্যাখ্যান করি,যারা আমাদের সশস্ত্র বাহিনীকে দুর্বল করার চেষ্টা করছে তাদের রিপোর্ট করি,সরকারি নির্দেশিকা মেনে চলি।

জয় হিন্দ।''

উল্লেখ্য, ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে চলমান উত্তেজনার কারণে দেশজুড়ে একাধিক অনুষ্ঠান বাতিল বা স্থগিত রাখা হয়েছে। আইপিএল ২০২৫-ও অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে অসম সরকারের এই 'নিম্ন-প্রোফাইল' পদক্ষেপকে রাজনৈতিক মহলে প্রশংসার চোখে দেখা হচ্ছে।

২২ এপ্রিলের সন্ত্রাসী হামলায় ২৬ জন নিরীহ প্রাণ হারানযার মধ্যে ২৫ জন ভারতীয় এবং একজন নেপালি নাগরিক। এই হামলার পাল্টা জবাবে ভারত 'অপারেশন সিন্দুর' চালিয়ে পাকিস্তান ও পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীরের ৯টি জঙ্গি ঘাঁটিতে আঘাত হানে। লক্ষ্যবস্তু ছিল জৈশ-ই-মহম্মদ ও লস্কর-ই-তইবার ঘাঁটি।

৯ মে পাকিস্তান পাল্টা হামলায় ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্র প্রয়োগ করে, যার লক্ষ্য ছিল জম্মু-কাশ্মীর, পাঞ্জাব ও রাজস্থানের বেসামরিক ও সামরিক এলাকা। ভারত জানায়, তারা শুধুমাত্র সন্ত্রাসী পরিকাঠামোকেই লক্ষ্য করেছে, কোনও সামরিক ঘাঁটিকে নয়। পাল্টা প্রতিক্রিয়ায় ভারত তার এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম সক্রিয় করে একাধিক পাকিস্তানি ড্রোন ও যুদ্ধবিমান গুলি করে নামায়, যার মধ্যে একটি ঞ্জঞ্ঝছ বিমানও ছিল বলে জানা যায়।

মণিপুরে বড়সড় অভিযানে ১১ জন জঙ্গি গ্রেপ্তার

মুক্তিপণ, অপহরণ ও তোলাবাজির বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ

ইমফল: মণিপুরে নিরাপত্তা বাহিনী বড়সড় অভিযান চালিয়ে ১১ জন সক্রিয় জঙ্গিকে গ্রেপ্তার করেছে। ৭ ও ৮ মেএই দুই দিন ব্যাপী অভিযান চলাকালীন রাজ্যের ইমফল, থৌবল, বিষ্ণুপুর ও সংলগ্ন এলাকায় একাধিক স্থানে তল্লাশি চালানো হয়।

৮ মে থৌবল জেলার লামডিং খুমন্থেম লাইকাই এলাকা থেকে নিষিদ্ধ ঘোষিত কেএসপি (এমএফএল)-এর চার সদস্যকে গ্রেপ্তার করা হয়। ধৃতদের নাম, নিংথৌজম অমিত্র সিং, ফাইরেমবম মাংলেমনগনবা মেইতেই, চেসাবা উমার আলি, ইয়ুমনাম অঙ্গাওসানা সিং। তারা একাধিক অপহরণ, তোলাবাজি ও সরকারি অফিস এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানে হুমকির ঘটনার সঙ্গে যুক্ত বলে অভিযোগ।

তাদের কাছ থেকে একটি দেশি ৯ এমএম পিস্তল, তিনটি গুলি, একটি গ্রেনেড, মোবাইল ফোন, ও সিমকার্ড উদ্ধার করা হয়েছে।

একই দিনে ইমফল পশ্চিম জেলার সেকমাই বাজার এলাকা থেকে কেএসপি (নয়ন-এমএফএল)-এর সদস্য ইয়ুমনাম বিদ্যাসাগর মেইতেই-কে গ্রেপ্তার করা হয়। ৭ মে একটি পৃথক অভিযানে অপহৃত মো. সদাম হোসেন-কে উদ্ধার করে পুলিশ। তাকে লম্ফেল এলাকার আরআইএমএস কমপ্লেক্স থেকে অপহরণ করে মুক্তিপণ দাবি করা হয়। অভিযুক্ত তিনজন ইউএনএলএফ(পি)-এর সদস্য হলেন, লাইশ্রম অমরজিত সিং, খুমন্থেম মতিলাল সিং, ইয়ুমনাম হিটলার মেইতেই। তাদের কাছ থেকে ৯ এমএম পিস্তল, গুলি, মোবাইল ফোন, নগদ টাকা, আধার কার্ড ও একটি চার চাকার গাড়ি উদ্ধার হয়।

এছাড়া, খুমান লমপাক স্পোর্টস কমপ্লেক্স এলাকা থেকে কেএসপি (পিডব্লিউজি)-এর সদস্য সাগোলসেম বোবো মেইতেই এবং বিষ্ণুপুর জেলা থেকে খুন্দ্রাকপম নরেশ সিংকে গ্রেপ্তার করা হয়। উভয়েই তোলাবাজির সঙ্গে যুক্ত বলে সন্দেহ।

আরও এক অভিযানে, কেএসপি (নয়ন)-এর সদস্য হিদাম আবয় সিংকে ইমফল পূর্ব জেলার নংগ্রেন মানিং লাইকাই এলাকার বাড়ি থেকে গ্রেপ্তার করা হয়। তার কাছ থেকে একটি মোবাইল ফোন বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। মণিপুর পুলিশ এই সময় আরও তিনটি চুরি যাওয়া গাড়ি উদ্ধার করেছে এবং রাজ্যজুড়ে একটি বিশেষ অভিযানে ৭৬টি গাড়ি থেকে কালো কাচ সরানো হয়েছে।

এই ধারাবাহিক অভিযানগুলিকে রাজ্যে আইন-শৃঙ্খলা পুনরুদ্ধার এবং দীর্ঘদিন ধরে সক্রিয় জঙ্গি ও চাঁদাবাজি চক্র গুলিকে ভেঙে দেওয়ার লক্ষ্যে বড়সড় পদক্ষেপ হিসেবে দেখা হচ্ছে।

ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে উত্তেজনার প্রেক্ষিতে মেঘালয়ে দুই মাসের নাইট কারফিউ জারি

শিলং, ৯ মে: প্রতিবেশী বাংলাদেশে চলমান পরিস্থিতি ও আঞ্চলিক উত্তেজনার প্রেক্ষিতে মেঘালয় সরকার পূর্ব খাসি হিলস জেলায় ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী অঞ্চলে দুই মাসের নাইট কারফিউ জারি করেছে। ৮ মে ২০২৫ থেকে কারফিউ কার্য়কর হয়েছে এবং প্রতিদিন রাত ৮টা থেকে সকাল ৬টা পর্যন্ত বলবৎ থাকবে। এই কারফিউ ভরতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা (স্কুঙ্ছছ)-র ধারা ১৬৩ অনুযায়ী জারি করা হয়েছে। আন্তর্জাতিক সীমান্তের জিরো লাইন থেকে ১ কিমি পর্যন্ত এলাকাজুড়ে এই বিধিনিষেধ কার্য়কর থাকবে। পূর্ব খাসি হিলস জেলার জেলা শাসক আর.এম. কুরবাহ, আইএএস স্বাক্ষরিত নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, এই পদক্ষেপের উদ্দেশ্য হলো অবৈধ সীমান্ত পারাপার, চোরাচালান ও বেআইনি জমায়েত রোধ করা। নিষিদ্ধ কর্মকাণ্ডগুলির মধ্যে রয়েছে, পাঁচ বা ততোধিক ব্যক্তির জমায়েত, সীমান্ত অতিক্রমের উদ্দেশ্যে যাতায়াত, লাঠি, রড, পাথরের মতো অস্ত্রোপযোগী বস্তু বহন। এছাড়াও, এই নির্দেশনায় সীমান্ত অঞ্চলে গবাদি পশু, সুপারি, পানপাতা, শুকনো মাছ, বিড়ি, সিগারেট ও চা পাতা ইত্যাদি চোরাচালান প্রতিরোধের কথাও বলা হয়েছে।

শুক্রবার আগরতলা প্রেস ক্লাবে একটি এড এজেন্সির উদ্যোগে সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠান উপলক্ষে গতকাল বসে আঁকো প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠান শেষে বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়।

কুমারঘাট : আজ কুমারঘাট মহকুমায় বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মজয়ন্তী যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করা হয়। মহকুমার মূল অনুষ্ঠানটি সন্ধ্যায় কুমারঘাটের গীতাঞ্জলি অডিটোরিয়ামে উদ্বোধন করেন ঊনকোটি জিলা পরিষদের সভাধিপতি অমলেন্দু দাস। উদ্বোধকের ভাষণে তিনি বলেন, রবীন্দ্র চেতনায় আগামী প্রজন্মকে উদ্ভাসিত হতে হবে।

রবীন্দ্রনাথকে যাতে ঘরে ঘরে পৌঁছে দেওয়া যায় তারও ব্যবস্থা করতে হবে। তবেই সকলের মধ্যে সুস্থ সংস্কৃতি মনস্ক মন তৈরি হবে। সুস্থ সংস্কৃতি মন তৈরি হলে সমাজের প্রতিও দায়বদ্ধতাবোধ গড়ে উঠবে। প্রধান বক্তার ভাষণে বিশিষ্ঠ শিক্ষাবিদ রবীন্দ্র সিনহা বলেন, রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আমাদের জীবন ভাবাই যায়না। এছাড়া বক্তব্য রাখেন কুমারঘাট পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান সুমতি দাস। সভাপতিত্ব করেন কুমারঘাট পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন বিশ্বজিৎ দাস। উপস্থিত ছিলেন কুমারঘাট পঞ্চায়েত সমিতির ভাইস চেয়ারম্যান শঙ্কর দেব, কুমারঘাট পুর পরিষদের ডেপুটি সিইও শুভঙ্কর সেন, সমাজসেবী কার্তিক দাস। স্বাগত বক্তব্য রাখেন বরিষ্ঠ তথ্য আধিকারিক শুভাশীষ সেনগুপ্ত। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা ও সাংস্কৃতিক সংস্থার শিল্পীগণ রবীন্দ্র সংগীত-নৃত্য ও আবৃত্তি পরিবেশন করেন। প্রভাতি কবি প্রণাম অনুষ্ঠান আয়োজিত হয় পিএম শ্রী পাবিয়াছড়া কলোনী দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের রবীন্দ্র মূর্তির পাদদেশে। সেখানে উপস্থিত ছিলেন কুমারঘাট পুর পরিষদের ৮নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলার রীনা রাণী সরকার, কুমারঘাট মহকুমার মহকুমা শাসক এন এস চাকমা প্রমুখ।

উদয়পুর: মহকুমা তথ্য ও সংস্কৃতি কার্য্যালয়ের উদ্যোগে আজ সকালে মাতাবাড়ি বাইপাস রোডে রবীন্দ্র জন্মজয়ন্তী উদযাপন করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন গোমতী জিলা পরিষদের সভাধিপতি দেবল দেবরায়, বিধায়ক অভিষেক দেবরায়, মাতাবাড়ি পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান শিল্পী দাস, উদয়পুর পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন শীতলচন্দ্র মজুমদার, তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের সহ অধিকর্তা অজয় দেব প্রমুখ। অনুষ্ঠানের শুরুতে অতিথিগণ কবিগুরুর মর্মর মূর্তিতে মাল্যদান ও পুষ্পার্ঘ অর্পণ করেন। অনুষ্ঠানে উদয়পুর মহকুমার বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংস্থার শিল্পীরা নৃত্য, সংগীত ও আবৃত্তি পরিবেশন করেন। এছাড়াও এদিন উদয়পুরের ভুবনেশ্বরী মন্দির প্রাঙ্গণে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের প্রতিকৃতিতে মালাদান ও পুষ্পার্ঘ অর্পণ করা হয়।

ছৈলেংটা: সারা রাজ্যের সঙ্গে লংতরাইভ্যালি মহকুমাতেও আজ যথাযোগ্য মর্যাদায় রবীন্দ্র জন্মজয়ন্তী পালন করা হয়। মহকুমা তথ্য ও সংস্কৃতি কার্যালয়ের উদ্যোগে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। ছৈলেংটাস্থিত লংতরাইভ্যালি সরকারি ডিগ্রি কলেজে আয়োজিত অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন টিটিএএডিসি"র মনু-ছৈলেংটার এমডিসি সঞ্জয় দাস। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন মধুচন্দ্র দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক পীযুষ কান্তি চৌধুরী, লংতরাইভ্যালির বরিষ্ঠ সাংবাদিক ঝুলন বিকাশ বড়ুয়া, সমাজসেবী রাজীব ভৌমিক, মহকুমা তথ্য ও সংস্কৃতি কার্যালয়ের বরিষ্ঠ তথ্য আধিকারিক সিদ্ধার্থ দেববর্মা প্রমুখ। অনুষ্ঠানের শুরুতে অতিথিগণ কবিগুরুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ অর্পণ করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। অনুষ্ঠানে স্থানীয় শিল্পীদের দ্বারা পরিবেশিত হয় মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

কমলপুর: মহকুমা তথ্য ও সংস্কৃতি কার্য়ালয় এবং কমলপুর নগর পঞ্চায়ো ৩/৪ উদ্যোগে আজ রবীন্দ্র জন্মজয়ন্তী উদযাপন করা হয়। কমলপুর নজরুল ভবনে অ এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন বিধায়ক মনোজ কান্তি দেব। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন কমলপুর নগর পঞ্চায়েতের চেয়ারপার্সন প্রশান্ত সিনহা, দুর্গাচৌমুহনী পঞ্চায়েত সমিতির ভাইস চেয়ারম্যান সৌমিত্র গোপ, কমলপুর নগর পঞ্চায়েতের ভাইস চেয়ারপার্সন সুব্রত মজুমদার, বিশিষ্ট সমাজসেবী সম্পা দাস, বরিষ্ঠ তথ্য আধিকারিক অমৃত দাস প্রমুখ। অনুষ্ঠানের শুরুতে অতিথিগণ কবিগুরুর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান ও পুষ্পার্ঘ অর্পণ করেন। সন্ধ্যায় স্থানীয় শিল্পীদের দ্বারা পরিবেশিত হয় মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

বলোনিয়াতে সাড়ম্বরে পালিত কবিগুরুর জন্মজয়ন্তী

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ৯ মে: রবীন্দ্রজয়ন্তী শুধু একজন কবির জন্মদিন নয়, এটি একটি সাংস্কৃতিক উৎসব। আজ শুক্রবার পঁচিশে বৈশাখ। কবিগুরুর ১৬১তম জন্মবার্ষিকী। বিলোনিয়াতেও সাড়ম্বরে পালিত হয় বরেণ্য কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মবার্ষিকী। বিলোনিয়া তথ্য সংস্কৃতি দপ্তর ও পৌর পরিষদের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত হয় রবীন্দ্র জন্মজয়ন্তী। বিলোনিয়া শিশু উদ্যান পার্কে অনুষ্ঠিত হয় রবীন্দ্র জন্মজয়ন্তীর অনুষ্ঠান। শুক্রবার সকাল সাড়ে আটটা নাগাদ অতিথিরা প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মধ্য দিয়ে রবীন্দ্র জন্মজয়ন্তীর অনুষ্ঠানের সূচনা করেন। এরপর শিশু উদ্যান পার্কস্থিত রবীন্দ্র মর্মর মূর্তিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান বিলোনিয়া পৌর পরিষদের চেয়ারম্যান নিখিল চন্দ্র গোপ, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সভাপতি কাউন্সিলর অনুপম চক্রবর্তী, দক্ষিণ জেলা দায়রা আদালতের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি আশিষ পাল, বিলোনিয়া রিড ভান একাডেমী প্রিন্সিপাল রাকেশ দেব, বিশিষ্ট সমাজসেবি সায়ন্তন দত্ত সহ অন্যান্য অতিথিরা।

শ্রদ্ধাঞ্জলি শেষে উদ্ধোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করেন বিশিষ্ট সঙ্গীত শিল্পী পিনাকি নাগ ও পারমিতা সাহা নাগ। এরপর অতিথিরা রবীন্দ্রনাথ ভাবনার কথা তুলে ধরে রবীন্দ্রনাথের লেখনি যে আজো প্রাসঙ্গিক তা তুলে ধরেন। এরপর সবুজ কন্ঠ, সৃজন ডান্স একাডেমি, কলাবিতান, রুমঝুম নৃত্য কলাক্ষেত্র ও রিডভান একাডেমির মতো ছাত্রছাত্রীরা রবীন্দ্র সংগীত ও নৃত্য পরিবেশন করে , শিশু উদ্যানের রবীন্দ্র জন্মজয়ন্তীর অনুষ্ঠানের মঞ্চ মাতিয়ে তুললো।

ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাঙ্কের ব্যবসা

● আটের পাতার পর

কাস্টমার সার্ভিস পয়েন্ট চালু করা হয়েছে। এজন্য প্রত্যেক আধিকারিক ও কর্মচারীগণকে এই নতুন প্রযুক্তির বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, অটল পেনশন যোজনায় এই ব্যাঙ্ক বেশ কয়েকবার ১ম ও ২য় স্থান দখল করেছে। গত অর্থবছরের সরস মেলায় এই ব্যাঙ্ক বেষ্ট ডিপার্টমেন্টাল ক্যাটাগরিতে পুরস্কৃত হয়েছে। তিনি বলেন, ভারতবর্ষে ২৮টি রিজিওন্যাল রুর‍্যাল ব্যাঙ্ক রয়েছে। তারমধ্যে ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাঙ্ক একটা ভাল পজিশনে রয়েছে। তিনি বলেন, এ বছর ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাঙ্কের ২৮টি শাখার পরিকাঠামো উন্নয়নের প্রচেষ্টা নেওয়া হবে। অদূর ভবিষ্যতে এই ব্যাঙ্ক দেশের অর্থনীতিতে দৃষ্টান্ত স্থাপন করবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। সাংবাদিক সম্মেলনে ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাঙ্কের জেনারেল ম্যানেজার অনুপ কুমার সাহা উপস্থিত ছিলেন।

স্বাধীনতার পর এই প্রথম পিচের

● আটের পাতার পর

ও হবে। এই কাজের জন্য বরাদ্দ হয়েছে আট কোটি ৭২ লক্ষ টাকা। ৪৫০ দিনের মধ্যে এই রাস্তা নির্মাণের কাজ শেষ করার জন্য ধার্য করা হয়েছে।

কাঁকড়াবন পূর্ত দপ্তরের এসডিও পার্থপ্রতিম দেবনাথ জানান, ইতিমধ্যে ৩০ থেকে ৪০ শতাংশ কাজ প্রায় শেষের পথে। নির্ধারিত দিনের আগে কাজটি শেষ হবে বলে তিনি আশাবাদী। গত ২৫শে জানুয়ারি রাস্তার কাজ শুরু হয়েছে। এই রাস্তাটি নির্মাণ হলে তুলামোড়া, পূর্ব তুলামোড়া ও ধুপতলী এলাকার প্রাণ ১৫ থেকে ২০ হাজার মানুষ উপকৃত হবেন। এক কাজ শুরু হয় এলাকার জনগণ খুবই খুশি।

সেনাবাহিনীকে কুর্নিশ জানিয়ে

● প্রথম পাতার পর

সেনাবাহিনীদের কুর্নিশ জানাচ্ছি। আজকের দিনটি ভারতবর্ষের জন্য ঐতিহাসিক দিন। একের পর এক পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়ে জয়ী হচ্ছেন।

পাকিস্তানের ড্রোন হামলায়

● প্রথম পাতার পর

বন্ধ রাখার নির্দেশ দিয়েছে। গোটা পরিস্থিতির ওপর কড়া নজর রাখছে নিরাপত্তা সংস্থাগুলি এবং যেকোনো পরিস্থিতি সামাল দিতে সম্পূর্ণ প্রস্তুত রয়েছে প্রশাসন।

রাজ্যের বাজারে

● প্রথম পাতার পর

ধরনের বিভ্রান্তিমূলক পোস্ট দেখলে সেটি যাচাই করা প্রয়োজন।

খাদ্য দপ্তর সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করে রাজ্যের বাজার গুলিতে দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণের রাখতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করলে অসাধু ব্যবসায়ী থেকে শুরু করে কালোবাজারি আটকানো সম্ভব হবে। তাই বর্তমান সময়ে খাদ্য দপ্তরের অভিযান প্রয়োজন রাজ্যের সবগুলি পাইকারি বাজারগুলিতে। পাশাপাশি নির্দিষ্ট দ্রব্যমূল্য তালিকা সাধারণ জনগণের হাতে পৌঁছে দিলে বর্তমান পরিস্থিতিতে বাজারগুলির দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব।

রোমান হরফে পাঠ্যপুস্তক

● প্রথম পাতার পর

ভাষায় লিখিত সমস্ত পাঠ্য বইগুলি, এমনকি নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ককবরক পাঠ্য বইগুলিও রোমান স্ক্রিপ্টে প্রিন্ট করার অনুমোদন দেওয়ার দাবি জানান।

ওই পত্রের মাধ্যমে বিধায়ক নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ককবরক পাঠ্য বইয়ের সিলেবাস আপগ্রেডিং এবং পুনর্গঠনের জন্য সাব কমিটি কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্ত বিদ্বেষ মূলক বলে বর্ণনা করেছিলেন। বিধায়কের চিঠির উপর ভিত্তি করে ত্রিপুরা প্রদেশ আদিবাসী কংগ্রেস কমিটির তরফ থেকেও গত ৫ই মে ২০২৫ ককবরক ভাষা ও অন্যান্য সংখ্যালঘু ভাষার অধিকর্তার নিকট একই দাবিতে ডেপুটেশন দেওয়া হয়েছিল।

আজ দপ্তরের অধিকর্তা চিঠির মাধ্যমে বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মনকে জানিয়েছেন যে দপ্তর কলিজিয়াম এনে ৩রা মার্চ ২০২৫ সাব কমিটির মিটিং-এ গৃহীত সিদ্ধান্ত বাতিল করেছে।

জাতীয় চিকিৎসা প্রস্তুতি

● প্রথম পাতার পর

চিফ অফ ডিফেন্স স্টাফ জেনারেল অনিল চৌহান, সেনা প্রধান জেনারেল উপেন্দ্র দ্বিবেদী, নৌবাহিনী প্রধান অ্যাডমিরাল দিনেশ কে ত্রিপাঠি, বায়ুসেনা প্রধান এয়ার চিফ মার্শাল অমর প্রীত সিং এবং প্রতিরক্ষা সচিব আর.কে. সিং।

এদিকে, ৮ ও ৯ মে'র মধ্যবর্তী রাতে ভারতীয় সেনা জম্মু ও কাশ্মীরের সীমান্তে পাকিস্তানের একাধিক ড্রোন হামলার সফলভাবে প্রতিরোধ করেছে এবং যোগ্য জবাব দিয়েছে।

এক বিবৃতিতে ভারতীয় সেনাবাহিনী জানায়, 'পাকিস্তানের সশস্ত্র বাহিনী ৮ ও ৯ মে রাতের মধ্যবর্তী সময়ে পশ্চিম সীমান্ত জুড়ে একাধিক ড্রোন ও বিস্ফোরক হামলা চালায়। একইসঙ্গে তারা নিয়ন্ত্রণ রেখা বরাবর একাধিকবার যুদ্ধবিরতি লঙ্ঘন করে। ভারতীয় বাহিনী সমস্ত হামলা প্রতিহত করে এবং শক্তিশালী জবাব দেয়। দেশের সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা রক্ষায় আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। যেকোনো শত্রু কার্যকলাপের উপযুক্ত জবাব দেওয়া হবে।'

এই পরিস্থিতিতে স্বাস্থ্য মন্ত্রকের এই পর্যালোচনা সভা দেশব্যাপী জরুরি স্বাস্থ্য ব্যবস্থার প্রস্তুতি ও সজাগতার অংশ হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ বলেই মনে করা হচ্ছে।

আদালতের রায়ে আচমকা উচ্ছেদ অভিযান, কান্নায় ভেঙে পড়লেন বাড়ির মালিক

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ৯ মে: কৈলাসহর থানাধীন শিঙ্গিরবিল এডিসি ভিলেজের মাইলং ৩ নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা কান্তরায় দেববর্মার বাড়িতে আচমকা উচ্ছেদ অভিযান চালায় কৈলাসহর মহকুমা প্রশাসন। এতে বাড়ির মালিক কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে। বর্তমানে শরনার্থী অবস্থায় কান্ত রায় দেববর্মা ও তার পরিবার।

জানা গেছে, কান্তরায় দেববর্মা নিকট এক আত্মীয় সজ্জিত দেববর্মা জায়গা সংক্রান্ত একটি বিষয় নিয়ে বিগত ২০২৪ কৈলাসহর জেলা আদালতে একটি মামলা করেছিল। সেই মামলায় রায় দেয় জেলা আদালত।

অবশেষে মহকুমা প্রশাসনের পক্ষ থেকে তহশিলদার সহ অন্যান্য প্রশাসনিক আধিকারিকরা মিলে কান্তরায় দেববর্মার বাড়িতে উচ্ছেদ অভিযান চালিয়ে তার তিনটি ঘর ভাঙচুর করে। এর মধ্যে একটি দ্বিতল ভবন ও অন্য দুটি বসত ঘর ভেঙ্গে দেয়।

এ বিষয়ে কান্তরায় দেববর্মা জানায়, একটি রাবারের মেশিন পুরোপুরি নষ্ট করে দেয়, ৪০০ টি সুপারি গাছ, ১০টি নারিকেল গাছ, সহ ঘরের যাবতীয় জিনিসপত্র পুরোপুরি চুরমার করে দেওয়া হয়েছে এই অভিযানে। অভিযান চলাকালীন সময় ঘরের কোন ধরনের জিনিসপত্র উদ্ধার করতে পারেনি বাড়ির মালিক। ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ ৩০ থেকে ৩৫ লক্ষ টাকা বলে জানান বাড়ির মালিক কান্তরায় দেববর্মা।

যান দুর্ঘটনায় আহত দুই

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশালগড়, ৯ মে: শুক্রবার দুপুরে বিশালগড় নিচের বাজার সড়কে টিআর ০৭জি ৬৯৬২ নাম্বারের একটি বাইক রতন দেবনাথ নামে এক পথচারীকে ধাক্কা মারে এতে বাইকে থাকা জেসমিন বেগম নামে এক মহিলা ছিটকে পড়ে যায়। ঘটনায় দুজনেই আহত হয়েছেন। পরবর্তী সময়ে অগ্নি নির্বাপক দপ্তরের কর্মীরা খবর পেয়ে আহত রতন দেবনাথ ও জেসমিন বেগমকে উদ্ধার করে মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসে। বর্তমানে আহতদের চিকিৎসা মহকুমা হাসপাতালে চলছে। ঘটনার খবর পেয়ে ছুটে আসেন বিশালগড় থানার পুলিশ। তবে বিশালগড়ে যান দুর্ঘটনা রোধ করতে ট্রাফিক পুলিশ প্রশাসনের বিরুদ্ধে একাধিক ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন এলাকাবাসী।

রাজ্যজুড়ে পালিত রবীন্দ্র জন্ম জয়ন্তী

● প্রথম পাতার পর

চিন্তাধারা, মানবিকতা ও সৃষ্টিশীলতা নতুন প্রজন্মের কাছে বেশি করে তুলে ধরতে হবে। অনুষ্ঠানে এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন পুরাতন আগরতলা পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান ঝর্ণারাণী দাস ও ভাইস চেয়ারম্যান মন্টি দেবনাথ, পুরাতন আগরতলা ব্লকের বিডিও শান্তনু দত্ত, বিশিষ্ট সমাজসেবী মান্না দে, মহকুমা তথ্য ও সংস্কৃতি কার্যালয়ের বরিষ্ঠ তথ্য আধিকারিক গৌতম দাস প্রমুখ। অনুষ্ঠানের শুরুতে অতিথিগণ কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ অর্পণের মাধ্যমে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। অনুষ্ঠানে মহকুমার বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংস্থার শিল্পীগণ মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করেন।

মোহনপুর: মোহনপুর মহকুমা তথ্য ও সংস্কৃতি কার্যালয়ের উদ্যোগে এবং মোহনপুর পুর পরিষদ ও মোহনপুর পঞ্চায়েত সমিতির সহযোগিতায় আজ মোহনপুর পঞ্চায়েত সমিতির কনফারেন্স হলে রবীন্দ্র জন্মজয়ন্তী উদযাপন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মোহনপুর পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান রাকেশ দেব। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন মোহনপুর পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন অনিতা দেবনাথ ও ভাইস চেয়ারপার্সন শংকর দেব, পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সদস্য জয়নাল দাস, মহকুমা তথা ও সংস্কৃতি কার্যালয়ের বরিষ্ঠ তথ্য আধিকারিক অশোক দেববর্মা, বিশিষ্ট সমাজসেবী কার্তিক আচারি্য এবং শ্যামল দেবনাথ। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী সহ সাংস্কৃতিক সংস্থার শিল্পীগণ নৃত্য, সংগীত এবং আবৃত্তি পরিবেশন করেন। অনুষ্ঠান উপলক্ষে ক্যুইজ ও বসে আঁকো প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়।

খোয়াই: যথাযোগ্য মর্যাদায় আজ খোয়াই পুরাতন টাউন হলে রবীন্দ্র জন্মজয়ন্তী উদযাপন করা হয়। মহকুমা তথ্য ও সংস্কৃতি কার্যালয় এবং খোয়াই পুর পরিষদের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন বিশিষ্ট সমাজসেবী বিনয় দেববর্মা। এছাড়াও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন খোয়াই পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন দেবাশিস নাথ শর্মা ও ভাইস চেয়ারপার্সন নিবাস সাহা, পদ্মবিল ব্লক উপদেষ্টা কমিটির চেয়ারম্যান প্রশান্ত দেববর্মা, খোয়াই পুর পরিষদের ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সভাপতি পিযুষ কান্তি চৌধুরী, মহকুমা তথ্য আধিকারিক দুলাল দেববর্মা প্রমুখ। অনুষ্ঠানে অতিথিগণ কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের জীবন দর্শন নিয়ে আলোচনা করেন।

অনুষ্ঠানের শুরুতে অতিথিগণ কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ অর্পণ করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। রবীন্দ্র জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে খোয়াই কালচারাল সেলের উদ্যোগে ভোরবেলায় এক প্রভাত ফেরির আয়োজন করা হয়। প্রভাত ফেরিতে খোয়াই শহরের বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী সহ বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংস্থার শিল্পীরাও অংশগ্রহণ করেন।

তেলিয়ামুড়া: মহকুমা তথ্য ও সংস্কৃতি কার্যালয় এবং তেলিয়ামুড়া পুর পরিষদের যৌথ উদ্যোগে আজ তেলিয়ামুড়ার চিত্রাঙ্গদা কলাকেন্দ্রে রবীন্দ্র জন্মজয়ন্তী পালন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা বিধানসভার মুখ্য সচেতক তথা বিধায়ক কল্যাণী সাহা রায়। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন তেলিয়ামুড়া পুর পরিষদের ভাইস চেয়ারপার্সন মধুসূদন রায়, তেলিয়ামুড়া পুর পরিষদের সাংস্কৃতিক স্থায়ী কমিটির সভাপতি অচিন্ত্য ভট্টাচার্য, তেলিয়ামুড়া পুর পরিষদের ডেপুটি সিইও অমিত রায় চৌধুরী, মহকুমা তথ্য ও সংস্কৃতি কার্যালয়ের বরিষ্ঠ তথ্য আধিকারিক মিঠন দত্ত প্রমুখ। অনুষ্ঠানের শুরুতে অতিথিগণ কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মর্মর মূর্তিতে পুষ্পার্ঘ অর্পণ করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। অনুষ্ঠানে মহকুমার বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংস্থার শিল্পীগণ সহ বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা সংগীত, নৃত্য, আবৃত্তি পরিবেশন করেন। এছাড়াও রবীন্দ্র জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে বসে আঁকো প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠান শেষে প্রতিযোগিতার বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়।

সাব্রুমঃ মহকুমা তথ্য ও সংস্কৃতি কার্যালয়ের উদ্যোগে আজ সকালে সাবুম টাউনহল প্রাঙ্গণে কবি প্রণাম অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানের শুরুতে স্থানীয় শিল্পীদের দ্বারা প্রভাত ফেরির আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সাব্রুম নগর পঞ্চায়েতের চেয়ারপার্সন রমা পোদ্দার দে ও ভাইস চেয়ারপার্সন দীপক দাস, মহকুমা তথ্য ও সংস্কৃতি কার্যালয়ের আইসিও রূপক আচারি্য প্রমুখ। সন্ধ্যায় মেলারমাঠে বৈশাখী মেলামঞ্চে স্থানীয় শিল্পীরা মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করেন।

শান্তিরবাজার: সারা রাজ্যের সঙ্গে শান্তিরবাজারেও আজ যথাযোগ্য মর্যাদায় রবীন্দ্র জন্মজয়ন্তী পালন করা হয়। মহকুমা তথ্য ও সংস্কৃতি কার্যালয়ের উদ্যোগে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে শান্তিরবাজার পুর পরিষদের ভাইস চেয়ারপার্সন সত্যব্রত সাহা, পুর পরিষদের ক্রীড়া ও সংস্কৃতি বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সভাপতি নেপাল চন্দ্র দাস প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানের শুরুতে অতিথিগণ সুগার মিল চৌমুহনীস্থিত কবিগুরুর মর্মর মূর্তিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। বিকেলে মুকুট অডিটোরিয়ামে বিভিন্ন বিদ্যালয় ও সাংস্কৃতিক সংস্থার শিল্পীরা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করেন।

করবুক: মহকুমা তথ্য ও সংস্কৃতি কার্যালয়ের উদ্যোগে এবং করবুক পাঞ্জিহাম দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের সহযোগিতায় রবীন্দ্র জন্মজয়ন্তী পালন করা হয়। পাঞ্জিহাম দ্বাদশ শেণী বিদ্যালয়ের অডিটোরিয়ামে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন বিধায়ক সঞ্জয় মানিক ত্রিপুরা। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন করবুক ব্লকের বিএসি"র চেয়ারম্যান প্রণব ত্রিপুরা, করবুক পাঞ্জিহাম দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের ভাইস প্রিন্সিপাল কার্তিক দেববর্মা, বিশিষ্ট সমাজসেবী সুনীল রিয়াং, প্রণব শঙ্কর ত্রিপুরা, সূর্য্যমানিক জমাতিয়া প্রমুখ।

রবি ঠাকুরের জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে রক্তদান ও স্বাস্থ্য শিবির অনুষ্ঠিত নলছড়ে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ মে: কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মজয়ন্তী উদযাপন উপলক্ষে এক মেগা রক্তদান শিবির এবং স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন করলো রাষ্ট্রীয় রাজ্য কর্মচারী মহা সংঘ এবং ভারতীয় মজদুর সংঘ অনুমোদিত ত্রিপুরা রাজ্য কর্মচারী সংঘ নলছড় ইউনিট। নলছড় দশমী ঘাট কমিউনিটি হল প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত এই মেগা স্বাস্থ্য শিবিরের শুভ সূচনা করেন নলছড় ব্লক পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান স্বপন কুমার দাস, অনুষ্ঠানে এছাড়া উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের প্রদেশ সচিব সুতপা কর, সাধারণ সম্পাদক অভিজিৎ বিশ্বাস, বিশিষ্ট সমাজসেবক উত্তম দাস লোকজিৎ দেবনাথ শহর অন্যান্যরা। অনুষ্ঠানে আগত অতিথিরা ত্রিপুরা কর্মচারী সংঘের এ ধরনের উদ্যোগকে স্বাগত জানান আগামী দিনে ও নিজেদের প্রশাসনিক দায়িত্বের পাশাপাশি সামাজিক দায়িত্ব পালন করে যাবেন এই আশা ব্যক্ত করেন।

অনুষ্ঠানে উদ্বোধকের ভাষণে নলচর ব্লক পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান স্বপন কুমার দাস সংঘের নলছড় ইউনিটের সদস্যদের উদ্যোগকে এবং রক্তদাতাদের রক্তদানে এগিয়ে আসার জন্য স্বাগত জানান এবং পাশাপাশি আগামী দিনে ও নলছড় ব্লকের সাধারণ অংশের মানুষের সার্বিক উন্নয়নে এই সংগঠনের উপযুক্ত ভূমিকা থাকবে এই আশা ব্যক্ত করেন।

সংগঠনের এ ধরনের উদ্যোগ প্রসঙ্গে রাজ্য কমিটির অন্যতম সদস্য ইন্দ্রজিৎ দাস জানান প্রশাসনিক দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি সামাজিক দায়িত্ব ও নিজেদের নিয়োজিত রাখার জন্য এবং আজকের এই মহতী দিনটিতে রক্তদানের মত মহৎ কাজ করে তারা সমাজের প্রতি আহ্বান রাখতে চান যেন কোন মুমূর্ষু রোগীকে এক বিন্দু রক্তের জন্য প্রাণ হারাতে না হয় সমগ্র রাজ্যবাসী যেন এই ধরনের রক্তদানের মত মহৎ কাজে এগিয়ে আসেন। এদিন প্রায় ৪০ জন রক্তদাতা স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন।

জরুরি পরিস্থিতিতে রাজ্য ও

● প্রথম পাতার পর

প্রয়োজনীয় বলে মনে করা হয়। এর মধ্যে আশ্রয়, উদ্ধার কার্য্যক্রম ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

২. গুরুত্বপূর্ণ পরিষেবা সচল রাখা : যুদ্ধ বা শত্রু আক্রমণের পরিস্থিতিতেও যাতে জল, বিদ্যুৎ, হাসপাতাল পরিষেবা ও যোগাযোগ ব্যবস্থা কার্যকর থাকে, তা নিশ্চিত করতে রাজ্য সরকার সবরকম ব্যবস্থা নিতে পারে। জনগণের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা যাতে বিপর্যস্ত না হয়, তার দিকেও বিশেষ নজর দিতে বলা হয়েছে।

৩. যন্ত্রপাতি সংগ্রহে বিধিনিষেধে শিথিলতা : অসামরিক প্রতিরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি বা সামগ্রী সংগ্রহ করতে হলে সাধারণত যে প্রশাসনিক বিধি-বিধান মানতে হয়, সেই প্রক্রিয়া এই ধারা অনুযায়ী শিথিল করা যায়। অর্থাৎ, বিলম্ব রোধে নিয়ম ছাড়াও সরাসরি ক্রয় বা ব্যবস্থাপনার অনুমতি রাজ্য সরকার পায়।

এই ধারা কার্য্যকর হলে রাজ্য সরকার ও স্থানীয় সংস্থাগুলি তাতণিক সিদ্ধান্ত নিতে পারবে, যা দুর্য্যোগ বা শত্রু হামলার সময় জনগণের সুরক্ষায় কার্য্যকর ভূমিকা রাখবে।

জিবি'র তিনতলা থেকে ঝাঁপ

● প্রথম পাতার পর

পুনরায় চিকিৎসা শুরু করে চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীরা। গৃহবধূর বাপের বাড়ির লোকজনদের অভিযোগ, গত চার বছর আগে বিয়ে হয়েছিল তাদের মেয়ের। গৃহবধূর স্বামীর বাড়ি খোয়াই দক্ষিণ জাম্বুরা এলাকায় এবং বাপের বাড়ি আগরতলা ভাটি অভয়নগর এলাকায়। বিয়ের পর থেকেই বিভিন্ন কারণবশত তাদের মেয়েকে শারীরিক এবং মানসিক নির্য্যাতন করত শশুর বাড়ির লোকজন। বহুবার তারা এলাকায় সালিশি সভার মাধ্যমে ঘটনাটি মীমাংসা করার চেষ্টা করলেও বারবার স্বামী এবং শাশুড়ি মিলে ওই গৃহবধূকে নির্য্যাতন চালিয়ে যাচ্ছে।। যার ফলে প্রায়শই মানসিকভাবে ভেঙে পড়ছে ওই গৃহবধূ। বারবার তার স্বামীকে বুঝিয়েও কাজের কাজ কিছুই হচ্ছে না। যার ফলে শারীরিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েছে ওই গৃহবধূ। ঘটনায় প্রশাসনের কাছে সুষ্ঠু তদন্তের দাবি করেছেন গৃহবধূর মা। হাসপাতাল চত্বরে গৃহবধুর আত্মহত্যার চেষ্টা করার ঘটনায় গোটা হাসপাতাল চত্বরে তীব্র চঞ্চলের সৃষ্টি হয়েছে। বর্তমানে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ওই গৃহবধূ।

AFFIDAVIT

I, Rostam Ali (old name) S/o-Siru Miah, resident of Kulubari Ps-Sonamura, Dist-Sepahijala Tripura do hereby declare that I have changed my name from Rostam Ali (old name) to Rustam Ali (new/correct name) and henceforth I shall be known as Rustam Ali (new/correct name) in all purpose.""Rustam Ali (new/correct name) & Rostam Ali (old name) both are same and one identical person.

AFFIDAVIT

I, Siro Miah (old name) S/o-Lt. Kala Miah, resident of Kulubari PS-Sonamura, Dist-Sepahijala Tripura do hereby declare that I have changed my name from Siro Miah (old name) to Siru Miah (new/correct name) and henceforth I shall be known as Siru Miah (new/correct name) in all purpose.""Siru Miah (new/correct name) & Siro Miah (old name) both are same and one identical person.

উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের উন্নয়ন মন্ত্রক
যোধপুর অফিসার্স হোস্টেল, পান্ডারা পার্ক, ইন্ডিয়া গেট
নতুন দিল্লি-১১০০০৩
প্রজেক্ট কোয়ালিটি মনিটর (পিকিউএম) এর নিয়ুক্তির জন্য বিজ্ঞপ্তি

ডোনার মন্ত্রণালয়, সরকার ভারতের, পূর্ববর্তী রাজ্যগুলিতে বাস্তবায়িত এম ডোনার-এর বিভিন্ন প্রকল্পের অধীনে অর্থায়নকৃত অবকাঠামো প্রকল্পগুলির নিরীক্ষণের জন্য প্রজেক্ট কোয়ালিটি মনিটর (পিকিউএমএস) তালিকাভুক্ত করতে চায়।

যোগ্যতা: কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে স্নাতক।

যোগ্যতার মানদণ্ড: এটি বাঞ্ছনীয় যে প্রার্থীর অবসর গ্রহণ করা হতে হবে। তবে তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীর স্তরের নীচে নয় বা কোনও সরকারি সংস্থা, কেন্দ্রীয়/রাজ্য পাবলিক সেক্টর আন্ডারটেকিং (পিএসইউ) বা তাদের অধস্তন অফিস থেকে সুপারিনটেনডিং ইঞ্জিনিয়ার স্তরে ন্যূনতম এক বছরের পরিষেবা সহ সমতুল্য পদ থেকে। যাইহোক, নির্বাহী প্রকৌশলী হিসাবে কমপক্ষে ৫ বছরের অভিজ্ঞতা সহ সরকারী সংস্থা থেকে নির্বাহী প্রকৌশলীর স্তরের নীচে নয় বা সমতুল্য পদ থেকে অবসর নিয়েছেন এমন প্রার্থীরাও যোগ্য হবেন। সরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ/আইআইটি/এনআইটি, ইত্যাদির চাকরিরত এবং অবসরপ্রাপ্ত ফ্যাকাল্টি সদস্যরা যারা রাস্তা ও ভবন নির্মাণের ক্ষেত্রে কাজ করেছেন/পরামর্শদান করেছেন তারাও আবেদন করতে পারেন।

বয়স সীমা: আবেদনের তারিখ অনুযায়ী ৬৫ বছরের নিচে।

পিকিউএম-এর তালিকাভুক্তির জন্য বিশদ মানদণ্ড এবং পুনঃনামকরণ https://mdoner.gov.in/activities/Pqm-and-pti এ উপলব্ধ

অন্যান্য প্রাসঙ্গিক নথির সাথে ওয়েবসাইটে দেওয়া ফর্ম্যাট অনুযায়ী সিভির স্বাক্ষরিত হার্ড কপি "জিএম, এ এবং সি বিভাগ, এনইডিএফআই এইচ ও., জি. এস রোড, গৌহাটি, আসাম-৭৮১০০৬"-এ পৌঁছাতে হবে। এর একটি সফট কপি advisory@nedfi.com and infra-mdoner@gov.in এও পাঠাতে। আরও তথ্য বা প্রশ্নের জন্য দয়া করে টেলিফোনে যোগাযোগ করুন:্ ৯১ ৩৬১২২২২২০০।

cbc 11101/11/0001/2526

এ-ডিভিশন সুপার ফোর : চ্যাম্পিয়নের লক্ষ্যে ওপিসি - কসমোপলিটন ম্যাচ জমজমাট

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। এ-ডিভিশন সুপার ফোর-এর অন্তিম পর্যায়ের খেলা। কসমোপলিটন ক্লাব বনাম ওপিসি-র মধ্যে মূলতঃ খেতাবী লড়াই। যে দল জয়ী হবে, সে দল চ্যাম্পিয়ন হবে। বিজিত দল পাবে রানার্স আপের খেতাব। সরাসরি জয় পরাজয়ের ফয়সালা না হলেও অনিবার্য কারণে ম্যাচ ড্র-তে নিষ্পত্তি হলে যে দল প্রথম ইনিংসে লিড পাবে সেই দল চ্যাম্পিয়নের শিরোপা পাবে। টি আই টি গ্রাউন্ডে ওপিসি আগামীকাল (শনিবার) প্রাথমিকভাবে ১০৩ রানের টার্গেট নিয়ে খেলতে নামবে। হাতে উইকেট রয়েছে ছয়টি। কসমোপলিটনের বোলাররা বিশেষ করে শংকর পাল, সৌরভ কর, কৃষ্ণধন নমঃ-রা চেষ্টা চালাবে দিনের শুরুতে রানের অংকে লিড নেওয়ার আগে ওপিসি-র ইনিংস গুটিয়ে দিতে। আজ, শুক্রবার সকালে ম্যাচ শুরুতে টস জিতে কসমোপলিটন প্রথমে ব্যাটিং এর সিদ্ধান্ত নেয়। ৫৭.২ ওভার খেলে ১৭৮ রানে ইনিংস শেষ করে। জবাবে ব্যাট করতে নেমে দিনের খেলা শেষ হওয়া পর্যন্ত সময়ে ওপিসি ২৩ ওভার ব্যাটিং এর সুযোগ পায়। ইতোমধ্যে চার উইকেট হারিয়ে ৭৬ রান সংগ্রহ করে। ওপিসি এই মুহূর্তে ১০২ রানে পিছিয়ে রয়েছে। অধিনায়ক শুভম ঘোষ একুশ রানে এবং অভিজিৎ দেববর্মা তিন রানে উইকেটে রয়েছে। ওপেনার, উইকেট রক্ষক নবারুণ চক্রবর্তীর ২৫ রান এবং সপ্তজিৎ দাসের ১৯ রান উল্লেখযোগ্য। কসমোপলিটন-এর পক্ষে শংকর পাল ৮২ বল খেলে নটি বাউন্ডারি হাঁকিয়ে সর্বাধিক ৭৭ রান পায়। তন্ময় দাসের ২৩ রান কিছুটা উল্লেখযোগ্য। বোলিংয়ে ওপিসি-র নীরুপম সেন চৌধুরী ৩ রানে এবং অর্কজিৎ রায় ৪০ রানে তিনটি করে উইকেট পেয়েছে। অভিজিৎ দেববর্মা পেয়েছে দুটি উইকেট ১৭ রানের বিনিময়ে। এছাড়া, রাহুলচন্দ্র সাহা ও অভিজিৎ চক্রবর্তী পেয়েছে একটি করে উইকেট। কৃষ্ণধন নমঃ ৪৪ রানে তিনটি উইকেট পেয়েছে। শংকর পালের ঝুলিতে এ পর্যন্ত একটি উইকেট রয়েছে।

মহিলা টি-২০ ক্রিকেটের সেমিফাইনালে আজ ব্লাডমাউথ-মৌচাক, তরুণ সংঘ-এগিয়ে চল

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। দুটি সেমিফাইনাল ম্যাচ আগামীকাল অনুষ্ঠিত হচ্ছে। সিনিয়র মহিলাদের আমন্ত্রণ মূলক টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট টুর্নামেন্টের দুটি সেমিফাইনাল ম্যাচ আগামীকাল (শনিবার) এমবিবি স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। সকাল পৌনে নয়টায় প্রথম সেমিফাইনালে ব্লাড মাউথ ক্লাব ও মৌচাক ক্লাব পরস্পরের মুখোমুখি হবে।

বেলা একটায় দ্বিতীয় সেমিফাইনালে তরুণ সংঘ খেলবে এগিয়ে চল সংঘের বিরুদ্ধে। বিজয়ী দুই দল আগামী ১২ মে, বেলা ১১টায় এমবিবি স্টেডিয়ামেই ফাইনাল ম্যাচে পরস্পরের মুখোমুখি হবে। সুপার সিক্সের খেলায় গ্রুপ এ থেকে ব্লাড মাউথ ক্লাব অপরাজিত ভূমিকায় সেমিফাইনালে প্রবেশ করেছে। প্রথম ম্যাচে চাম্পামুরাকে ৩৬ রানে এবং দ্বিতীয় ম্যাচে তরুণ সংঘকে ৪৫ রানে হারিয়েছিল।

অপরদিকে মৌচাক ক্লাব বি গ্রুপ থেকে প্রথম খেলায় পরিত্যক্ত ম্যাচে এগিয়ে চল সংঘের সঙ্গে পয়েন্ট ভাগ করে ২ পয়েন্ট পেয়েছিল। দ্বিতীয় ম্যাচে ইউনাইটেড ফ্রেন্ডকে ৩৯ রানে হারিয়ে মৌচাক ক্লাব সেমিফাইনালে খেলা নিশ্চিত করে। এদিকে এগিয়ে চলো পরিত্যক্ত ম্যাচ থেকে ২ পয়েন্টের পাশাপাশি ইউনাইটেড ফ্রেন্ডসকে ৭ উইকেটে হারিয়ে রানের গড়ে গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হয়ে সেমিফাইনালে খেলছে। গ্রুপ এ থেকে তরুণ সংঘ প্রথম ম্যাচে চাম্পামুরাকে নয় উইকেটে হারিয়ে সেমিফাইনালে খেলা নিশ্চিত করে নেয়। যদিও দ্বিতীয় ম্যাচে ব্লাডমাউথের কাছে পয়তাল্লিশ রানে হেরেছিল।

কুমারের হ্যাটট্রিকে জয়ের ধারা অব্যাহত স্বামী বিবেকানন্দ ক্লাবের

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। জয়ের ধারা অব্যাহত রেখে এগিয়ে চলছে শক্তিশালী স্বামী বিবেকানন্দ ক্লাব। শুক্রবার স্বামী বিবেকানন্দ ক্লাব কার্যত বিধ্বস্ত করে জম্পুইজলা প্লে সেন্টারকে। কুমার দেববর্মার হ্যাট্রিকের সুবাদে। রাজ্য ফুটবল সংস্থা আয়োজিত তৃতীয় ডিভিশন লিগ ফুটবলে। উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত ম্যাচে স্বামী বিবেকানন্দ ক্লাব ৪-১ গোলে পরাজিত করে জম্পুইজলা প্লে সেন্টারকে। এদিন ম্যাচের শুরু থেকেই পর্যাপ্ত প্রাধান্য নিয়ে খেলতে থাকেন পল্টু চৌধুরীর ছেলেরা। বল দখলের লড়াইয়েও ছিল এগিয়ে।

প্রথম ম্যাচের তুলনায় এদিন আরও সঙ্ঘবদ্ধ লক্ষ্য করা গেছে স্বামী বিবেকানন্দ দলের ফুটবলারদের। অনেকটা পাসিং ফুটবল খেলে টানা দ্বিতীয় জয় ছিনিয়ে নেন বিশ্বজিৎ দেব-রা। তবে শুরুতে পিছিয়ে ছিলো স্বামী বিবেকানন্দ ক্লাব। ২৫ মিনিটে সুনীল মলশুম গোল করে এগিয়ে দেন জম্পুইজলাকে। এরপর ম্যাচে ফেরার জন্য মরিয়া হয়ে উঠেন স্বামী বিবেকানন্দ ক্লাবের ফুটবলার। শুরু হয় ক্রমাগত আক্রমণ। তাতে জম্পুইজলার রক্ষণভাগের চিড় ধরে। ৪০ মিনিটে দুরন্ত গোল করে সমতা ফেরান কুমার দেববর্মা। এরপর আর পেছনে ফিরে তাকাতে হয়নি। দ্বিতীয়ার্ধে শুরু থেকেই আক্রমণে তেজিভাব লক্ষ্য করা যায় স্বামী বিবেকানন্দ ক্লাবের ফুটবলারদের। আর তাতেই আসে সাফল্য। ৬৪ মিনিটে জয় কিষান দেববর্মা, ৮০ মিনিটে কুমার দেববর্মা এবং ৮২ মিনিটে কোন কুমার দেববর্মা গোল করে নিজের হ্যাটট্রিক পূরণ করেন। রেফারি আদিত্য দেববর্মা জম্পুইজলা প্লে সেন্টারের পাঁচ জন ফুটবলারকে এবং স্বামী বিবেকানন্দ ক্লাবের একজন ফুটবলারকে হলুদ কার্ড দেখান।

দুই 'বিতাড়িত' শ্রেয়স-পন্টিং জুটি পঞ্জাবের শক্তি, দর্শন একটাই, কথা কম কাজ বেশি

রিকি পন্টিং এবং শ্রেয়স আয়ার। নতুন কোচ-অধিনায়ক জুটি আইপিএলে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে পঞ্জাব কিংসকে। দু'জনেই বিতাড়িত! গত বছর আইপিএল চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পরও অধিনায়ক শ্রেয়সকে তাড়িয়ে দিয়েছেন কলকাতা নাইট রাইডার্স কর্তৃপক্ষ। দিল্লি ক্যাপিটালস ভরসা রাখতে পারেনি অস্ট্রেলিয়ার বিশ্বকাপজয়ী প্রাক্তন অধিনায়ক পন্টিংয়ের উপর। এই মুহূর্তে সাদা বলের ক্রিকেটে দেশের অন্যতম সেরা মিডল অর্ডার ব্যাটার শ্রেয়স। ২০২৩ সালের এক দিনের বিশ্বকাপ বা গত চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে ভারতীয় দলের সাফল্যের নেপথ্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল শ্রেয়সের। আইপিএলেও ফর্মে আছেন। ব্যাট হাতে দলকে সামনে থেকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন। অথচ তাঁর নেতৃত্বে ১০ বছরের ট্রফির খরা কাটিয়েও ধরে রাখার কথা ভাবেননি কেকেআর কর্তৃপক্ষ। নিলামের আগে শ্রেয়সের সঙ্গে আর্থিক সমঝোতা হয়নি। নিলামেও শ্রেয়সের জন্য সে ভাবে ঝাঁপাতে দেখা যায়নি বেঙ্কি মাইসোরদের (কেকেআর সিইও)।অন্য দিকে, পন্টিংয়ের উপর ভরসা রাখতে পারেননি দিল্লি কর্তৃপক্ষও। অস্ট্রেলিয়ার তিনটি এক দিনের বিশ্বকাপ এবং দু'টি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিজয়ী দলের সদস্য পন্টিং। অধিনায়ক হিসাবে দুই প্রতিযোগিতাতেই চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন দু'বার করে। ক্রিকেটজীবনে বিশ্বের অন্যতম সেরা ব্যাটার হিসাবে বিবেচিত হতেন। ২০১৮ থেকে ২০২৪ পর্যন্ত দিল্লির কোচের দায়িত্ব সামলেছেন। কিন্তু প্রত্যাশিত ফল না হওয়ায় গত আইপিএলের পর তাঁকে বিদায় জানানো হয়। দিল্লির বিতাড়িত পন্টিংয়ের সঙ্গে চুক্তি করতে দেরি করেননি পঞ্জাব কর্তৃপক্ষ। আবার আইপিএলের নিলামে শ্রেয়সের জন্য সর্বশক্তি দিয়ে ঝাঁপান তাঁরা। অভিজ্ঞ কোচ এবং অধিনায়কের উপর আস্থা রাখার সুফল পাচ্ছে পঞ্জাব। পন্টিং এবং শ্রেয়সের মধ্যে একটা মিল রয়েছে। বেশি কথা বলেন না কেউ। দু'জনেই একটু চাপা স্বভাবের। কাজে করে দেখাতে পছন্দ করেন তাঁরা। কোচ-অধিনায়কের সম্পর্কের এই রসায়নও পঞ্জাবের ভাল খেলার অন্যতম উপাদান।কোচ এবং অধিনায়ক পরস্পরের সিদ্ধান্তকে শ্রদ্ধা করেন। একে অন্যের মতামতকে গুরুত্ব দেন। কোচ পন্টিং তাঁর অধিনায়ককে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে যথেষ্ট স্বাধীনতাও দেন। নিজে অধিনায়ক থাকার সময় যে ধরনের স্বাধীনতা চাইতেন, তেমন স্বাধীনতা দেন শ্রেয়সকেও। যেমন লখনউ সুপার জায়ান্টসের বিরুদ্ধে ম্যাচে শ্রেয়স চেয়েছিলেন জস ইংলিসকে ব্যাটিং অর্ডারের তিন নম্বরে তুলে আনতে। পন্টিং আপত্তি করেননি। তার সুফলও পেয়েছে পঞ্জাব। ম্যাচের পর শ্রেয়সের ক্রিকেট- ভাবনার প্রশংসাও করেছেন কোচ। পারস্পরিক এই ভরসাই পঞ্জাবের কাজ মসৃণ করছে।অধিনায়ক শ্রেয়সকে নিয়ে পন্টিংয়ের মূল্যায়ন, "আগের থেকে শ্রেয়স এখন অনেক আত্মবিশ্বাসী। অভিজ্ঞতা ওকে সাহায্য করছে। যে কোনও পরিস্থিতিতে সিদ্ধান্ত নিতে পারে। নিজের সিদ্ধান্তে স্থির থাকতে পারে। যে কোনও অধিনায়কের জন্য এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ।" তিনি আরও বলেছেন, "গত বছর আইপিএল জয় শ্রেয়সকে বদলে দিয়েছে। অনুশীলনে, ম্যাচে বা হোটেলে সতীর্থদের সঙ্গে সহজ, স্বাভাবিক ভাবে কথা বলে। দলের সবাই ওকে পছন্দ করে। যা একজন অধিনায়কের বড় শক্তি।"

ঘরের মাঠে ধোনিদের কাছে হার, এখনও আইপিএলের প্লে-অফে উঠতে পারে কেকেআর, কোন অঙ্কে

চেন্নাই সুপার কিংসকে হারাতে পারলে পয়েন্ট তালিকায় উন্নতি হত কলকাতা নাইট রাইডার্সের। দিল্লি ক্যাপিটালসকে হারিয়ে পাঁচ নম্বরে উঠতেন অজিঙ্ক রাহানেরা। কিন্তু জিততে পারেনি কলকাতা। টান টান ম্যাচে ঘরের মাঠে মহেন্দ্র সিংহ ধোনিদের কাছে ২ উইকেটে হেরেছে তারা। এই হারের পরেও প্ল-অফ থেকে ছিটকে যায়নি কলকাতা। এখনও সুযোগ রয়েছে রাহানেদের।এখন পয়েন্ট তালিকায় ছয় নম্বরে রয়েছে কেকেআর। ১২ ম্যাচে ১১ পয়েন্ট তাদের। নেট রানরেট ০.১৯৩। পাঁচ নম্বরে দিল্লি ক্যাপিটালস খেলেছে ১১ ম্যাচ। তাদের পয়েন্ট ১৩। চার নম্বরে রয়েছে মুম্বই ইন্ডিয়ান্স। ১২ ম্যাচ খেলে হার্দিক পাণ্ড্যদের পয়েন্ট ১৪।কেকেআরের বাকি আর দু'টি ম্যাচ। সানরাইজার্স হায়দরাবাদ ও রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর বিরুদ্ধে খেলবে তারা। দু'টিই কেকেআরের অ্যাওয়ে ম্যাচ। সেই দু'টি ম্যাচ জিতলে ১৫ পয়েন্টে শেষ করবে কেকেআর। তার পর তাদের তাকিয়ে থাকতে হবে বাকি দলগুলির খেলার দিকে। তবে একটি ম্যাচে পয়েন্ট নষ্ট করলেই প্লে-অফের অঙ্ক শেষ হয়ে যাবে।আইপিএলের পয়েন্ট তালিকায় প্রথম দুই দল গুজরাত টাইটান্স ও বেঙ্গালুরুর পয়েন্ট ইতিমধ্যেই ১৬। অর্থাৎ, তাদের টপকানো কেকেআরের পক্ষে সম্ভব নয়। তিন নম্বরে থাকা পঞ্জাবের পয়েন্ট ১৫। তাদের এখনও তিন ম্যাচ বাকি। অর্থাৎ, তাদের টপকানোও মুশকিল। বাকি থাকল মুম্বই ও দিল্লি। একমাত্র এই দুই দলের থেকেই বেশি পয়েন্ট হতে পারে কলকাতার।

মুম্বইয়ের বাকি রয়েছে দুই ম্যাচ। পঞ্জাব ও দিল্লির বিরুদ্ধে। দিল্লির বাকি তিনটি ম্যাচ। পঞ্জাব, গুজরাত ও মুম্বইয়ের বিরুদ্ধে। মুম্বই যদি আর একটি ম্যাচ জেতে তা হলেই কেকেআরের প্লে-অফের আশা শেষ। অর্থাৎ, তাদের বাকি দুই ম্যাচ হারতে হবে। সে ক্ষেত্রে দিল্লির কাছেও হারবে মুম্বই। দিল্লিকে আবার তাদের বাকি দু'টি ম্যাচ হারতে হবে। তা হলে মুম্বইয়ের পয়েন্ট হবে ১৪। দিল্লির পয়েন্ট হবে ১৫। সে ক্ষেত্রে কেকেআরের নেট রানরেট বেশি থাকলে দিল্লিকে টপকে প্লে-অফে যাবে তারা।

রাজ্য অনূর্ধ-৭ দাবায় অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন দেবরাজ, তৃষিকা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। একছত্র আধিপত্য দেখালো মেট্রিক্স চেস একাডেমির দাবাড়ুরা। রাজ্য অনূর্ধ-৭ দাবা প্রতিযোগিতায়। দুদিনব্যাপী ওই আসর শুক্রবার শেষ হয় ব্যানার্জি পাড়াস্থিত রাজ্য দাবা সংস্থার অফিস বাড়িতে। বালিকা বিভাগে অল্পের জন্য খেতাব হাতছাড়া হলেও বালক বিভাগে পর্যাপ্ত প্রাধান্য নিয়ে খেলে ম্যাট্রিক্স চেস একাডেমি দাবাড়ু-রা। দুদিন ব্যাপী রাজ্য আসর শেষ হয় শুক্রবার। বালকদের ৫ রাউন্ডের আসরে পুরো পাঁচ পয়েন্ট নিয়ে অপরাজিতভাবে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে দেবরাজ ভট্টাচার্য। চার পয়েন্ট নিয়ে ভোকলসে দ্বিতীয় এবং তৃতীয় স্থান দখল করে যথাক্রমে ম্যাট্রিক্স চেস একাডেমীর শ্রীবান্স প্রতাপ পাল, বিশাল সাহা। ৩ পয়েন্ট নিয়ে চতুর্থ স্থান দখল করে ম্যাট্রিক্স একাডেমির অয়নজিৎ নাগ, নির্বাণ বণিক, রিহান চক্রবর্তী, শ্রেয়াংশ দেব এবং স্নেহাংশু দেব। বালিকা বিভাগে তিন রাউন্ডে পুরো তিন পয়েন্ট পেয়ে অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন হয়েছে তৃষিতা কামারাপু। ২ পয়েন্ট পেয়ে ভোকলসে দ্বিতীয় থেকে চতুর্থ স্থান দখল করে যথাক্রমে মেট্রিক চেস একাডেমির সমৃদ্ধি রায়, তিস্তা ভৌমিক এবং সুহাঁসি কুড়ি। ১ পয়েন্ট পেয়ে পঞ্চম স্থান দখল করে মেট্রিক্স চেস আকাদেমির ভার্গবী ধর। আসর পরিচালনা করেন নির্মল দাস। রবিবার থেকে রাজ্য সংস্থার উদ্যোগে শুরু হতে চলেছে অনূর্ধ -৯ রাজ্য দাবা। এন এস আর সি সি-র দাবা হলঘরে হবে দুদিন ব্যাপী আসর।

আগামী বছর আইপিএল খেলবেন ? হলুদ ইডেনে নিজেই জানালেন ধোনি

কলকাতা নাইট রাইডার্সের ঘরের মাঠ ভরে গিয়েছিল হলুদজার্সিতে। হঠাৎ করে গ্যালারি দেখলে মনে হতেই পারে বুধবার চেন্নাই সুপার কিংসের ঘরের মাঠে খেলা ছিল। সেই হলুদ জার্সিতে ভরা ইডেনে মহেন্দ্র সিংহ ধোনি নিজেই তুললেন অবসরের কথা।এ বারের আইপিএলে খুব বেশি ম্যাচ জেতেনি চেন্নাই। এ বারের আইপিএলে এটা তৃতীয় জয়। আইপিএল থেকে ইতিমধ্যেই ছিটকে গিয়েছে চেন্নাই। সেই দলের অধিনায়ক ধোনি কয়েক ম্যাচ আগে বলেছিলেন, তাঁরা আগামী আইপিএলের ভাবনা শুরু করে দিয়েছেন। বুধবার ধোনি বলেন, "এখনও অবসরের কথা ভাবিনি। আমার ৪৩ বছর বয়স। অনেক দিন ধরে খেলছি। সমর্থকেরা জানে না এটা আমার শেষ ম্যাচ কি না। বছরে মাত্র দু'মাস খেলি। এ বারের আইপিএল শেষ হলে আগামী ছ'আট মাস পর শরীর কী অবস্থায় থাকবে দেখে সিদ্ধান্ত নেব। আমার শরীর এই চাপ নিতে পারছে কি না, সেটা বুঝতে হবে। কিন্তু সমর্থকদের এই ভালবাসাটা অপূর্ব।"ব্যাট হাতে ধোনি ১৮ বলে ১৭ রান করেন। তাঁর ইনিংসে একটি মাত্র ছক্কা রয়েছে। সেটি মারেন শেষ ওভারে। তার আগে পর্যন্ত শিবম দুবেকে খেলিয়ে যাচ্ছিলেন। বুঝতে পারছিলেন, দলকে জেতাতে হলে শিবমকে প্রয়োজন। ৪০ বলে ৪৫ রান করেন তিনি। কিন্তু দলকে জিতিয়ে মাঠ ছাড়তে পারেননি। অভিজ্ঞ ধোনি সেই কাজটা করেন।ম্যাচ শেষে ধোনি বলেন, "এই নিয়ে মাত্র তিনটে ম্যাচ জিতেছি। ম্যাচটা জয়ী দল হিসাবে শেষ করতে পেরে ভাল লাগছে। এ বারে অনেক কিছু আমাদের পক্ষে যায়নি। আমাদের সেই ভুলগুলো খুঁজে বার করতে হবে। আগামী বছরের জন্য আমাদের দল তৈরি করতে হবে। বুঝতে হবে দলের কোনও ব্যাটার কোন জায়গায় খেলতে পারবে, কোন বোলার কোন পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারবে। এই ক্রিকেটারদের নিয়েই পরের মরসুমে খেলতে হবে। অনুশীলনে দেখতে হবে সকলকে।"

নিয়ম রক্ষার ম্যাচে এগিয়ে থেকে ৩য় স্থানের লক্ষ্যে পোলস্টার-শতদল

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। টিসিএ আয়োজিত এ-ডিভিশন সুপার ফোরে শত দল সংঘ এবং পোলস্টার ক্লাবের খেলা। নিয়ম রক্ষার খেলা হলেও ম্যাচ কিন্তু এখন বেশ জমজমাট পর্যায়ে। দুই দিনের দুই ইনিংস-এর খেলা ড্র-তে অর্থাৎ অমীমাংসিত অবস্থায় ম্যাচ শেষ হবে ধরে নিয়ে প্রথম ইনিংসে লিড নেওয়ার লক্ষ্যে মুখিয়ে রয়েছে দুই দল। প্রথম দিনের খেলা শেষে অ্যাডভান্টেজ অবস্থায় রয়েছে শতদল সংঘ। ঠিক এই মুহূর্তে পোলস্টার ক্লাব ৫৭ রানে পিছিয়ে রয়েছে। হাতে উইকেট রয়েছে তিনটি। শতদলের বোলাররা আশা করছেন আগামীকাল (শনিবার) ম্যাচের দ্বিতীয় তথা অন্তিম দিনে সকালের দিকেই উইকেটদের প্যাভেলিয়নের ফেরত পাঠিয়ে প্রথম ইনিংসে লিড নেওয়ার কাজটা সেরে নেবে। পুলিশ ট্রেনিং একাডেমি গ্রাউন্ডে শুক্রবার সকালে ম্যাচ শুরুতে টস জিতে শতদল সংঘ প্রথমে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নেয়। তবে ৪৩ ওভার খেলে আট উইকেটের বিনিময়ে ২১১ রানে শতদল সংঘ ইনিংস ঘোষণা করে দেয়।

পাল্টা ব্যাট করতে নেমে দিনের খেলা শেষ হওয়া পর্যন্ত সময়ে পোলস্টার ক্লাব ৪৪ ওভার ব্যাট চালানোর সুযোগ পায়। ইতোমধ্যে ৭ উইকেট হারিয়ে পোলস্টার ক্লাব ১৫৪ রান সংগ্রহ করে। পোলস্টারের পক্ষে পৌরুষ মিশ্র ১৮ রানে এবং অধিনায়ক দীপায়ন দেববর্মা ১৯ রানে উইকেটে রয়েছেন। ওপেনার, উইকেট রক্ষক আকাশ সরকার ৮৮ বল খেলে ছয়টি বাউন্ডারি মেরে ৫৩ রান এবং চিরঞ্জীব দেবনাথ ৪৪ বল খেলে পাঁচটি বাউন্ডারি ও একটি ওভার বাউন্ডারি মেরে ৪৪ রানে সংগ্রহ করে। বোলিংয়ে শতদলের করন দে ২৬ রানে তিনটি, মিজানুর রহমান পোদ্দার দুইটি উইকেট পায়।

শতদল সংঘের দেবরাজ দে-র ৫৫ রান এবং আবির দেবনাথ এর ৩৪ রান ও বিপিন কুমার শর্মার ৩১ রান উল্লেখযোগ্য। দেবরাজ ৪৯ বল খেলে ছয়টি বাউন্ডারি ও দুটি ওভার বাউন্ডারি হাঁকিয়ে ৫৫ রান পায়। পোলস্টারের পৌরুষ মিশ্র ১১১ রানে চারটি উইকেট তুলে নেয়। চিরঞ্জিত দেবনাথ ও রায়হান আহমেদ আরমান দুটি করে উইকেট পেয়েছে।

অনুভা ব্যাডমিন্টন একাডেমিতে টুর্নামেন্টে ব্যাপক সাড়া, পুরস্কার প্রদান আগামীকাল

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। অনুভা ব্যাডমিন্টন একাডেমি আয়োজিত তিনদিন ব্যাপী ওপেন ব্যাডমিন্টন টুর্নামেন্ট এখন বেশ জমজমাট পর্যায়ে। আগামী ১১ মে সন্ধ্যায় চূড়ান্ত পর্যায়ের প্রতিযোগিতা শেষে এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানে বিজয়ীদের পুরস্কৃত করা হবে। একাডেমির দ্বার উদ্ঘাটনের চার মাসের মধ্যেই এ ধরনের ওপেন টুর্নামেন্টে ব্যাপক সাড়া সত্যিই রাজ্যের ক্রীড়া আঙিনায় এক উল্লেখযোগ্য বিষয়। বয়স ভিত্তিক তিনটি বিভাগে বালক বালিকাদের প্রতিযোগিতা এবং অনূর্ধ ৪০ বছর বিভাগে পুরুষদের ডাবলস - সব মিলিয়ে সারা রাজ্যের একাধিক জেলা থেকেও খেলোয়াড়রা অংশ নিয়েছেন। উত্তর ত্রিপুরা জেলা, সিপাহিজলার সোনামুড়া, গোমতী জেলা থেকেও শাটলাররা অংশ নিয়েছেন। একাডেমির প্রায় অর্ধশতাধিক খেলোয়াড় অংশ নিয়েছে এই টুর্নামেন্টে। প্রতিযোগিতা শুরুর প্রাক্কালে এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানে টুর্নামেন্টের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন বিধায়ক রতন চক্রবর্তী। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে পশ্চিম জিলা সভাধিপতি ভারপ্রাপ্ত বিশ্বজিৎ শীল, কর্পোরেটর উত্তম ঘোষ, ক্লাব সম্পাদক রাজেশ দাস প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। খেলোয়ারদের ব্যাপক সাড়া এবং অপ্রত্যাশিত উৎসাহ উদ্দীপনায় ব্যাডমিন্টন একাডেমির কর্ণধার প্রাক্তন ব্যাডমিন্টন তারকা এবং কোচ অনুভা পাল চৌধুরী অত্যন্ত খুশি। সংশ্লিষ্ট সকলকে তিনি আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছেন।

৬৭ টেস্ট খেলে অবসর রোহিতের, দেশের হয়ে খেলতে চান শুধু এক দিনের ম্যাচ, ঘোষণা এল চার লাইনের বিবৃতিতে

টেস্ট ক্রিকেট থেকে অবসর নিলেন রোহিত শর্মা। আইপিএলের মাঝেই এই সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিয়েছেন ভারত অধিনায়ক। এ বার থেকে ভারতের হয়ে শুধু এক দিনের ক্রিকেট খেলবেন রোহিত। গত বছর টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জিতে আন্তর্জাতিক কুড়ি-বিশের ফরম্যাট থেকে অবসর নিয়েছিলেন তিনি। এ বার আরও একটি ফরম্যাটকে অলবিদা জানালেন রোহিত।কোনও সাংবাদিক বৈঠক করেননি রোহিত। ইনস্টাগ্রামে চার লাইনের একটি বিবৃতি দিয়েছেন শুধু। সেখানে রোহিত লিখেছেন, "সকলকে জানাতে চাই যে, আমি টেস্ট ক্রিকেট থেকে অবসর নিচ্ছি। সাদা পোশাকে দেশের হয়ে খেলা আমার কাছে গর্বের। এত বছর ধরে এত ভালবাসা ও সমর্থনের জন্য সকলকে ধন্যবাদ। এক দিনের ফরম্যাটে ভারতের হয়ে খেলা চালিয়ে যাব।"গত বছর থেকেই টেস্টে রোহিতের ব্যাটে রানের খরা চলছে। দেশের মাটিতে নিউ জিল্যান্ডের বিরুদ্ধে চুনকাম হয়েছিল ভারত। সেই সিরিজে একেবারেই রান করতে পারেননি রোহিত। তার পরে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে পাঁচ টেস্টের সিরিজেও রান আসেনি ভারত অধিনায়কের ব্যাট থেকে। এমনই পরিস্থিতি হয়েছিল যে সিডনিতে শেষ টেস্টে প্রথম একাদশের বাইরে রাখতে হয়েছিল রোহিতকে।সেই সময় থেকেই রোহিতের অবসরের জল্পনা শুরু হয়েছিল। শোনা গিয়েছিল, কোচ গৌতম গম্ভীরের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক খারাপ হয়েছে। গম্ভীরই তাঁকে আর চাইছেন না। তবে সিডনি টেস্ট চলাকালীন সম্প্রচারকারী চ্যানেলে রোহিত স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন যে, তিনি শুধু একটি টেস্টের জন্য বাইরে বসেছেন। এখনই অবসরের কোনও সম্ভাবনা নেই। খেলা চালিয়ে যাবেন তিনি। যদিও বাস্তবে দেখা গেল, রোহিত আর দেশের হয়ে সাদা জার্সিতে নামলেন না।গম্ভীরের সঙ্গে রোহিতের সংঘাতের খবর শোনা গেলেও মঙ্গলবার তা উড়িয়ে দিয়েছিলেন ভারতের কোচ। একটি অনুষ্ঠানে তিনি বলেছিলেন, "কিছু মানুষ যাঁদের ইউটিউব চ্যানেল আছে, তাঁরা নিজেরাই বিশেষজ্ঞ হয়ে বসে আছে। তাঁরাই যা মনে হচ্ছে বলছেন। আমরা দু'মাস আগে একসঙ্গে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জিতেছি। ভাবুন, যদি হেরে যেতাম তখন আমাকে কী ধরনের প্রশ্ন করা হত?" রোহিতকে তিনি কতটা সম্মান করেন সে কথা জানিয়েছিলেন গম্ভীর। তিনি বলেছিলেন, "দু'মাস আগে যে কোচ ও অধিনায়ক একসঙ্গে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জিতেছে তাদের সম্পর্ক নিয়ে প্রশ্ন করার কোনও মানেই হয় না। মানুষ ও ক্রিকেটার হিসাবে আমি রোহিতকে খুব সম্মান করি। ও ভারতের জন্য যা করেছে তার কোনও জবাব নেই। ও যে দিন থেকে ভারতীয় দলে খেলছে সে দিন থেকেই ওর সঙ্গে আমার সম্পর্ক বেশ ভাল। সেটা কোনও দিন বদলাবে না।" রোহিতের এই কথার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে এল রোহিতের অবসরের খবর।আইপিএলের পরেই ইংল্যান্ড সফরে যাবে ভারত। পাঁচ টেস্টের সেই সিরিজ থেকে আগামী বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের লড়াই শুরু করবে তারা। শোনা যাচ্ছিল, ইংল্যান্ড সিরিজের আগে রোহিতকে টেস্টের অধিনায়কত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়া হতে পারে। সেই জল্পনার মাঝেই অবসর নিলেন তিনি। অর্থাৎ, ইংল্যান্ড সফরের আগে নতুন অধিনায়ক ঘোষণা করতে হবে ভারতকে। সেই দৌড়ে জসপ্রীত বুমরাহ, ঋষভ পন্থ ও শুভমন গিল রয়েছেন।সাদা বলের ক্রিকেটে রোহিতের রেকর্ড আকর্ষণীয় হলেও টেস্টে তা নয়। দীর্ঘ দিন টেস্টে নিয়মিত সুযোগ পেতেন না তিনি। পরে ওপেনার হিসাবে খেলানো শুরু হয় তাঁকে। ভারতের হয়ে ৬৭টি টেস্ট খেলেছেন রোহিত। করেছেন ৪৩০১ রান। ব্যাটিং গড় ৪০.৫৭। টেস্টে ১২টি শতরান ও ১৮টি অর্ধশতরান করেছেন রোহিত। সর্বাধিক রান ২১২। টেস্টে তাঁর বেশির ভাগ রানই ভারতের মাটিতে। ইংল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকার মতো দেশে বার বার সমস্যায় পড়েছেন তিনি। সামনে ইংল্যান্ড সফরে রোহিত ব্যর্থ হলে তাঁর টেস্ট কেরিয়ার নিশ্চিত ভাবে শেষ হয়ে যেত। তার আগেই টেস্ট থেকে অবসর ঘোষণা করলেন রোহিত।

১ বছর ৫৪ দিনের জন্য শুভমনের হাত থেকে বাঁচলেন কোহলি ! রেকর্ড থেকে গেল বিরাটের

এ বারের আইপিএলে গুজরাত টাইটান্সের অধিনায়ক দুরন্ত ফর্মে রয়েছেন। ১১ ম্যাচে ৫০৮ রান করেছেন। দলকে সামনে থেকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন শুভমন। তাঁর সামনে সুযোগ ছিল বিরাট কোহলির রেকর্ড ভাঙার। কিন্তু মুম্বইয়ের বিরুদ্ধে ৪৩ রানে আউট হয়ে যাওয়ায় তা সম্ভব হয়নি।অধিনায়ক হিসাবে একটি আইপিএলে ৫০০-র বেশি রান করার রেকর্ড রয়েছে কোহলির। মাত্র ২৪ বছর ১৮৬ দিনে এই রেকর্ড গড়েছিলেন তিনি। শুভমন অধিনায়ক হিসাবে প্রথম বার আইপিএলে ৫০০ রানের বেশি করলেন। এখন তাঁর বয়স ২৫ বছর ২৪০ দিন। ফলে সবচেয়ে কম বয়সে অধিনায়ক হিসাবে আইপিএলের এক মরসুমে ৫০০-র বেশি রান করার তালিকায় দ্বিতীয় স্থানে রইলেন শুভমন। ১ বছর ৫৪ দিনের জন্য কোহলির রেকর্ড বেঁচে গেল।মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের বিরুদ্ধে গুজরাত টাইটান্স ৩ উইকেটে ম্যাচ জিতে নেয়। সেই ম্যাচে ৪৬ বলে ৪৩ রান করেন শুভমন। মুম্বই প্রথমে ব্যাট করে ১৫৫ রান করেছিল। জসপ্রীত বুমরাহ এবং ট্রেন্ট বোল্টের দাপটে একটা সময় রান তাড়া করতে নেমে চাপে পড়ে গিয়েছিল গুজরাত। বৃষ্টিবিঘ্নিত ম্যাচে শুরুটা ভাল না হলেও শেষ পর্যন্ত ম্যাচ জিতে নেয় তারা। ১৮তম ওভারে বৃষ্টির জন্য ম্যাচ বন্ধ হয়েছিল। সেই সময় ১২৬ রানে ৬ উইকেট হারিয়েছিল গুজরাত। ডিএলএস নিয়মে সেই সময় ম্যাচ বন্ধ হলে জিতত মুম্বই। কিন্তু খেলা শুরু হয়। এক ওভারে গুজরাতের লক্ষ্য হয় ১৫ রান। রাহুল তেওয়াটিয়া প্রথম বলেই চার মারেন। তৃতীয় বলে জেরাল্ড কোয়েৎজি ছক্কা মারেন। ম্যাচ জিতে নেয় গুজরাত।

পোল্ট্রি ফার্মে দুষ্কৃতী হামলা রাত্রিকালীন নিরাপত্তা নিয়ে উঠছে প্রশ্ন

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশালগড়, ৯ মে: বিশালগড় থানাধীন উত্তর ব্রজপুর এলাকায় হরি মাধব দেবনাথ এর পোল্ট্রি ফার্মে দুষ্কৃতী দল হামলা চালায়।পোল্ট্রি ফার্মে থাকা বহু মোরগ মেরে ফেলে দুষ্কৃতিকারীরা। এই ঘটনা ঘিরে উত্তর ব্রজপুর এলাকায় তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে।

শুক্রবার সকালে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে হরি মাধব দেবনাথ জানান এই ঘটনা। তবে পুলিশের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন তিনি। রাতের আঁধারে বিশালগড় অত্র এলাকায় পুলিশের টহলধারি নেই বললেই চলে। যার ফলে অপরাধমূলক ঘটনা বৃদ্ধি পাচ্ছে বিশালগড় জুড়ে। এই ঘটনায় দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়েছেন ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তি।

জামাতার ধরালো অস্ত্রের আঘাতে গুরুতর আহত স্ত্রী, শ্বশুর এবং প্রতিবেশী

আগরতলা, ৯ মে: জামাতার ধরালো অস্ত্রের আঘাতে গুরুতর আহত হয়েছে স্ত্রী, শ্বশুর এবং প্রতিবেশী। ওই ঘটনায় পেঁচারথল থানাধীন মাছমারা কৃষ্ণটিলা পান বাগান এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। বর্তমানে তাদের চিকিৎসা চলছে জিবি হাসপাতালে।

ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, গতকার রাত ১২ টা নাগাদ পারিবারিক ঝামেলা জেরে জামাতার ধরালো অস্ত্রের আঘাতে গুরুতর আহত হয়েছে স্ত্রী, শ্বশুর এবং প্রতিবেশী। ওই ঘটনায় গোটা মাছমারা কৃষ্ণটিলা পান বাগান এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। ঘটনার পেয়ে ছুটে গিয়েছে স্থানীয়য় জনগণ সহ দলের কর্মীরা। সাথে সাথে তাঁরা আহতদের উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছেন। কিন্তু তাঁদের অবস্থা আশঙ্কা জনক দেখে চিকিৎসকরা জিবি হাসপাতালে স্থানান্তর করেন।

বাইক ও সাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে আহত এক

আগরতলা, ৯ মে : বাইক ও সাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষ আহত হয়েছে এক ব্যক্তি। জামজুরি বাজার হইতে জয়ন্তী বাজার যাওয়ার পথে মুড়াপাড়া সাশ্রয়ী কলোনি এলাকায় ওই ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, আজ সকালে বাইসাইকেল আরোহী কাজের উদ্দেশ্য যাচ্ছিলেন। ওই সময়ই জামজুরি বাজার হইতে জয়ন্তী বাজার যাওয়ার পথে মুড়াপাড়া সাশ্রয়ী কলোনি এলাকায় ওই ঘটনা ঘটে। ওই ঘটনায় বাইসাইকল চালক কাজল দাস(৩০) গুরুতর আহত হয়েছেন। আশেপাশে লোকজন ছুটে গিয়ে সঙ্গে সঙ্গে খবর দেয় উদয়পুর দমকলবাহিনীকে। দমকল কর্মীরা ছুটে গিয়ে আহত ব্যক্তিকে উদ্ধার করে গোমতী জেলা হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছে।

সাতসকালে সূর্য চৌমুহনীতে ভয়াবহ যান দূর্ঘটনা

আগরতলা, ৯ মে : সাতসকালে আগরতলা সূর্য্য চৌমুহনীতে ভয়াবহ দুর্ঘটনাগ্রস্ত হয় বিলাশবহুল গাড়ি। কিন্তু ওই ঘটনায় কেউ হতাহত হয়নি। ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, আজ সকালে সূর্য্য চৌমুহনীতে ছোট গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে মালবাহী ট্রাকের পিছনে সজোরে ধাক্কা মারে। এদিকে, ঘটনাস্থল থেকে ছোট গাড়ির চালক পলাতক। কিন্তু ওই ঘটনায় কেউ হতাহত হয়নি।

শুক্রবার আগরতলায় রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে রবীন্দ্র জন্ম জয়ন্তি পালিত হয়।

মন্ত্রী সুধাংশু দাসের কোরান বিরোধী মন্তব্যের প্রতিবাদে সরব উত্তরাঞ্চলীয় কমিটি ও আঞ্চলিক যৌথ পরগনা কমিটি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ মে: মন্ত্রী সুধাংশু দাসের কোরান বিরোধী মন্তব্যের প্রতিবাদ জানালো উত্তরাঞ্চলীয় কমিটি ও আঞ্চলিক যৌথ পরগনা কমিটি। এই উপলক্ষে কমিটির নেতৃত্বরা প্রেমতলা বাজারে এক প্রতিবাদ বার্তা দেন সংবাদ মাধ্যমের মাধ্যমে।

এই প্রতিবাদ কর্মসূচির নেতৃত্বে ছিলেন ত্রিপুরা রাজ্য নদওয়া সভাপতি মৌলানা আব্দুল্লাহ, সুন্নি ইমাম কমিটির সভাপতি মৌলানা নুরুল মুক্তাকীন এবং ধর্মনগর উত্তরাঞ্চলীয় কমিটির সভাপতি গিয়াস উদ্দিন চৌধুরী প্রমুখরা। প্রথমেই তারা কাশ্মীরে জঙ্গি হামলার তীব্র নিন্দা জানান ও নিহতদের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করেন। পাশাপাশি উনারা ওয়াকফ বিলেরও প্রতিবাদ জানান।

এদিকে তাদের মূল বক্তব্য তুলে ধরে তারা জানান, গত কিছুদিন পূর্বে পেহেলগাওঁ সন্ত্রাসী হামলাকে কেন্দ্র করে রাজ্যের মৎস্য দপ্তরের মন্ত্রী সুধাংশু দাস উনার বিধানসভা এলাকায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে কোরান ও ইসলামের বিরুদ্ধে কথা বলেন। যা ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের হৃদয়ে আঘাত করে।

বক্তারা বলেন, মন্ত্রী বলেছেন কোরানে নাকি লিখা ছিল অমুসলিমদের দেখলেই হত্যা করা এবং কাফের বলে গালি দেওয়ার কথা উল্লেখ রয়েছে।

কিন্তু এই কাহিনী বা মন্ত্রীর বক্তব্যের তীব্র প্রতিবাদ জানান ধর্মীয় নেতারা। তারা আরো বলেন হযরত মোহম্মদ এর আমলে মুসলিমদের মধ্যে কোন এক বিষয়কে কেন্দ্র করে এই ধরনের একটি চুক্তি ছিল যে চুক্তি লংঘন করলে হত্যা করার কথা উল্লেখ ছিল কিন্তু সেটা সবার জন্য নয়। তাছাড়া ইসলাম শান্তির ধর্ম যে ধর্ম কোন জাতিকে ঘৃণা করে না। এভাবে তারা মন্ত্রীর বক্তব্যের বিরোধিতা করে প্রতিবাদ জানান।

দশদিনব্যাপী ঐতিহ্যবাহী বৈশাখী মেলার উদ্বোধন

নিজস্ব প্রতিনিধি, সাব্রুম, ৯ মে: সাব্রুম মেলারমাঠে গতকাল থেকে শুরু হয়েছে দশদিনব্যাপী ঐতিহ্যবাহী বৈশাখী মেলা। মেলার উদ্বোধন করে সাংসদ কৃতি সিং দেবী দেববর্মা বলেন, দেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে আমাদের সকলকেই ঐক্যবদ্ধভাবে এগিয়ে আসতে হবে। অনুষ্ঠানে সমবায় মন্ত্রী শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া বলেন, প্রধানমন্ত্রীর মার্গদর্শনে রাজ্য সরকার বিকশিত ত্রিপুরা গড়ে তোলার লক্ষ্যে কাজ করছে। উন্নয়নমূলক কাজের পাশাপাশি মেলা ও উৎসবেরও আয়োজন করা হচ্ছে। এইসব মেলা ও উৎসবের মাধ্যমে জাতি, জনজাতির মধ্যে ঐক্যবোধ গড়ে উঠছে। অনুষ্ঠানে এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক মাইলায়ু মগ, দক্ষিণ ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সভাধিপতি দীপক দত্ত, এমডিসি দেবজিৎ ত্রিপুরা, সাতচাঁদ পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান প্রভাষ লোখ, সাব্রুম নগর পঞ্চায়েতের চেয়ারপার্সন রমা পোদ্দার দে, দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক মহম্মদ সাজ্জাদ পি, মহকুমা শাসক শিবজ্যোতি দত্ত, বিশিষ্ট সমাজসেবী গৌতম ত্রিপুরা, দ্বীপায়ন চৌধুরী প্রমুখ। মেলা উপলক্ষে বিভিন্ন দপ্তরের পক্ষ থেকে প্রদর্শনী স্টল খোলা হয়। অনুষ্ঠান শেষে অতিথিগণ প্রদর্শনী স্টলগুলি পরিদর্শন করেন। দশদিনব্যাপী মেলায় প্রতিদিন সন্ধ্যায় তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের পক্ষ থেকে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হবে।

রবীন্দ্রনাথ ছিলেন ভারতীয় সাহিত্য-সংস্কৃতির এক উজ্জ্বল নক্ষত্র : মেয়র

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ মে: রবীন্দ্রনাথ ছিলেন ভারতীয় সাহিত্য-সংস্কৃতির এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। রবীন্দ্রনাথকে বাদ দিয়ে সাহিত্য, সংস্কৃতির কল্পনা করা অসম্ভব। তাই রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে যত বেশি চর্চা করা হবে ততই আমরা সমৃদ্ধ হবো। আজ সকালে রবীন্দ্রকাননে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মজয়ন্তী উদযাপন উপলক্ষে প্রভাতি কবি প্রণাম অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে আগরতলা পুর নিগমের মেয়র তথা বিধায়ক দীপক মজুমদার একথা বলেন। তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে আয়োজিত প্রভাতি কবি প্রণাম অনুষ্ঠানের শুরুতে অতিথিগণ কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মর্মর মূর্তিতে পুষ্পাঞ্জলি প্রদানের মাধ্যমে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। অনুষ্ঠানে বিধায়ক শ্রী মজুমদার বলেন, রবীন্দ্রনাথ আমাদের সকলের কাছে একটা আবেগের বিষয়। ত্রিপুরার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের একটা গভীর সম্পর্ক ছিল। ত্রিপুরাকে নিয়ে তিনি অনেক নাটক, উপন্যাস লিখেছেন।

রবীন্দ্রনাথের চিন্তা, দর্শন ও ভাবধারাকে আগামী প্রজন্মের কাছে আরও বেশি করে তুলে ধরতে হবে। অনুষ্ঠানে তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের বিশেষ সচিব দেবপ্রিয় বর্ধন বলেন, রবীন্দ্রনাথ ছিলেন বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য রচনার মাধ্যমে মানুষের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, প্রেম-বিরহের ভাবনা ফুটে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথের চিন্তা, দর্শন আজও সমান প্রাসঙ্গিক। অনুষ্ঠানে এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক মীনারাণী সরকার, তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের অধিকর্তা বিম্বিসার ভট্টাচার্য্য, রাজ্যভিত্তিক সাংস্কৃতিক উপদেষ্টা কমিটির ভাইস চেয়ারম্যান সুব্রত চক্রবর্তী, ত্রিপুরা হর্টিকালচার কর্পোরেশন লিমিটেডের চেয়ারম্যান জওহর সাহা, রাজ্য মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন ঝর্ণা দেববর্মণ এবং বিশিষ্ট রবীন্দ্র সংগীত শিল্পী কমল বরণ চক্রবর্তী। প্রভাতি কবি প্রণাম অনুষ্ঠানে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংস্থার শিল্পীগণ নৃত্য, সংগীত এবং আবৃত্তি পরিবেশন করেন।

বিলোনীয়ায় ২৫ টি দোকানে চুরির ঘটনায় গ্রেপ্তার ২ নাবালক ভাই, উদ্ধার চুরি যাওয়া বিভিন্ন সামগ্রী

আগরতলা, ৯ মে : বিলোনীয়ায় ২৫ টি দোকানে চুরির ঘটনায় পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হয়েছে ২ নাবালক ভাই। তাদের কাছ থেকে চুরি যাওয়া বিভিন্ন সামগ্রী উদ্ধার করেছে।প্রসঙ্গত, গত ৬ মে প্রায় ২৫টি দোকানে চুরির ঘটনায় গোটা বিলোনিয়া থানাধীন উত্তর ভারত চন্দ্রনগর বাজারে তীব্র আতঙ্ক ছড়িয়েছিল। চোরের দল হানা দিয়ে প্রায় চার লক্ষ টাকার জিনিস নিয়ে পালিয়েছিল। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়েছিল পুলিশ সহ ফরেন্সিক টিম। এদিকে, খবর দেওয়া হয়েছিল ডগ স্কোয়াডকে। ওই ঘটনায় পুলিশের ভূমিকা নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন ব্যবসায়ীরা। এরই গতকাল রাতে বিভিন্ন সিসি ক্যামেরা খতিয়ে ওই ঘটনার সাথে জড়িত দুই যুবককে আটক করা হয়েছে। তাদের কাছ থেকে চুরি যাওয়া বিভিন্ন সামগ্রী উদ্ধার করা হয়েছে।

সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এক পুলিশ আধিকারিক বলেন, গত ৬ মে প্রায় ২৫টি দোকানে চুরির ঘটনা ঘটেছিল। পরবর্তী সময়ে পুলিশ যৌথ অভিযান চালিয়েছিল। অভিযানে সিসি ক্যামেরা খতিয়ে চুরির সাথে জড়িত দুই যুবককে আটক করা হয়েছে। তারা ভবানীপুরের বাসিন্দা। ওই ঘটনায় পুলিশ আরও তদন্ত করছে।

কেন্দ্রীয় সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়, একলব্য পরিসরে রবীন্দ্র জয়ন্তী উদযাপিত

আগরতলা, ৯ মে: কেন্দ্রীয় সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়, একলব্য পরিসরে ০৯-০৫-২০২৫ তারিখে অত্যন্ত উৎসাহ ও শ্রদ্ধার সাথে গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মবার্ষিকী উদযাপন করেছে। এই অনুষ্ঠানে নোবেল বিজয়ীর জীবন ও অবদানের কথা স্মরণ করা হয়, যার কাজ প্রজন্মের পর প্রজন্ম অনুপ্রাণিত করে।

অনুষ্ঠানটি সভাপতিত্ব করেন কেন্দ্রীয় সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়, একলব্য পরিসরের নির্দেশক প্রফেসর মখলেশ কুমার মহোদয়। সভাপতির ভাষণে অধ্যাপক মখলেশ কুমার রবি ঠাকুরের লেখার সার্বজনীন আবেদন এবং সমসাময়িক সমাজে এর প্রাসঙ্গিকতা তুলে ধরেন।অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট এবং সম্মানিত অতিথি হিসেবে নিম্নোক্ত সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন, যেমন ড. উমেশ মিশ্র, বিভাগীয় প্রধান (ব্যাকরণ), ড. স্বর্গ কুমার মিত্র, সহকারী অধ্যাপক (সাহিত্য) এবং ড. সুমন আচারা, সহকারী অধ্যাপক (ইংরেজি)। শিক্ষার্থী এবং বিশিষ্ট সদস্যরা বিভিন্ন সাংস্কৃতিক পরিবেশনা, আবৃত্তি এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উত্তরাধিকারকে উৎসর্গীকৃত আলোচনার মাধ্যমে উদযাপনে অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানটি ধন্যবাদ জ্ঞাপন এবং মহান কবির মূল্যবোধ ও আদর্শকে সমুন্নত রাখার জন্য নতুন করে অঙ্গীকারের মাধ্যমে শেষ হয়। ড. পলাশ সাঁতরা, সহকারী অধ্যাপক (বেদান্ত) অনুষ্ঠানটির সমন্বয়ক ছিলেন।

প্রয়াত স্বর্ণ ব্যবসায়ী

আজকের ফরিয়াদ স্টাফ রিপোর্টার ৯ মে,রাজ্যের বিখ্যাত জুয়েলারি প্রতিষ্ঠান কালিকা জুয়েলার্সের অন্যতম অংশীদার মৃন্ময় চৌধুরী প্রয়াত হলেন। শুক্রবার ভোর রাতে তিনি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন বলে খবর। পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে তিনি ঘুমের মধ্যে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। সকাল বেলা ঘুম থেকে না ওঠায় তাকে ডাকতে গিয়ে পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা মৃন্ময় চৌধুরীর মৃত্যুর বিষয়টি বুঝতে পারেন। পরে চিকিৎসকরা তার বিষয়টি পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর নিশ্চিত করেন। মৃন্ময় চৌধুরীর মৃত্যুর খবর জানাজানি হতেই কালিকা জুয়েলার্স পরিবারের সদস্যদের মধ্যে নেমে আসে গভীর শোকের ছায়া। মৃত্যুকালে তার আনুমানিক বয়স হয়েছিল ৫০ বছর। দীর্ঘদিন ধরেই তিনি কালিকা জুয়েলার্সের পরিচালন বিভাগটি দক্ষতার সাথে সামলাচ্ছিলেন। ব্যবসায়িক মহলে অমায়িক লোক হিসেবে পরিচিত ছিলেন মৃন্ময় চৌধুরী। তার দক্ষ পরিচালনায় দিন দিন কালিকা জুয়েলার্সের শ্রী বৃদ্ধি ঘটে। সংবাদ মহলেও তিনি ছিলেন সুপরিচিত নাম। সমাজসেবী পরোপকারী মানুষ হিসেবেও তিনি প্রচুর কাজ করে গেছেন। তার মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়তেই শোক কাতর অন্যান্য ব্যবসায়ীরা তার বাড়িতে ছুটে যান। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী ও দুই কন্যা সহ পরিবারের অন্যান্য সদস্যসহ অসংখ্য গুণমুগ্ধকে রেখে গেছেন।

শালবাগান এলাকায় পুলিশ চেকিংয়ে আটক বাংলাদেশী যুবক

আগরতলা, ৯ মে : পুলিশ চেকিংয়ের সময় শালবাগান এলাকা থেকে আটক হয়েছে এক বাংলাদেশী নাগরিক। পুলিশী জিজ্ঞেসাবাদে ত্রিপুরায় অবৈধভাবে প্রবেশের বিষয়টি স্বীকার করেছেন ওই যুবক।

এদিন এক পুলিশ আধিকারিক জানিয়েছেন, শালবাগান এলাকায় পুলিশ রুটিন তল্লাশি শুরু করেছিল। ওই সময় সন্দেহভাজন এক নাগরিককে জিজ্ঞাসাবাদ করেন। জিজ্ঞাসাবাদে জানা গিয়েছে সে অবৈধভাবে ত্রিপুরায় প্রবেশ করেছে। তাকে পুলিশ আটক করে থানায় নিয়ে গিয়েছে।

স্বাধীনতার পর এই প্রথম পিচের রাস্তা নির্মাণ খুশি এলাকাবাসী

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ৯ মে: স্বাধীনতার পর এই প্রথম পিচের রাস্তা নির্মাণ কাজে হাত লাগিয়েছে বর্তমান সরকার। আর এতে খুশি আমজনতা। উদয়পুর গর্জি -তুলামুড়া বাজার হয়ে এমটি কলোনি রাস্তা স্বাধীনতার পর এই প্রথম নতুনভাবে রাস্তা তৈরীর জন্য বর্তমান রাজ্য সরকার হাত লাগিয়েছে।

এই রাস্তা দিয়ে আজ পর্য্যন্ত চার চাকার গাড়ি যাতায়াত করতে পারেনি এমনকি বাইসাইকেল দিয়ে যাতায়াত করা ছিল কষ্টসাধ্য। বহুবার রাস্তা নির্মাণ করার জন্য সরকারের কাছে দাবি জানিয়ে আসলেও কেউ কর্নপাত করেনি। স্বাধীনতার পর বহু রাজনৈতিক দল ক্ষমতায় আসলেও এই এলাকার জনগণের ভাগ্য ফিরে আসেনি। অবশেষে এ রাস্তা নির্মাণের জন্য বর্তমান সরকার কাঁকড়াবন পূর্ত দপ্তরকে এ রাস্তা নির্মাণের জন্য বরাদ দেওয়া হয়। বর্তমান বিজেপি সরকার ক্ষমতা আসার পর এই পায়ে হাটা মেঠো পথ বদলে গেছে। পিচ ঢালা পথ তৈরি করার কাজ শুরু হয়েছে এমনই ঘটেছে বাস্তবে। কাঁকড়াবন পূর্ত দফতরের এসডিও পার্থপ্রতিম দেবনাথ জানান এই রাস্তাটি প্রায় চার কিলোমিটার রাস্তা তৈরির জন্য দফতর হাত লাগিয়েছে। রাস্তার নির্মাণের পাশাপাশি নতুনভাবে ড্রেইন ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাঙ্কের ব্যবসা ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ১৪ হাজার ৮৫ কোটি টাকায় পৌঁছেছেঃ চেয়ারম্যান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ মে: ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাঙ্কের ব্যবসা ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ১৪ হাজার ৮৫ কোটি টাকায় পৌঁছেছে। বিগত দুই অর্থবছরের তুলনায় এই হার বেড়েছে প্রায় ১৩.৬০ শতাংশ। আজ ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাঙ্কের প্রধান কার্য্যালয়ের কনফারেন্স হলে ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাঙ্কের ২০২৪-২৫ অর্থবছরের সামগ্রিক সাফল্যের বিষয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাঙ্কের চেয়ারম্যান সত্যেন্দ সিং এ সংবাদ জানান।

তিনি জানান, রাজ্যে ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাঙ্কের ১৫০টি শাখা ও ১২টি ক্ষুদ্র শাখা ও ২টি মোবাইল এটিএম ভ্যান রয়েছে। এরমধ্যে ১টি মোবাইল এটিএম ভ্যান ২০২৩ সালে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণ উদ্বোধন করেছিলেন। ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাঙ্কের ৩৯টি এটিএম রয়েছে। এরমধ্যে ২৫টি এটিএম রয়েছে গ্রামীণ এলাকায়। তিনি বলেন, ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাঙ্ক রাজ্যবাসীর নিজস্ব ব্যাঙ্ক। তিনি বলেন, গত ২০২৩-২৪ অর্থবছরে এই ব্যাঙ্কের নেট মুনাফা হয়েছিল ২৭ কোটি টাকা। যা গত ২০২৪-২৫ অর্থবছরে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১০৪ কোটি টাকাতে। তিনি বলেন, যেকোন ব্যাঙ্কের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে নন পারফর্মিং অ্যাসেট (এনপিএ)। এই ব্যাঙ্কের এনপিএ হচ্ছে শূণ্য। এতে বুঝা যায় ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাঙ্কের অ্যাসেট কোয়ালিটি খুবই ভাল। তিনি বলেন, ত্রিপুরার গ্রামীণ অর্থনীতির উন্নয়নে ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাঙ্ক প্রতিনিয়ত চেষ্টা করছে। এই ব্যাঙ্কের অধীনে বহু স্বসহায়ক দল রয়েছে। স্বসহায়ক দলগুলিকে এগিয়ে নিয়ে যাবার প্রচেষ্টা নেওয়া হয়েছে। গত অর্থবছরে কৃষিভিত্তিক সেক্টরে অনেক পরিমাণে ঋণ দেওয়া হয়েছে। এরমধ্যে রয়েছে গাভী পালন, শুকর পালন, হাঁস পালন, চাষাবাদ, পোল্ট্রি মোরগ পালন প্রভৃতি। গত অর্থবছরে এই ব্যাঙ্ক ১২ হাজার ৪৮টি স্বসহায়ক দলকে লোন দেয়। তিনি বলেন, আমাদের সবসময় প্রচেষ্টা থাকে গ্রামীণ অর্থনীতির সাথে সাথে বিভিন্ন কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট সহ শহরে যে এমএসএমই আছে, খুচরো দোকান আছে, স্ব উদ্যোগী আছেন তাদের সহায়তা করার। তিনি বলেন, গত অর্থবছরে স্বাবলম্বন, প্রধানমন্ত্রী কর্মসংস্থান নিশ্চয়তা প্রকল্প, পিএম স্বনিধি, পিএম সূর্য্যঘর মুফৎ বিজলী যোজনা, প্রধানমন্ত্রী জীবন জ্যোতি বীমা যোজনা, প্রধানমন্ত্রী সুরক্ষা বীমা যোজনা, অটল পেনশন যোজনা প্রভৃতি প্রকল্পে যুবক-যুবতীদের ঋণ দেওয়া হয়েছে। গত দু'টি অর্থবছরে ২টি হাসপাতাল নির্মাণের জন্য লোন দেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, আগে ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাঙ্কে কোন ধরণের ডিজিট্যাল ফ্যাসিলিটি পাওয়া যেতনা। বর্তমানে এই ব্যাঙ্কে ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিং, মোবাইল ব্যাঙ্কিং, ইউপিআই, হোয়াটসঅ্যাপ ব্যাঙ্কিং, এইপিএস, সেলফ আপডেট প্রিন্টিং মেশিন, চেক ক্লিয়ারিং ইত্যাদি সুবিধা রয়েছে।তিনি বলেন, ফিঙ্গার টিপ-এর মাধ্যমে পেমেন্ট করার জন্য ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সাব্রুম মাইকেল মধুসূদন দত্ত কলেজের বাংলা বিভাগে কবিগুরুর জন্মশতবার্ষিকী উদযাপিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, সাব্রুম, ৯ মে: আজ সাব্রুম মাইকেল মধুসূদন দত্ত কলেজ(এমএমডি) বাংলা বিভাগের উদ্যোগে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৬৪তম জন্মশতবার্ষিকী উদযাপিত হয়। আজ কবিগুরু প্রতিকৃতিতে মাল্যদান, আতিথি বরণ ও উদ্বোধনী সংগীতের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের শুভারম্ভ হয়। অনুষ্ঠানে পৌরহিত্য করেন কলেজ অধ্যক্ষ ড.অনুপম গুহ।

সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সাব্রুম মনু এইচ এস ইংরেজী মাধ্যম স্কুল থেকে অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক তথা বিশিষ্ট কবি শ্রী রতন চক্রবর্তীর। তিনি কবিগুরুর জীবনীর উপর আলোকপাত করেন এবং উনার জীবনের মূল্যবোধ ও আদর্শ নিয়ে উপস্থিত ছাত্রছাত্রীদের বলিয়ান হওয়ার আহ্বান করেন। কলেজ অধ্যক্ষ ড.অনুপম গুহ কবিগুরুর উক্তি 'মনুষ্যত্বের শিক্ষাটাই চরম শিক্ষা আর সমস্তই তার অধীন' শুনিয়ে বলেন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন উচ্চাভিলাসী, মানবিকতায় শ্রদ্ধাশীল, কবি ১৯০১ সালে শান্তিনিকেতনে বিশ্বভারতীর বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন, লক্ষ্য ছিল ভারতীয় সংস্কৃতি ও পাশ্চাত্য শিক্ষার মূল্যবোধের এক সুরেলা মিশ্রন তৈরী করা। তিনি ছিলেন বিশ্বকবি।

অধ্যক্ষ ড.গুহ কবির দূরদৃষ্টির কথা ছাত্রছাত্রীদের সামনে তুলে ধরেন এবং পড়াশোনার পাশাপাশি প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়ার আবেদন করেন। অনান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন বাংলা বিভাগের বরিষ্ঠ অধ্যাপক ড. কমল আচার্য্য, শিক্ষক সংসদের সম্পাদক অধ্যাপক ড. দীপঙ্কর দেব, তৃতীয় সেমিস্টারের ছাত্র জুয়েল কর্মকার এবং কলেজ এলামনির সদস্য সজল নাথ। আজকের অনুষ্ঠানে আধ্যাপক-আধ্যাপিকা এবং ছাত্রছাত্রীদের পরিবেশীত রবীন্দ্র সঙ্গীত, কবিতা, নৃত্য ছিল উপভোগ করার মত ও চিত্তাকর্ষক। আনুষ্ঠানে স্বাগত ও ধন্যবাদ সূচক বক্তব্য রাখেন বাংলা বিভাগের বিভাগীয় প্রধানা অধ্যাপিকা শ্রীমতি সুপ্রিয়া মগ এবং অতিথি অধ্যাপিকা শ্রীমতি সুজাতা বসাক। সমবেত জাতীয় সংগীতের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়।

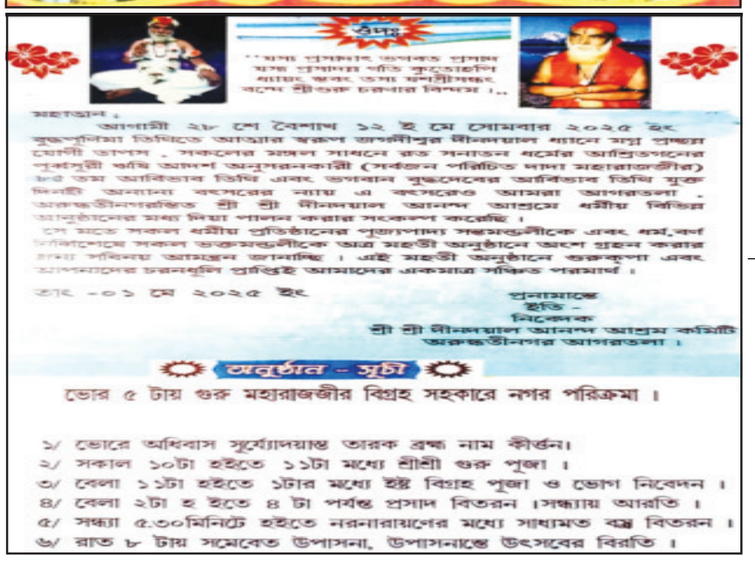

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas